পাথেয়

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ।

১৩৩৭

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রকাশক :—

শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ।

প্রিণ্টার :—

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

উৎসর্গ

তোমাকে

তুমি জান—
আমার অন্য কিছু নাই।
আমিও জানি—
তোমার নিকট ঋণী থাকতেই
আমার সুখ।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

সত্য ঘটনা অবলম্বনে
গল্প কয়টির গড়ন।

গ্রন্থকার

পাথেয়

দূরের আলো

অপূর্ব্ববাবু সাত বছরের ডিপুটি। আমাদের গ্রামেই বিবাহ করেছেন। ক্বচিৎ কখনো তাঁর আবির্ভাব হ'ত; ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিন দিন কখনো কাটাতেননা। মাথার অসুখ হওয়ায় কবিরাজের শরণ নেন। তিনি বলেছেন—এই সময় দিনকতক নথি-পত্র থেকে মাথাটা নড়িয়ে, সহরের ধূলি-ঘন বায়ুর বাইরে গঙ্গাকূলে—কোন বৃক্ষলতা-বহুল শীতল পল্লীতে থাকা, আর প্রাতে নিয়মিত গঙ্গা-স্নান। আড্ডা দিতে পারলে আশু ফল পাবে,—অবশ্য দাবা পাশা বাদ, সেরেফ গান গল্প গুড়ুক, হাসি-তামাসা; তাস খেলো ত' এক ঘণ্টা,—বাস্, তার বেশী নয়। এই হ'লেই সেরে যাবে; ঔষধের আবশ্যক নেই। তাই এক মাসের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, যেহেতু আমাদের গ্রামখানি গঙ্গার ওপরেই, —আর বৃক্ষলতা-বহুল ত' বটেই।

আমাদের বৈঠকের আড্ডাটা ছিল বিশুদ্ধ। তিনি খোঁজ নিয়ে তাইতেই ভর্ত্তি হয়ে পড়লেন। বেশ মিশুক লোক, দু'তিন দিনেই বেমালুম আপনার লোক ব'নে গেলেন।

আমার "অমৃতবাজার পত্রিকা" আসতো,—একদিনের পুরাতন সংখ্যাখানা—দুপুর বেলাটা কাটাবার জন্যে নিয়ে যেতেন। সেদিন ইংরিজি ১৯২২ সনের ২রা জুলায়ের কাগজখানা ফিরিয়ে দেবার সময় বললেন—"কতবড় জাত দেখুন—ওরা বড় হবেনা ত' হবে কে! আকাশে ওড়া, জলের মধ্যে থাকা, হাজার হাজার মাইলে বেতার-বার্ত্তার আদান-প্রদান, বৃদ্ধকে যৌবন দান, ইত্যাদি ইত্যাদি—অল্পদিনের মধ্যে সেরে ফেললে। এবার দেখছি পরপারের পাত্তাও লাগিয়েছে। দেখবেন, সপ্তলোক ভেদ করতে ওদের সাতটা বছরও লাগবেনা—আয়না বানিয়ে ফেলবে,—ডাক বসিয়ে দেবে।"

—বলেন কি? পরলোকের সাড়া কিছু পেলেন নাকি?

—আপনি বুঝি কাগজখানা কেবল নিয়েই থাকেন—দেখেন-না! Sir Conan Doyle-এর (সার কোনান্ দয়াল-এর) নাম শুনেছেন ত'। তিনি যে-সে লোক নন—তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক—এডিনবরার LL. D., লণ্ডনের নামজাদা ডাক্তার, অসাধারণ বক্তা—আবার সাহিত্য-জগতে দশ জনের একজন। যেমনি হাতে-বহরে, তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি মাথা। তিনি বিনা প্রমাণে বা চক্ষে না দেখে একটি কথাও বিশ্বাস করবার

লোক নন। আজ ১৫।২০ বৎসর তিনি অলৌকিক বা পারলৌকিক রহস্যের পেছনে পড়েছিলেন। এখন প্রমাণ সংগ্রহ করে' অর্থাৎ ভূতের বা সূক্ষ্মদেহের ফোটো নিয়ে আর পারলৌকিক স্ত্রী-পুরুষ তলব করে'—তাদের কথা শুনে, জগতে সেই বাণী প্রচার করতে দেশবিদেশে বেরিয়েছেন। অনেক ঘুরে সম্প্রতি আমেরিকায় লেক্‌চার দিচ্ছেন। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য—স্থানাভাব—চড়াদরে টিকিট কিনেও লোক দাঁড়াতে স্থান পায় না। তিনি এক পয়সাও ছোঁননা,—সব টাকাটা Psychic (আধ্যাত্মিক) গবেষণার জন্যে দেন।

তাঁর হচ্ছে—মৃত্যুর পর মানুষের জীবন নিয়ে কথা, অর্থাৎ ভৌতিক জীবন এবং তাহাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি সম্বন্ধে। * আর তাঁর প্রধান বাণী হচ্ছে "এ জীবনে যে-কোন বীজ ছড়াবে বা যা বুনবে, পরলোকে তার কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাবে বা আদায় নিতে হবে।" †

তিনি বলছেন—"যে বাণী (message) তিনি শোনাচ্ছেন—হয় তার মত মহত্তম বাণী মানুষকে কখন দেওয়া হয়নি, না হয়—এটা একটা ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি,—মায়া।" তার পরই তিনি বলছেন

* *** Life in the spirit world and the realization of happiness or woe.

† Whatever is sown in this life will be reaped to the uttermost limit on the other."

—"আমি যা দেখেছি, আমি যা শুনেছি, আর আমি যা সত্য বলে' জেনেছি, সেইটাই শপথ করে' জানালুম।" *

—শুন্‌লেন ? কত বড় ব্যাপারটা বলুন দিকি,—ওদের অসাধ্য কিছুই নেই।

বললুম,—"ওঁর যা বর্ণনা শোনালেন, তাতে মহাপুরুষ বলে'ই মনে হয়। মানবের এতটা উপকার করছেন—একটি পয়সা নেন-না! ওঁর Sherlock Holmes পড়ে' ভারি আকৃষ্ট হয়েছিলুম বটে। যাহোক—উনি যে-কথা শুনিয়ে দিয়েছেন—অর্থাৎ এর চেয়ে মহত্তম বাণী মানুষকে কেউ কখনো দেয়নি, তাতেই বোঝা যায়, বিশ্বের সব দেশ সম্বন্ধে ঘোঁটা-অভিজ্ঞতা না থাকলে, এতবড় কথা উচ্চারণ করতে পারতেননা। আনন্দের কথা এই—আমরা সব হারালেও—'দয়াল' আমাদের জোটেই, দয়ালের কম্‌তি কখনো হয়নি।"

ডিপুটিবাবু একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের ওপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"আপনার ভাবটা বুঝতে পারলুমনা।"

—কেন—সত্য কথা নয় কি ? বরং কবে যে ওঁরা দয়া করে' বলে' দেবেন—"মৃত মা-বাপের শ্রাদ্ধ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য," সেই

---

* * * * He says himself—The message he is delivering is either the greatest ever transmitted to mankind, or it is the most appalling delusion.

I testify to that which I have seen and heard and know to be true.

সাইন্টিফিক্ বাণী শোনবার অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছি। যখন অতদূর পৌঁছেচেন—দেবেনই একদিন। ওঁরা না বল্‌লে বিশ্বাস করতে পারিনা যে!

তিনি একটু হেসে বোধ হয় মেনে নিলেন। আমিও আর কথা বাড়ালুমনা।

ডিপুটিবাবুর ঝোঁক ছিল গল্প শোনবার। পল্লীর প্রাচীন কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন। একদিন একটা বলেছিলুম, সেইদিন থেকে নিত্যই তাঁর অনুরোধ পেতুম।

বললেন—"নির্ম্মলবাবু, আজ আপনাকে এত বড় জিনিষটে শোনালুম—আপনার ত দৃষ্টি এড়িয়েই গিয়েছিলো, তার বদলে এমন একটি গল্প শোনাতে হবে—যাতে আপনাদের গ্রামের পূর্ব্বেকার ইতর-ভদ্র, ছেলে-বুড়ো দেখতে পাই।"

বললুম—"সেটা তাহলে গল্পের আইন-কানুন ছাড়িয়ে, পূর্ব্বের পল্লী-পরিচয়ে দাঁড়াবে—আর তার মধ্যে অনেক-কিছু ঢুকে পড়বে। সেটা ঠিক গল্প হবেনা।"

তিনি হেসে বল্লেন—"আপনার বলবার ধরণে সেটা যে গল্প হয়ে দাঁড়াবেই, সে ধারণা আমার হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি তো নিছক মিছে-গল্প শুনতে চাচ্ছিনা।"

বললুম,—"বেশ, তবে তামাকটা সেজে বসি।"

(১)

সেদিন ছিল শনিবার।

সকাল আন্দাজ ছ-টা হবে। বাড়ীর সামনে ছোট বাগানটাতে

পাইচারি করতে করতে দাঁতন করচি। পাড়ার একজন প্রৌঢ়া কলসী-কাঁখে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন; দেখি, একটি ছোট মেয়ে তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার দিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে' গেলেন।

মেয়েটি কে? কই কখনো ত' দেখিনি! শ্যাম বর্ণ, একখানি ডুরে কাপড় পরা, কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষকেশ কপালের ওপর ঢুলচে, বয়স হবে আট কি নয়, কিন্তু সঙ্কোচমাখা সুন্দর চোখ দুটির বিনম্রভাব বয়সটাকে যেন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে,—চোখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। অবাক্ হয়ে চেয়ে আছি, মেয়েটি বেড়ার ধারে এসে বললে—"আমি যে আপনার কাছে যাব।"

—এসনা,—ওই ওখান-দে এস।

মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পদদ্বয় স্পর্শ করে' মাথায় দিয়ে, উঠে বললে—"আমি বিন্দুবাসিনীতলার মাধব ঘোষের মেয়ে; আপনিই ত' আমার বাবার দাদাঠাকুর!"

হাসিমুখে বললুম, "হাঁ,—আমি তোমার বাবার দাদাঠাকুর, আবার দাদা-বাবুও। তোমার বাবা কেমন আছেন?"

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল; সে বললে—"আমার বাবার বড় অসুখ জ্যাঠামশাই, কাল ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, আজ আবার দীনেশ-কাকা ডাকতে গেছেন। বাবা আপনার পায়ের-ধুলো চেয়েছেন।"

শুনেই প্রাণটা দমে' গেল। মুখে বললুম—"ভয় কি, সেরে

যাবেন ; চল, তোমার সঙ্গেই আমি যাচ্চি,—চাদর খানা নিয়ে আসি।"

আমার স্ত্রী শুনে বললেন—"মেয়েটিকে বাড়ীর ভেতর আন্‌লেনা কেন ? হাতে কিছু দিতুম।"

—এর পর দিও বলে'ই চাদর নিয়ে বেরিয়ে এসে বললুম, "চল—তোমার নামটি কি মা ?"

—আমার নাম গৌরী।

আজ প্রায় বিশ বৎসর মাধবের সঙ্গে কোন সংস্রব না থাকলেও আমি কোন দিনই তাকে ভুলতে পারিনি। তার নামটি আজ আমার প্রাণে এই প্রভাতের পবিত্রতার মতই পরশ দিলে। প্রাণ যে তার কোন্ অদৃশ্য কক্ষে দুর্লভ স্মৃতিগুলিকে তাদের সত্যরূপ দিয়ে সসম্মানে অথচ গোপনে রাখে, তা বলতে পারিনা। আজ নাম মাত্রই মাধবকে যেন সর্ব্বাঙ্গে—শুধু অনুভব নয়,—উপভোগ করলুম।

(২)

মাধব ছিল গয়লার ছেলে। তার বাপের ছিল পাঁচ সাতটি গরু, আর নয়-দশ বিঘে ধান-জমি। তাইতেই তাদের বেশ চলে' যেত। ঐ এক-মাত্র ছেলেটিকে হীরু-ঘোষ পাঠশালে লেখা-পড়া শিখতে দেয়। মাধব পাঠশালের পড়া শেষ করলে ; কিন্তু তার পড়বার ইচ্ছা শেষ হলনা। হীরু নিজের জাতের অনেক কথা অনেক বিদ্রূপ স'য়ে তাদের কাছে বিনীত ভাবে মঞ্জুরী আদায় করে' আর বাবুদের অনুমতি নিয়ে, মাধবকে ইংরিজি ইস্কুলে পাঠায়।

মাধব আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। সে এল যেন ভদ্রলোকের ছেলেদের ভৃত্য, তাদের হুকুম তামিল করাই তার কাজ। কারুর পেন্‌সিল কি বই পড়ে' গেলে মাধব তা কুড়িয়ে দেয়, কারুর মার্ব্বল হারিয়ে গেলে কি দূরে গিয়ে পড়লে, মাধব তা খুঁজে আনে। কেউ তারে কিছু হুকুম করলে মাধব সেটা সৌভাগ্য বলে' নেয়। রোজ সকলের শ্লেট ধুয়ে দেওয়াই ছিল তার কাজ। আমি জানি—মার্ব্বল-খেলায় মাধবের টিপ্‌ ছিল খুব সুন্দর। পাঠশালে কোন ছেলে তাকে কোনদিন খাটাতে পারেনি; কিন্তু ইস্কুলে এসে পর্য্যন্ত যদি কেউ দয়া করে' তাকে নিয়ে খেল্‌ত—হেরে খাটাটাই ছিল তার কাজ! আমি খুব লক্ষ্য করে' দেখেছি বাবুদের ছেলেদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ইচ্ছে করে'ই সে হারতো—সব খেলাতেই!

ইস্কুলে প্রথম বছরটা তার কি নির্যাতনের মধ্যেই কেটেছিল! বোধ হয় কোন ছেলেই সে-অবস্থায় এতটা দিন টেঁকে থাকতে পারতোনা। একটা ভাল কথা, কি হুকুম পাবার জন্যে কিরূপ লালায়িত হ'ত, কি সঙ্কোচেই সে আড়ষ্ট থাকতো,—ভয়ে ভয়ে সরে' সরে' থাকতো পাছে কারুর গায়ে গা ঠ্যাকে, কি কাপড়ে কাপড় ঠ্যাকে! অজান্‌তে সামান্য স্পর্শেই তাকে শুনতে হ'তো —"এই বেটা গয়লার ছেলে—দেখতে পাস্‌না!"

আবার দয়াল পণ্ডিতমশাই তার সম্বন্ধে নিজের নামের বিপরীত অর্থটাই বরাবর বাহাল রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যে যা অভিযোগ করতো তিনি নির্ব্বিচারে তাকে শক্ত সাজা

মুক্ত-হস্তেই দিতেন। আমি তার হয়ে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর মুক্ত-হস্তের দান প্রায়ই পেতুম। তাতে মাধব যে কতটা কুণ্ঠা বোধ করত, আর আড়ালে আমাকে কাতর ভাবে বলত—"দাদাবাবু আপনার পায়ে পড়ি, আমার হ'য়ে কিছু বলবেননা, আপনাকে মারটাই আমাকে বড় বেশী লাগে।" তার সব-চেয়ে বড় গুণ ছিল—সে কখনো মিথ্যে কথা কইতে পারতনা। এ সাহস ও-বয়সের ছেলেদের মধ্যে খুবই বিরল ছিল। বরং মিছে কথা ক'য়ে মাষ্টারদের ঠকাতে পারলে ভারী একটা আনন্দ আর বাহাদুরী ছিল। একটা দিনের একটা কথা আজও ভুলতে পারিনি।"

নটবর খবর দিলে—বসাকের-বাগানে গোলাপজাম পেকেছে। যারা বাগান জমা নিয়েছে, দু-এক দিনের মধ্যে পেড়ে হগ্‌সাহেবের বাজারে পাঠাবে। আমাদের গ্রামের জিনিষ আমাদের চোখের সামনেদে বেরিয়ে যাবে আর আমরা হাঁ করে' চেয়ে থাকবো—এমনি আমরা অপদার্থ! আমরা কি কেবল গরুর মত গাছে ফুলধরা থেকে ফল পাকা পর্য্যন্ত দেখতেই আছি! ইত্যাদি—

নটবরের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বন্ধুবরেরা একবাক্যে রায় দিলে—তা হ'তেই পারেনা, তাতে গ্রামের বদ্‌নাম আছে,—শুনেছি, কর্ত্তারা ঐ বাগানেই মালিদের ছেকল দিয়ে—সাত-সাতটা নীচু গাছ নেড়া করে' বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওঃ—এক-একজনের জোর ছিল কত! শ্যাম জ্যাঠামশাই পাকা দু-কাঁদি মর্ত্তমান কলা দুহাতে ঝুলিয়ে নিম্‌তে থেকে এই চার

মাইল ছুটে এসেছিলেন—কোনো বেটা ধরতে পারেনি! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পশ্চাতে এত বড় সব tradition থাকায় তখনি পরামর্শ স্থির হয়ে গেল—সেইদিন সন্ধ্যার সময় গোলাপজাম পেড়ে আন্‌তেই হবে, তানাতো আমরা অপদার্থ—আমাদের মুখ দেখানো উচিত নয়।

একজন এ সংবাদও দিলে—বাগানের লোকেরা সন্ধ্যার সময় গঙ্গা দর্শনে যায়।

কথা হ'ল—কেহ দূরে, কেহ নিকটে পাহারায় থাক্‌বে, আর মাধব বেশ নিশ্চিন্তে গাছে উঠে ডাল-সমেত গোলাপজামের তোড়া ছুরি-দে কেটে কেটে তলায় ফেল্‌বে; নটবর আর কার্ত্তিক কুড়িয়ে হাতে হাতে চালান দেবে।

শুনে মাধব যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল। সে কাতর চোখে চেয়ে বল্‌লে,—"আপনারা আমাকে মাপ করুন, এ কাজটি আমি পারবনা, আমি গরীব ছোট-লোক, বাবুদের বাগানে ঢুক্‌তেই আমার পা ওঠেনা। আবার বাবার জ্বর দেখে এসেছি, সন্ধ্যের সময় আমাকেই আজ বাড়ী-বাড়ী দুধ দিতে যেতে হবে।"

সাহস করে' সে 'চুরি কর্‌তে পারবোনা' কথাটা মুখে আন্‌তে পার্‌লেনা,—সেইটাই ছিল তার প্রাণের কথা।

—পারবিনি! আচ্ছা বেটা! ছোটলোকেই ভাল পারে,—ঐ করে' খায়,—তাই বলা। তারা আবার কিনে খায় কবে! ভাল চাস্ ত' এখনো বল্‌ছি!

মাধব কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লে,—"আপনারা যখন যা বলেন তখুনি করি, কখনো কি না বলিচি! এ কাজটি আমি পারবনা— আমাকে মাপ করুন।"

—থাক্ থাক্, দেখ্‌চনা বেটা ধর্ম্ম-পুত্তুর! ছোট-লোকের বাড়্ দেখেচ। সেক্রেটারী অতুলবাবুই ত এইটি করলেন, দয়াল পণ্ডিত মশাই ঢের বারণ করেছিলেন।

—যা না বেটা কানা-গরু, এখানে আর কেন, দূর হ—

মাধব মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে ছিল, একবার কেবল অন্যের অলক্ষ্যে আধ-চাওয়া-গোছ আমার দিকে চাইতেই আমি ইসারায় যেতে বল্‌লুম। সে যেন ফাঁসির হুকুম পেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী চলে' গেল। সে কি করুণ দৃশ্য! তার সেই অবস্থাটা আমাকে ভারি আঘাত করতে লাগ্‌লো। কিন্তু তার হয়ে একটি কথাও কইতে পারিনি।

* * *

অভিযান বন্ধ রইলনা, কিন্তু সেটা সফলও হ'লনা— সুফলও দিলেনা। গোলাপজামগুলি বৃক্ষচ্যুত হ'য়ে ধরাশায়ী হ'ল বটে, কিন্তু বাগানের লোকেরা এসে পড়ায় একটিও হাতে এলনা। আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যত্র-তত্র পথ দেখ্‌তে হ'ল।

পর দিন বেলা ১১ টার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি গোলাপজাম ইস্কুলে এসে উপস্থিত হ'ল। যারা এনেছিল তারা কেঁদে জানালে, তাদের চাকরী ত' যাবেই, মাইনেও পাবেনা। দু-তিন জনকে

সনাক্তও কর্‌লে। হেডমাষ্টার, দয়াল পণ্ডিত মশায়ের উপর বিচারের ভার দিয়ে গেলেন।

রাতের-দেখা সনাক্ত মঞ্জুর হ'লনা। ক্লাসের সব ছেলেদের এক এক করে' জিজ্ঞাসা করা হ'ল, এ কাজ কে করেছে? সবাই একবাক্যে বল্‌লে—করেছে মাধব। সে-ই গাছে উঠে কেটে কেটে ফ্যালে, আমরা তার পরামর্শ-মত রাস্তায় ছিলুম, ইত্যাদি। কেবল হরিবিহারী আর আমি বলি—মাধব সে-দলেই ছিলনা; তার বাপের অসুখ ব'লে বাড়ী চলে গিছ্‌লো।

সওয়াল-জবাবের উল্লেখ অনাবশ্যক। মাধব নীরবে যে-মারটা খেলে, একটা জানোয়ারেও তা পার্‌তো বলে' মনে হয়না। স্কুলেই তার জ্বর এলো। মিথ্যা কথা ক'বার অজুহাতে হরিবিহারী আর আমি যা পেলুম তাতে জ্বরটা শুধু আসেনি।

এক-কুড়ি সেরা-সেরা ফল পণ্ডিত মশায় স্বহস্তে বেছে নিয়ে, বাগানের লোকদের বিদায় দিলেন। আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন,—তোমাদের কোনো ভয় নেই, বাবুদের কাছে ইস্কুল থেকে চিঠি পাঠাচ্ছি,—আর ফলের এই নমুনো রাখলুম,—দর জেনে ফাইনের ব্যবস্থা করাব।

তারা ফলের ঝুড়ি নিয়ে চলে' গেল। আর সেই বাছা বাছা উৎকৃষ্ট 'এককুড়িটা' দর-যাচাইয়ের জন্যে নটবরের-মারফত্‌ পণ্ডিত মশায় বাড়ী প্রস্থান করলে। সে-দিন তার ছুটি হয়ে গেল।

ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই অন্য ক্লাশে চলে' গেলেন।

আঘাতগুলোর জ্বালা তখনো জীর্ণ হয় নি। কানে পৌঁছুতে লাগ্‌লো, পণ্ডিত মশাই ছোট ছেলেদের জোর-গলায় পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে ; প্রবঞ্চনা করিয়া পরের দ্রব্য লইবেনা। অবিচার করা মহাপাপ। ইত্যাদি—

হরিবিহারীর চোখের জল তখনো হু-হু করে' পড়ছে, সে পিঠে হাত বুলোচ্ছিল—খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল! সবাই তার দিকে চেয়ে যোগ দিলে। আবার ভাব হয়ে গেল।

মাধব আরো দু'বছর ইস্কুলে পড়ে। তখন আর ভদ্র ছেলেদের তার উপর সে পূর্ব্বভাব ছিলনা। সে ব্যবহারে আর চরিত্র-গুণে সকলকে জয় করেছিল। বয়সের সঙ্গে বোধ হয় অনেকে তাকে চিনেওছিল।

সকলে যে চিনেছিল এমন কথা বলতে পারিনা। তার বিনীত আনুগত্য আর সুমধুর ব্যবহারকে কেহ কেহ অবশ্য-প্রাপ্য বলে'ই ভাবতো।

বাপ মারা যাওয়ায়—সংসার, দু'টি অবিবাহিতা ভগ্নী একেবারে তার মাথার ওপর এসে পড়ায়, সে ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ছাড়াটা তাকে যে কতখানি বেদনা দিয়েছিল, সে যে-দিন সকলের কাছে বিদায় নেয়, সেই দিন সবাই তা অনুভব করেছিল। সে যখন হাত জোড় করে' অবনত শিরে—অজ্ঞানে যে-সব অপরাধ হয়ে থাকবে তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে চোখের জল সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে দীনহীনের মত চলে' গেল,—সেই দিন আমরা—ভদ্রলোকের ছেলেরা, —ক্লাসে বসে'

স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম—ক্লাসটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার চরিত্র-মাধুর্য্যই আমাদের অনেককেই চরিত্র জিনিষটির মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল।

* * * *

তার পর দীর্ঘ দিন চলে' গেছে—বোধ হয় বিশ বাইশ বছর। সে বাপের কাজগুলি—চাষ-বাস, গরু-বাছুর দেখা, দুধ জোগানো প্রভৃতি মাথা পেতে নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে, ভগ্নী দু'টির বিবাহ দিয়েছে, নিজেও সংসারী হয়েছে। সংসারও বেড়েছে।—তার শ্রমের বিরাম নেই, ছুটি নেই; বোধ হয় সে-বেশে সে দেখা কর্‌তে লজ্জাও বোধ করে, তাই বড় একটা দেখাও হয়না। সে সকাল-সন্ধ্যা কাজে ব্যস্ত,—আমরা উদয়াস্ত চাকরির পশ্চাতে! দু'তিন মাসে একবার দেখা হ'লে, সেও পূর্ব্বের মত অবাধে কথা কইতে পারেনা।

ভগ্নী দু'টির বিবাহে সে দীনের মত এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে বন্ধুর মত সব কাজের ভার নি। তাতে সে কি উৎসাহই পেয়েছিল! সে-যে আমাদের নিয়ে কি কর্‌বে তা ভেবেই পায়না। কি অমায়িক কুণ্ঠামিশ্রিত হাসি!

মধ্যে মধ্যে বাংলা কি ইংরাজী বই চাইতে আস্‌তো। তাকে পেলে ছাড়তে ইচ্ছা হ'তনা কিন্তু তার কাজে ফুরশৎ কোথায়! 'নরোত্তম চরিত' আর 'The Imitation of Christ' বই দু'খানার সুখ্যাতি তার মুখে ধরতনা। তাই ও-দু'খানা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছিলুম—সে কণ্ঠস্থ করেছিল। দেখা-শোনার

দূরত্ব তাকে কি দূরে ফেলতে পারে! সে-যে আদর্শের মত হয়ে হৃদয় অধিকার করে ছিল! তার পর ত অনেক বড়বাবু, বড় ধনী, বড় বিদ্বান, বড় গুণী দেখেছি—অনেক বড় কথা শুনেছি, কিন্তু তথা-কথিত এই ছোট লোকটির সেই ছোট ছোট বিনীত ব্যবহারগুলির দুর্লভ দীনতার পশ্চাতে কি-যে একটা পবিত্র মাধুর্য্য ছিল—যার শীতল-সৌন্দর্য্য বড়-বড়র মধ্যে মেলেনি।

(৩)

মাধব মুখে একটু হাসি এনে বললে—"আমি জানি, দাদাবাবু আমাকে পায়ের ধুলো দেবেনই।"

বললুম—"ব্যাপার কি মাধব, কি হয়েছে, অসুখটা কি?"

সেই ভাবেই হাসিমুখে, খুব নীচু গলায় মাধব বললে—"এবার বিদেয় নেবার অসুখ দাদাবাবু, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। জীবনের আরম্ভকালে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমার জন্যে অনেক নির্যাতন স্ব-ইচ্ছায় সয়েছিলেন, এখন বিদায়-বেলায় আপনি বই আর কে সইবে দাদাবাবু!"

সেই মধুর কণ্ঠ, সেই সুমধুর কথা! কিন্তু আজ তা শুনে আগের মত উপভোগ করতে পারলুমনা,—প্রাণটা সহসা ব্যথায় ভরে' উঠ্লো। বললুম—"এ-সব তুমি কেন বলচো মাধব,—তুমি নিজে ত আমাকে কখনো ব্যথা দাওনি ভাই,—"

এইবার মাধবের দুই চক্ষু জলে ভরে' এলো,—সে সাম্লে নিয়ে বললে—"সে যে অনেক কথা দাদাবাবু, আপনার আপিসের বেলা হয়ে যাবে।" পরে নিমেষ মাত্র নীরব থেকে বল্লে—

"কিন্তু এর-পরের জন্যে রাখ্‌লে, আমার বেলাও যে ফুরিয়ে যাবে ! আচ্ছা আমার কথা থাক, দীনেশের কথাটা আপনাকে না বললে ত' নয় দাদাবাবু !"

—কে দীনেশ ?

—আমাদের লক্ষ্মীদিদির ছেলে বললে বুঝতে পারবেন কি ? ও পাড়ার হরলাল চাটুয্যে মশায়ের বিধবা পত্নী—লক্ষ্মীদিদি। আমাদের বাঁড়ুয্যে মশাইদের বাড়ীর মেয়ে। বিধবা হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন, বড় কষ্ট। ঐ দীনেশ ছেলেটিই তাঁর আশা-ভরসা। ছেলেটি বড় ভাল।

—এইবার সে এণ্ট্রেন্স্ দেবে। পূর্ণবাবু বলেছেন, পাস হ'লেই তিনি পোষ্ট আপিসে ৩০৲ টাকায় নিয়ে নেবেন। দিদি বড় দুঃখ-কষ্টে মানুষ করছেন—পাস্ সে হবেই দাদাবাবু।

একটু থেমে মাধব বললে,—"এইবার আর একটু কষ্ট দেব,—আমার শক্তি নেই। দোরের মাথায় ঐ যে হাঁড়ি ক'টা আছে তার বাঁ দিকের নীচের হাঁড়িটা পাড়তে হবে দাদাবাবু,—একটু ভারি ঠেকবে।"

একটু নয়—বেশ ভারি ; পেড়ে দেখি—টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানি, পয়সা আর আধ্‌লায় আধহাঁড়ি হবে।

আমি অবাক্ হয়ে মাধবের মুখের দিকে চাইলুম। সে তার সেই পাণ্ডুর মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে বললে,—"অনটনের সংসার, কিছু রাখা ত' সম্ভবই নয়, এটা না রাখলে নয়—তাই যখন যা পেরেছি চোখ-কান বুজে ঐতে ফেলেছি,—ওতে আধ্‌লাও

পাবেন। ঐ আমার আট নয় মাসের সঞ্চয়! কত হয়েছে তাও জানিনা, আমার চাই অন্ততঃ কুড়িটি টাকা।"

আমি গুণতে আরম্ভ করে' দিয়েছিলুম। শেষ হলে বললুম—"প্রায় ২৩৲ টাকা হয়েছে।"

উত্তেজিত আগ্রহে 'প্রায় ২৩ টাকা হয়েছে' বলবার সঙ্গে সঙ্গে কি-যে একটা আনন্দপ্রবাহ তার চোখে-মুখে তরঙ্গিত হয়ে গেল, তা প্রকাশ করা যায়না। তার পরেই সে চোখ বুজলে,—দুটি চোখের বাইরের কোণ দিয়ে দুটি ধারা গড়িয়ে পড়লো!

তার পর শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল করে' বললে—"পায়ের ধুলোর পরেই—এই হাঁড়িটির ভার দেবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। ঐ যা আছে ওরি মধ্যে দীনেশের এণ্ট্রেন্স দেবার ফি আর পরীক্ষার ক'দিন তার কলকেতায় থাকবার ব্যবস্থাদি আপনাকে করে' দিতে হবে। কম পড়ে তো—আপনাকে আর কি বলব দাদাবাবু,—আমার আর তো কিছু নেই।"

আমার কথা সরছিলনা,—চেষ্টা করে' বললুম—"কম ত' পড়বেইনা ভাই, বরং কিছু বাঁচবে! কিন্তু আমি বলি কি—পরীক্ষার এখনো দু-তিন মাস বিলম্ব আছে—সম্প্রতি— "

মাধব কাতরভাবে বাধা দিয়ে বললে—"না দাদাবাবু, ও-আজ্ঞে করবেননা! আমাদের বাক্স-প্যাটরা, লোহার সিন্দুক—সবই ওই হাঁড়ি। যে টানাটানির সংসার—আজই এক সময় সব হাঁড়িকুঁড়ি ওট্‌কাবে। আজ আট নয় মাস সংসারকে বঞ্চিত করে' অনেক চেষ্টায় ওই যা হয়েছে, ও-থেকে

ওষুধে ডাক্তারে দিলে—আমি তো মরবই দাদাবাবু, কিন্তু বড় অশান্তিতে ছটফট্ করে' মরবো !"

—না মাধব—ও আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমার ইচ্ছামতই খরচ হবে !

—আঃ, ও-সম্বন্ধে আমি এখন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হলুম। ও-কাজটি আপনার মত আর কে পারত ! আপনাকে দেবতা বলে' জানি, আর একটি কথা যদি দয়া করে' বলে' দেন,—আমি বল পাই, সম্পূর্ণ শান্তিতে মরতে পারি। আমি মুখ্খু গয়লা, এ-জন্মে কিছু দেখা-শোনার সুযোগ হ'লনা। ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা শোনাই রইল, কি করে' সকলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে এই ধান্ধায় শয্যা ত্যাগ থেকে শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত চিন্তা আর পরিশ্রমে জীবনটা কেটেছে। শ্রান্ত শরীর শয্যায় পড়লেই রাতটা নিদ্রায় কেটে যেতো।—'তোমার সংসারে তুমি আমাকে চাকর রেখেছ, তোমার ইচ্ছামত তুমি আমাকে চালিয়ে নিয়ো, —শক্তি দিয়ো। অপরাধ থেকে রক্ষা ক'রো।' এইরূপ একটা মূর্খের মন-গড়া প্রার্থনা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম ! আজ যাত্রা-শেষে তাঁর সংসার তাঁর হাতে দেবার সময় মনটা এক-একবার নড়ে উঠছে—দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে—কষ্ট দিচ্ছে। হাঁ দাদাবাবু, চাকর থাকলে, মনিব একটু নিশ্চিন্ত থাকেন। সে গেলে তিনি নিজে না-দেখে কি থাকতে পারেন ?—সব ত তাঁর ? চাকরের দেখার চেয়ে ঢের বেশী দেখবেন। তিনি ত' শুধু মালিক নন্—তিনি অনাথনাথ,—নয় কি দাদাবাবু ?

তার পরই ম্লান হাসির সঙ্গে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—“ভেবে আর কি করব !”

মনটা দমে ত' গিছ্‌লই,—বুঝলুম, মাধব মস্ত একটা অশান্তি ভোগ করছে,—প্রাণটাও বেদনা-চঞ্চল হয়ে উঠলো ! জোর করে' বললুম,—“যে আজীবন সত্যকে ধরে' চলেছে—তিনি নিজে তাকে ধরে' থাকেন, তার ধারণা কখন মিথ্যা হয়না ভাই ! তুমি যা ঠাউরেছ, তার চেয়ে সত্য আর নেই, এই আমার বিশ্বাস। এর বেশী আমি বুঝিনা—তোমার ভাবনা আসছে কেন ?”

মাধব কেঁদে ফেললে ! বললে—“বড় অপরাধ হয়ে গেছে দাদাবাবু ! আমার মাথা ঠিক থাকচেনা, সেই আমাকে ডোবাচ্ছিল। আর নয়—আর হবেনা—” বলেই সে তার শীর্ণ হাত দুটি একত্র করে' কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজ্‌লে। দুই চক্ষে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিন মিনিট শ্বাস নেই ! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম।

সেই একটি নমস্কারে বোধ হয় সে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শেষ করলে, আর একটা ঝড়ের মত নিশ্বাসে বাইরের সব-কিছু হটিয়ে দিলে,—তারপর আঃ—বলে চোখ খুলে আমার দিকে হাসি মুখে চেয়ে বললে—“এইবার মন খুলে পায়ের ধূলোটা দিয়ে যান, আফিসের বেলা হ'ল।”

সে কি প্রফুল্ল মুখ ! চোখের সামনে যেন পদ্মের বিকাশ দেখলুম। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলুমনা। মিনিট দুই কেটে গেল। সে-ই কথা কইলে,—কাল রবিবার, না,—পারেন ত'

এদের একবার—এই পর্য্যন্ত বলেই হাসিমুখে বললে,—"ছিঃ, অভ্যাস কি মলেও যাবেনা দাদাবাবু! তা আপনাদের হাত দিয়েই ত' তাঁর দেখা দেখি।"

বললুম—"মাধব, এ-সব তুমি কি বোকচো, তোমার এমন কি হয়েছে? সে তো একদিন সকলেরই আছে,—তোমার ত' ভাই ৯ বিঘে ধান জমি রয়েছে,—ভাতের ভাবনা নেই।"—আমার কথা অসমাপ্ত রইল!

"সে আর নেই দাদাবাবু" বলে' আমার মুখের ওপর চেয়ে একটু জোরে হাসতে গিয়ে তার কাশি এল, ঘুরে ওপাশ ফিরলে,—কি খানিকটে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বিছানাতেই ফর্শা ন্যাক্ড়া ছিল, তাইতে মুখ মুছে, সেটা চাপা দিলে।

একটু আগে দীনেশ ওষুধ খাওয়াতে আসে, মাধব তাকে বলেছিল—'বাবা—ওষুধ আর আমাকে দিস্‌নি,—গঙ্গাজল দিলেই বেশী উপকার হবে।' সে ক্ষুণ্ণ হচ্চে দেখে বলে,—'আচ্ছা দাও। আর দেখো বাবা—বাড়ীতে খোঁজটা নাও, চাটুয্যে মশায়ের ছেলের দুধটা গেছে কি না। খোকার দুধটা যেন সকাল সকাল যায়—ভুল না হয়।'

ভাবলুম, ওষুধটা উঠে গেল,—আমি বসে' রয়েছি—তাই কু-দৃশ্যটা চাপা দিলে।

একটু পরে বললুম—"সে আর নেই কি রকম?"

—সেই জমিটে?

দেখি, মাধব চোখ বুজে সামলাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই বললে—"পরে শুনবেন দাদাবাবু!"

বুঝলুম সে কষ্ট বোধ করচে—এখন তাকে প্রশ্ন করাটা ভাল হয়নি। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—"আমি এখন চললুম মাধব, তুমি একটু স্থির হয়ে শোও ভাই, বড় বেশী কথা কওয়ানো হয়েচে—কাজটা ভাল হয়নি। আমি সন্ধ্যার সময় না-হয় কাল সক্কালেই আসবো'খন।"

মাধব ক্ষীণ স্বরে বল্লে—সে" যা হয় করবেন—এখন ত' পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিয়ে যান, আমি যে নিতে পাচ্ছিনা দাদাবাবু!"

তার ওই শেষের কাতর কথা কয়টি আমার হৃদয়ে যেন আসন্ন বিপদের ছায়ার মত এসে পড়লো। এতক্ষণ আমি তার কথাগুলির মধ্যে অবসাদ-মাখা নৈরাশ্যের সান্ধ্য-সুর পেয়ে ব্যথা বোধই করছিলুম, তার পশ্চাতে যে বিদায়ের আয়োজন বিপুল হয়ে উঠেছে—সেটা একবারও মনে উদয় হয়নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম, সে চোখ বুজেই বললে—"কই দাদাবাবু!"

আমি যন্ত্রের মত "এই যে ভাই" বলে' ভগবানকে স্মরণ করে' তাড়াতাড়ি তার মাথায় পায়ের ধূলো দিলুম। আমার রুদ্ধ শ্বাসটা পোড়লো, সে বোধ করি জানতে পারলে, তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখলুম, কিন্তু আর সে কথা কইলে-

না! আমারো কিছু জোগালোনা। ব্যথাভরা বুকে ধীরে ধীরে দাওয়ায় পা দিতেই বিপদশঙ্কিতা কম্পিতহৃদয়া—সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্তিমতী দীনতার মত মলিনাঞ্চলখানি গলায় দিয়ে গৌরীর মা আমার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে প্রায় লুটিয়েই পোড়লো,—দেহ তার হতাশ-শিথিল হয়ে গেছে!

(৪)

রাস্তায় হরিবিহারীর সঙ্গে দেখা।

হরিবিহারী আমাদের সহপাঠী ছিল। সেও মাধবদের জাত, বোধ হয় দূরসম্পর্কও আছে। তারা ২।৩ পুরুষ জমিদার, তাই গ্রামের সকলের সঙ্গে তাদের মেলামেশা সহজ ভাবেই চলে। হরিবিহারীর স্বভাব বরাবরই নিরীহ আর পরোপকার-পরায়ণ।

"হাতে হাঁড়ি যে,—বিদেয় নাকি!" বলে' সে হাসলে।

আমার হাসবার মত মনের অবস্থা ছিলনা, বললুম—"বিদেয় বটে,—মাধব দিলে।"

"মাধবকে দেখ্‌তে গিছ্‌লে নাকি,—কেমন দেখ্‌লে,—সে আছে কেমন?"

—অসুখ ত' বটেই, কিন্তু তার অতটা হতাশ হবার মত কিছু তো দেখলুমনা। তবে বোধ হ'ল যেন তার ভেতরে কি

একটা কঠিন অসুখ আছে, যার ব্যথা তার মর্ম্মে পৌঁছে গেছে—তার উদ্যম উৎসাহ, আশা ভরসা একেবারে মুছে দিয়েছে।

—তোমাকে কিছু বল্‌লে?

—না।

—তুমি কিছু শোননি?

—না।

সে অনেক কথা। তার পরিবার কামিনী—আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে, আমার সঙ্গে কথা কয়,—সে-ই আমাকে ডেকে পাঠায়, তা না ত' তার অসুখের খবরও পেতুমনা। যাক্‌—গুপী-দত্তকে চেন ত'—যিনি আজ তিন বছর হ'ল আমাদের গ্রামে এসে বাস করেচেন? ওঁর জন্ম কেটেচে জমিদারী সেরেস্তায়। সেরেস্তার একটি দক্ষ দানব। মজিলপুর মজিয়ে আমাদের গ্রামে এসে নতুন করে' গজিয়ে উঠেচেন। এই তিন বচরের মধ্যেই মামলা-মকর্দ্দমা শতকরা ষাটে পৌঁছে দেছেন। আমাদের ৭।৮ জন প্রজার ১৭ বিঘে ধান-জমি সাফ উড়িয়ে নেছেন। তারা নাকি টাকা ধার নিচ্ছ্‌লো। তারা বলে, ওঁকে চিনিইনা! আমাদের সেরেস্তার রামহরি সরকার বলে—এখনও ওঁর পরিচয় পান-নি—সবুর করুন! ঐ দত্তটি ব্রজপুরের বাবুদের সত্ত্বকত্ত্ব রেখে আসেননি। জালে অমন সিদ্ধহস্ত কাল কলিতে জন্মায়নি! কোথাও আবির্ভাবের এক সপ্তাহ মধ্যে উনি লোক চেনাটা সেরে ফেলেন। দেখেন উনি দুটি জিনিষ,—

কারা ভাল মানুষ,—তাদের উনি কোন একটি স্বনামখ্যাত পশু বলে'ই জানেন। আর দেখেন—সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের কে কে খুব কষ্টে দিনপাত করচে; তাদের উনি সহানুভূতি দেখিয়ে আপনার-জন করে' নেন—কখন কিছু সাহায্যও করেন। অর্থাৎ মুঠোর মধ্যে করেন। তাঁরাই ওঁর কার্য্যাদির সাফাই গান, সাক্ষী হন,—অপরের সাক্ষী দিইয়ে তাঁদের কিছু কিছু পাইয়েও দেন।

—সকালে গুপী দত্তর কথা কেন?

—বল্‌ছি। মাধকে আর মারলে কে? আজ দশ দিনের কথা—মাধব একখানা রেজেষ্ট্রি-করা চিঠি পায়। খুলে দেখে—গুপী দত্তর উকীল উমেশ বাবু লিখেচেন,—আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত গুপীনাথ দত্তের নিকট তুমি হ্যাণ্ড্-নোটে যে ৩৫০৲ টাকা দু' বছর সাত মাস পূর্ব্বে কর্জ্জ নিয়েছিলে, সে টাকা মায় সুদ যেন আজ হইতে সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। নচেৎ আজ হইতে এক সপ্তাহ অন্তে তোমার নামে আদালতে নালিশ রুজু করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে আমার মক্কেল বাধ্য হইবে। ইত্যাদি—

মাধব ভেবেছিল—চিঠিখানা ভুলক্রমে তার কাছে এসেছে, এ-মাধব আর কেউ হবে। দু-দিন আগে তার জ্বর হয়েছিল। জরুরী জিনিষ ভেবে সেই রাতেই জ্বর-গায়ে সে উমেশ বাবুর সঙ্গে দেখা করে' বলে—এ পত্রখানা বোধ হয় ভুলে তার কাছে গিয়ে পড়েছে, তাই সে দিতে এসেছে। গুপী বাবুকে সে এক

বার মাত্র দেখেছে, তখন সে তাঁর নামও জানতনা। তিনি তার লক্ষ্মী বলে' যে গাইটি ৬॥০ সের দুধ দেয়, সেইটি কিছু দিয়ে নিতে চান। তাতে সে হাত জোড় করে' বলে,—"আমি অতি গরীব গয়লা, ঐটির কৃপায় কোন প্রকারে চলে' যায়—আমাকে ক্ষমা করুন বাবু!—

তিনি তাতে "বেশ বেশ—লক্ষ্মীকে রাখাই তো পুরুষার্থ হে!" এই বলে' চলে' যান। আমি ভদ্র লোকের কথা রাখতে না পেরে আর তাঁর কথার ভাব বুঝতে না পেরে মনটায় বড় অস্বস্তি বোধ করেছিলুম। তারপর তাঁর সঙ্গে আর কখনো কথা হয়নি,—দূরে দূরেই তাঁকে দেখেছি।

উমেশ উকীল মাধবকে জানতেন। তিনি বলেন—"তুমি দেখছি আর সে-মাধব নেই! তোমার সঙ্গে গুপীনাথ দত্ত মশায়ের যদি আর দেখাই না হয়ে থাকে ত' তোমার এই হ্যাণ্ডনোটখানা তাঁকে দিয়েছিলো কে, আর টাকাটাই বা তুমি কার হাত থেকে নিয়েছিলে।" এই বলে' তিনি মাধবের হ্যাণ্ডনোটখানা দেরাজ থেকে বার করে' মাধবকে দেখতে দিয়ে বললেন—"এ লেখা কার,—সইটে কার?"

মাধব সাগ্রহে দেখতে গিয়ে সহসা যেন ধাক্কা খায়। সাক্ষীরূপে ভগবতী চাটুয্যে মশাই সই করেছেন দেখে চমকে ওঠে। তার মুখের বর্ণটা মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উমেশ বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়ে বিমূঢ়ের মত মাথা নীচু করে' থাকে। উমেশ বাবু বলেন—"এখন

কি বল ? এ হ্যাণ্ডনোট্ কি তোমার নয় ?" মাধব কাতরতা-মিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বলে—"না বলবার তো যো নেই উকীল বাবু !"

—তবে কি এ হ্যাণ্ডনোট্ তোমার নয় ?

—নয় ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-কথা ত' আপনিও বিশ্বাস করতে পারবেননা, উকীল বাবু !

এইবার তিনি স্বর বদলে বললেন—"এ কুবুদ্ধি তোমায় কে দিলে ? ও-সব ফন্দি ছাড়—বিপদে পড়বে, বুঝলে—"

—যে আজ্ঞে, ছাড়লুম।

—হ্যাঁ, আদালতে ও-সব টেঁ্যাকেনা, বুঝলে। ধর্ম্মের চোখে ধুলো দেওয়া যায়না। তা যদি হ'ত ত' ধর্ম্ম এতদিন ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যেত। তোমার মত অনেকে অনেক চেষ্টা করেচে আর করেও, তাতে বাধা দিয়ে ধর্ম্মকে রক্ষা করবার তরেই আদালত আছে, আর আমরা আছি,—বুঝলে।

মাধবের ও-সব কোন কথাতেই কান ছিলনা। উমেশ বাবু বলে' চললেন,—তুমি গ্রামের লোক, ভাল লোক বলে'ও জানতুম —কারুর কুপরামর্শে পড়েছ দেখছি। যাক্,—টাকা যোগাড় করতে যদি না পার ত' যা বলি তাই করগে, সুবিধে হ'লেও হ'তে পারে। গুপী বাবু মহাশয় লোক—তাঁর কাছে গিয়ে দুখ্খু জানালেই কাজ হবে বলে' আমার বিশ্বাস। কিছু ধান জমি আছে না ?

—আজ্ঞে—৯ বিঘে।

—তাতে তো অর্দ্ধেকও হয়না হে। আচ্ছা যাও দিকি একবার, তিনি তেমন লোক নন, হাতে-পায়ে ধর্‌লে,—বুঝলে? যাও—গ্রামের লোক তুমি—না হয় আধঘণ্টার মধ্যে আমিও উপস্থিত হচ্ছি, দেখি সুদটো যাতে—বুঝলে? যাও,—হরে গয়লা-বেটা নিছক্ খাঁটি জল খাওয়াচ্ছে হে! মোটা হচ্ছি কি ড্রপ্‌সি দাঁড়ালো, বুঝতে পারচিনা। তোমাদের জাতের উপকার করাই ভুল, তবে শুনেছি তুমি ভাল লোক,—দেখি।—আচ্ছা, আগে গুপী বাবুর কাছে যাও ত', সংসারে নিজের কাজ আগে—শুভস্য শীঘ্রং—বুঝলে,—

মাধব অতিষ্ঠ হ'য়ে শুন্‌ছিল, জ্বরটাও যাতনা দিচ্ছিল, সে প্রণাম ক'রে, টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে বাঁচে।

* * * *

হরিবিহারী বলে' চল্‌লো—

আমাদের বাল্যবন্ধু রামরায়—উমেশ উকীলের ক্লার্ক (মুন্সি) কি না,সে তখন উপস্থিত ছিল। জানই ত' সে নকুলে লোক—আমাকে "শোন শোন, বিদুর-দুর্য্যোধন সংবাদটা শুনে যাও" বলে' ডেকে সমস্ত কথা-বার্ত্তা যেমন যেমন হয়েছিল, অভিনয়ের মত করে' শুনিয়ে শেষ বল্‌লে—মাধবের ও ন-বিঘে ত' গেছেই—আবার সুদের বদলে দুধ চাই, ওর লক্ষ্মী বলে' গরুটাও গিল্‌বে! আমার হাতে ভাই অনেক কাগজ আসে, কিন্তু অন্যের লেখার

এমন নিখুঁৎ নমুনো কখনো নজরে পড়েনি! তায় গুপীর দৌলতে উকীল বাবুর এখন যথেষ্ট 'রূপী' আস্‌ছে, দু'জনে হরিহরাত্মা। কোন উপায়ই ত' দেখিনা ভাই।"

—যাক্‌, রামরায় যা যা ব'লেছিল ঠিক্ তার কথাগুলিই তোমাকে বলেছি। বাদ গেছে কেবল তার ভাবভঙ্গী আর কণ্ঠস্বর।

বললাম—"মাধব উমেশ বাবুর পরামর্শ-মত গুপীদত্তর কাছে গিয়েছিল?"

"তুমি কি মাধবের প্রকৃতি জাননা! সে ওই কদর্য্য প্রস্তাব শুনে, অতবড় মিথ্যাটা মাথা পেতে নিতে যেতে পারে? তার চেয়ে সে মরণটাই বরণ ক'রে নিলে দেখ্‌ছি।" এই ব'লে হরিবিহারী উদাস ভাবে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে।

বল্‌লে—"জ্বর নিয়ে বেরিয়েছিল রাত ৮টা আন্দাজ, যখন উমেশ বাবুর বাড়ী থেকে ফেরে, তখন জ্বর অনেক বেড়ে গেছে। চৌধুরীপাড়া পেরুতে পারেনি, পোলটার উপর শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যের আগে ঝড়-বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল, সব ভিজে ছিল, জোলো-হাওয়াও দিচ্ছিল। রা'ত হওয়ায় দীনেশকে বলে' পাঠানয় সে খুঁজতে যায়। যখন বাড়ী আনলে, তখন ১২টা বেজে গেছে। মাধবের ভাল সংজ্ঞা ছিলনা, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন,—কথার মধ্যে—'না না' 'চাটুয্যে মশাই—'তা হ'তেই পারেনা'; কখনো—'ব্রাহ্মণ—অত বড় পবিত্র বংশ';—কখনো—'আহা, বড কষ্টেই পড়ে' থাকবেন'; কখনো বা—'বড় অভাবেই করে'

থাকবেন ;' কখনো 'তা'তে কি হয়েছে, ব্রাহ্মণ দেবতা—অভাব যে বুঝি গো, সেই তো মানুষকে ভুল করায়।'—'কামিনি, খবরদার তাঁর ছেলের দুধ না বন্ধ হয়, সকাল সকাল পাঠিয়ে দিও। ওটা অভাবেতে করিয়েচে—অভাবেতে। ওঁর দোষ নেই।' 'উনি করতেই পারেননা—ব্রাহ্মণ যে' ;—সারারাত এই সব অসংলগ্ন কথাই বার বার ক'য়েছিল। সকালে ঘুমিয়ে পড়ে, জ্বর কমে' যায়।—

সাত দিনের দিন ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে ব'ল্লেন,—"ডবল-নিউমোনিয়া। কাল থেকে রক্তও দেখা দিয়েছে।"

শুনে চম্‌কে উঠ্‌লুম, প্রাণটা অবলম্বন খুঁজে পেলেনা—হায় হায় করে' উঠ্‌লো। বুঝ্‌লুম—সে "কু-দৃশ্য" চাপা দেয়-নি ; —আমি না বেদনা-বিচলিত হই, তাই কালের জরুরি ডাকের রক্ত-লিপিখানা ঢাকা দিয়েছিল !

বল্লুম—"হরিবিহারী তুমি ভাই মাধবের কাছ থেকে আর নোড়োনা, আমি এলে তোমার ছুটি। আমার দুর্ভাগ্য, এমন একটা কাজ ফেলে এসেছি আমাকে আপিসে যেতেই হবে, ভাই! তা ছাড়া চাবিও আমার হাতে ;—তুমি গিয়েই মহেন্দ্র ডাক্তার মশাইকে আনতে দীনেশকে পাঠিয়ে দেবে, রাজকুমার বাবুরও থাকা চাই, খরচ সব আমার।

বেশ—তাই হবে। কেবল বলে' যাও হাঁড়িটাতে কি ?

বল্লুম। শুনে ম্লান-হাসির সঙ্গে একটা নিশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে—"জানো ওর জন্যে সে কি কাণ্ড করেছে! কাপড়,

কপি, কড়াইশুঁটি, আঁব, পান, ইলিসমাছ এ-সব থেকে ও-বাড়ী আজ প্রায় এক-বৎসর বঞ্চিত। গয়লায় বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা দুধ খায়-নি,—ওই দীনেশ ছেলেটির এণ্ট্রেন্স্ দেবার খরচ সঞ্চয়ের জন্যে,—ওর লক্ষ্মী-দিদির দুঃখ দূর হবার আশায়!”

পাঁচ দিন আগেও জানতে পেলুমনা! অসহায় বালকের মত হাত-পা আছড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল, বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বল্লুম—“হরিবিহারী, আর শোনাস্নি ভাই, মাধব যাতে বাঁচে, তাই কর। মহেন্দ্র ডাক্তার যা বল্বেন—ঠিক ঠিক তাই করা চাই—খরচ যতই হোক্। আমার ফির্তে সন্ধ্যে—”

(৫)

তখন কুটীর-পানসীর চলন কমে গেছে। আমাদের গঙ্গা পার হয়ে, বালী থেকে ট্রেণে কল্কাতায় যাতায়াত কর্তে হয়। মেঘনাদ-মাঝি আমাদের পারাপার করে। খালের একটা মেটে ঘাটে আমরা উঠতুম নাবতুম। ট্রেণের টাইম বুঝে দুবেলাই নৌকো ছাড়া হ'ত,—এমন দু'তিন বার। আমরা ছিলুম মাসিক বন্দোবস্তের যাত্রী,—অপর কারুর কাজ পড়লে, তাঁরাও আস্তেন-যেতেন—মানা ছিলনা। কোন কোন দিন বাঁধাব্যবস্থার বাবুরা তাতে বিরক্ত হ'তেন,—বিশেষ করে' আপিস যাবার সময়,—বেশী বোঝাই হ'লে পাছে বেলা হয়, ট্রেণ মিস্ হয়। মেঘনাদ তখন

হাত জোড় করে' ধীরে ধীরে বল্‌তো—"কোথায় এখন ঘুরে বেড়াবেন, কষ্টে পড়বেন, কাজের ক্ষেতি হয়ে যাবে,—আস্‌তে দিন বাবু, আমি খেটে পৌঁছে দেব'খন।" পয়সার লোভে নয়,—পয়সা সে কারুর কাছেই চাইতে পার্‌তোনা,—আসল কথা সে কা'রেও ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারতোনা। "না" ব'ল্‌তে পার্‌তো-না।

মেঘনাদ জাতে মালা হ'লেও মালাদের মত তার কোন-খানটাই ছিলনা। তার স্বভাব-চরিত্র কথা-বার্ত্তা ব্যবহার-বিনয় লক্ষ্য কর্‌লে আশ্চর্য্য হ'তে হ'ত। কোন নেশাই তার ছিলনা। গভীর-রাত্রে বা যে-কোন সময় তাকে ডাকৃলে সে বিরক্ত হতনা—পার করে' দিত, কখনো বোল্‌তোনা—'কি দেবেন?' ফল-কথা, সেই নিরক্ষর মালার মধ্যে যে-সব সদ্‌গুণ লক্ষ্য করেছি, শিক্ষিত ভদ্রের মধ্যে তা বিরল। তাই সে-সম্বন্ধে মেঘনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখবার আমার একটা ভারি কৌতূহল ছিল,—এতটা বৈশিষ্ট্য তাতে কোথা হ'তে এলো,—নিশ্চয় সে কোন শক্তিমান গুরু পেয়ে থাকৃবে। কিন্তু কথাটা পাড়বার আর আমার স্থযোগ ঘটতনা, ইচ্ছাটাই থেকে যেত।

আজ শনিবার, আফিস থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে কিছু বেদানা, আঙ্গুর আর আপেল নিয়ে, ৪॥০টের ট্রেণ ধর্‌লুম। মহেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই আশা দিয়ে গেছেন—এতক্ষণ তাঁর ওষুধ বোধ হয় তিন-দাগ পড়ে গেছে!

খালধারে পৌঁছে দেখি, মেঘনাদ নৌকা নিয়ে হাজির আছে।

আমার আগেই কে-দু'জন নৌকোয় উঠে বাইরে গলুয়ের দিকে বসেছে।

নৌকোয় পা দিয়েই চম্‌কে গেলুম!

ভগবতী চাটুয্যে মশাই বল্‌লেন—"এই যে নির্ম্মল—ভাল আছ বাবা, বাড়ীর সব ভাল?"

সেই চিরপরিচিত সদ্বংশসুলভ সরল অমায়িক সহজ সুর! কেবল চক্ষু দুটি বোধ হ'ল কলুষনত। ঘৃণা আমার ভেতর থেকে ঘুলিয়ে উঠেছিল, সেটা মুখে-চোখে পৌছবার পূর্ব্বেই—"আজ্ঞে ভালই আছি, বাড়ীর সব ভাল;—ভেতরে এ'সে বসুন না," বল্‌তে বল্‌তে হালের দিকে নৌকার ছইয়ের উপরে গিয়ে বস্‌লুম।

"না—এইখানেই আমরা বেশ আছি বাবা, দেরী ত' হবেই, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিতে পারবো।"

আমার শনিবার-সোমবার ছিলনা, স-ছটার ট্রেণেই আসতুম! মেঘনাদের দিকে চাইতে সে বললে—"আজ পাঁচটা বিশ মিনিটের গাড়ীতেই বাবুরা সব আসেন, সেইটাই শনিবারের বড়-পাড়ি। ভেঁটেল ঠেলে গিয়ে সময়ে এসে জুটতে পারবো কি! তাড়া আছে কি বাবু?"

বাবুদের মেজাজ আমার জানা ছিল, পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে হ'লে মেঘনাদকে অনেক কথা শুনতে হবে। সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত ক্ষুধিত বাড়ীমুখো বাঙ্গালীর মেজাজ ঠিক রাখার আশা করাও অন্যায়। বললুম—"তাড়া ত' খুবই ছিল মেঘনাদ, কিন্তু উপায় কি,—থাক্।"

মেঘনাদ বড় কুণ্ঠায় পড়ে' বললে—"বলেন তো—"

বললুম—"না—থাক মেঘনাদ, বিশ পঁচিশ জনকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে।"

মেঘনাদ ভারি 'কিন্তু' হ'য়ে বললে—"একখানা নৌকো দেখবো কি বাবু?" আমি তাকে শান্ত করবার জন্যে বললুম—"না, মেঘনাদ, আমি ওই পাড়িতেই যাব। অনেক দিন থেকে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরব-কোরব করে' করা হয়-নি, আজ এই ফাঁকে সেইটাই শুনি।

মাধবই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। হঠাৎ মেঘনাদের মধ্যে তার ছায়া যেন দেখতে পেলুম। তাই কথাটা মনে পড়ে' গেল। ভালই হ'ল, তা না হ'লে মেঘনাদ সারাক্ষণটা ক্ষুণ্ণ মনেই ছট্‌ফট্ করতো।

গুপী-দত্ত চাটুয্যে মশায়ের গা ঠেলে, ঠোঁট উলটে, ভুরু তুলে বিদ্রূপের হাসি ফলিয়ে বললে—"আজ-কালের উদারতা! চুলোয় যাক্, আটটার পরই উমেশ আসবে, আজ তো তোমার পেটের চিন্তা নেই—ঠোঙ্গা-পোরা খাবার, আর—এই দুটো রাখো।" এই বলে' চাটুয্যে মহাশয়ের হাতে কি দিয়ে বগল থেকে নথিপত্রের বাণ্ডিল বার করে'—চাটুয্যে মশাইকে কি-সব বোঝাতে লাগলেন। সেটা আর শোনা গেলনা।

বেশ বোধ হ'ল চাটুয্যে মশাই অনিচ্ছায় একটু ঝুঁকলেন মাত্র—কাণ আমাদের দিকেই রইল—

তিনি আমার কাছ থেকে হাত চার-পাঁচ মাত্র তফাতে

ছিলেন। মেঘনাদের কাছে আমি যা শুন্‌তে চেয়েছিলুম, সেটা নিশ্চয়ই তাঁর কাণে গিয়ে থাকবে।

দুচার-বার ইতস্ততঃ করে' মেঘনাদ সহাস্য বিনয়ে বললে,—"সে শুনলে আপনি হাসবেন বাবু,—বিশ্বাস করবেননা।"

"বললুম,—তুমি মিছে কথা কইবেনা, এ বিশ্বাস আমার আছে মেঘনাদ, তানাত শুনতে চাইতুমনা।"

"তবে শুন্‌ন,—সে অনেক দিনের কথা বাবু—তখন আমার বয়স ১৫।১৬, এখন দুকুড়ি চোদ্দ চলছে। ঐ বয়সেই আমি লম্বা-চওড়া জোয়ান হ'য়ে পড়েছিলুম। মালা-পাড়ায় কেউ আমার সঙ্গে পারতোনা, সবাই ভয় করত। সাঁতার কেটে দু'বেলা ও-পারে গাঁজা খেতে যেতুম,—ছোটলোকের আরো যে-সব আয়েব তা ধরতে আরম্ভ করেছিল। এ-পারে ও-পারে সঙ্গীও জুটেছিল তেমনি। এমন সময় আমার কলেরা হ'ল। মধু-ডাক্তার মশাই দেখলেন, বাঁচাতে পারলেননা। সন্ধ্যে থেকে ঘরের মধ্যে বড় বড় অচেনা চেহারা আর কুকুর দেখতে লাগলুম। ভয়ে আর কথা কইতে পারলুমনা। তাদের একজন বললে—"৯টা হয়েছে, আর নয়, এইবার চলে' আয়।"

আমাকে যেন যাদু করলে,—না বলতে পারলুমনা, কেবল বললুম—'কি করে' যাব'? আর একজন ধমকে বললে—'দেরি হ'য়ে যাচ্চে—হাঁ-করে' বেরিয়ে আয়!' হাঁ করতেই দেখি আমি বাইরে—দেহটা মাদুরে পড়ে। মা-বোনেরা চীৎকার করে' কাঁদচে, পাড়ার সবাই ছুটে আসছে, কেউ বল্‌চে অস্থর-পাত হ'য়ে

গেল, অত বড় জোয়ান আর দেখবোনা। দূরে কেউ কেউ বলাবলি করছে—যে বাড় বেড়েছিল—ও-কি থাকে—

আমি তখনো আমার ঘরে আর বাড়ীর চারদিকে ঘুরচি, দেহটাকে ছেড়ে যেতে পারচিনা। কোথায় যাব? ঐ তো আমার ঘর। দেহ ছেড়ে থাকবো কোথায়? এমন সময় তারা ধমকে বললে—আয় আমাদের সঙ্গে—তোর থাকবার জায়গায় চল;—একজন বললে,—এখানেও আসতে পাবি—এখন আয়। এই বলতেই কুকুরগুলো এগুলো—তার পরই তাদের সঙ্গে আমরাও শূন্যে চললুম। খানিকক্ষণ কিছুই বুঝলুমনা। তার পর—সে যে কি, তা বোঝাতে পারবোনা বাবু,—ভিজে ভিজে কালো স্যাঁৎস্যেঁতে জমাটবাঁধা অন্ধকার,—তা থেকে আবার কোয়াসার মত ধোঁ উঠছে—দম আটকে যেতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ দুঃখী অসহায় স্ত্রীপুরুষের হাহাকার এক সঙ্গে কাণে ঢুকে মাথা বোঁ বোঁ করতে লাগ্‌ল। ছটফট করতে লাগলুম। একজন বললে—'দুধার বেশ করে' দেখতে দেখতে চল।' কোন দিকেই দৃষ্টি ছিলনা,—ভাল করে' দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে শিউরে উঠলুম—ওরে বাপরে—এ কি! আমাদের দুধারে মিশমিশে কালো—দয়ের মত ঘন নদী চলেছে,—কি দুর্গন্ধ! তাতে সব মানুষ! মাছের মত গিশ্ গিশ্ করছে! কেউ ভাসছে, কেউ এক কোমর, কেউ গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ডুব দিচ্ছে, কেউ কিনারায়। স্থান নেই! তাদেরি চীৎকারে যেন হাজারটা পাটের-কল চলছে! তাদের অবস্থা আর কষ্টের কথা

বলতে পারবোনা বাবু, মাপ করবেন। পাঁচ ছয় জন চেনা লোকও দেখলুম,—উঃ ও-পাড়ার দাদাঠাকুরের কান্না দেখে কেঁদে উঠেছিলুম,—তিনি চিনতে পেরে বললেন—'মেঘা, এলি নাকি, আহা! এই পথ দিয়ে, আহা! তা তোদের এতটা নয় বাবা, আমি যে ব্রাহ্মণ ছিলুম! আমার কোনটারই মাপ নেই। এই দু-বচর তো এসেছি, কি করেছিলুম জানিস্ তো সব। চৌধুরী মশাই দেশান্তরী হলেন, তারি ফল। একটু এগিয়ে… কেও দেখতে পাবি। অন্তরে আঘাত—উঃ! তোকে এখন বলে' আর লাভ কি?" তার পরই তাঁর,—না বাবু, তা মুখে আনতে পারবোনা, উঃ, কি কষ্ট—কি ভোগ! আর'—, এই বলে' মেঘনাদ তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে মাপ চাইলে। বললেন—"আরও ছ-মাস, তারপর আবার ফিরতে হবে।"

—আমি আর দেখতে পারলুমনা বাবু। সঙ্গীরা বিদ্রূপ করে' বললে—"তুই এর চেয়েও বড় জায়গা পাবি!" তারা মজা দেখে আনন্দ পায়। তারাও আগে ভুগেছে কিনা, এখন এই কাজ নিয়েছে, যেমন জেলের কয়েদীরা কেউ কেউ খালাস পেলে জেলেই কাজ করে—জমাদার হয়। তারাই বেশী নিষ্ঠুর হয়—কষ্ট দেয়।

—সবই কষ্টের কথা, মন্দ কথা, সে আর কি শুনবেন; আরো ঢের আছে—ঢের রকম; সে-সব আপনার শুনে কাজ নেই। আপনার সাম্‌নে বলতে পারবোনা। বিশ্বাস করেন তো শুনেই হৃদ্‌কম্প হবে। সরল-বিশ্বাসীদের সংসার ছেড়ে-

যায়,—সে এমনি বাবু। কেবল যাতনা, কেবল কষ্ট; আর সকলেই নিজের নিজের অপরাধ নতুন লোক পেলেই চীৎকার করে' বলে।

—রকম রকমের পাঁচ-থাক্ পেরিয়ে—বাড়ী-ঘর দেখা দিলে,—ইট-চূণের নয়, কিসের তা, তখন ঠাওরায় কে! প্রকাণ্ড একটা কালো রংয়ের ফটক—তার দুদিকে হাতীর মত দুটো মোষ বাঁধা, দুই চূড়োয় দুটো কাগ, তার মধ্যে আমাকে ঢোকালে। দুধারে বাড়ী,—অনেকটা গিয়ে—সাম্‌নের বড় বাড়ীর ঘণ্টায় তারা ঘা দিলে। শব্দে প্রাণ চম্‌কে উঠলো—কাঁপতে লাগলুম। তারা হেসে বললে—'আর-কি, পৌঁছে গিছিস্ তো, এইবার আরাম পাবি।'

—দেখি—দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন—আমাদের-চেয়ে দেখতে কিছু বড়,—একজন কালো—দেখলে ভয় হয়, একজন গৌরবর্ণ, বেশ ঠাণ্ডা মূর্ত্তি। কালো লোকটি আমার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কাঁপতে কাঁপতে বলতেই তিনি—'এ কি করলি' বলে' সঙ্গীদের এমন ধমক দিলেন যে, তার ধাক্কায় আমি পড়ে' গেলুম। এ তো পে—র ছেলে নয়! কখন বেরিয়েছে?"

—৯টা রাতে।

—শীগ্‌গীর নে-যা,—এখন ১২টা বাজে, দেহ থাকলে হয়—

ঠাণ্ডা মূর্ত্তিটি বল্লেন—সোজা দেব-পথে যাবি, তা না ত সময়ে পৌঁছুতে পারবিনি,—লোকটির অদেষ্ট ভাল—

—এই জানোয়ারদের দোষে, আসুক ফিরে! জান্ নিয়ে খেলা!

তারা কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—"ওরই সঙ্কট অবস্থা ছিল —তাই—"

আবার সেই ধমক্। তেষ্টায় আমার সব শুকিয়ে গিছ্লো, —ভাল লোকটির দিকে চেয়ে একটু জলের প্রার্থনা করলুম। তিনি কালোটির দিকে চাইলেন। সঙ্গীদের ওপর হুকুম হ'ল— "দক্ষিণ খাড়ী।"

তারা আমাকে নিয়ে ছুট্‌লো,—ফটক পার হবার পরই— "শীগ্‌গীর জল খেয়ে নে" বলে' একটা খাড়ী দেখিয়ে দিলে। আমি ফিরে এসে বললুম "ও-যে আর-কিসের মত—"

—তোর আর ওর বেশী পাবার নেই;—তেষ্টা নেই বল্! এখানে থাকলে ওই ত' খেতে হবে। আমার দেহটা কেঁপে উঠলো। "ওই ত' পাবি। সে দিনও আসবে, চল্ এখন"—

* * * *

তার পর কি সুন্দর পথ, কি উজ্জ্বল ঠাণ্ডা আলো, সেখানে রাত নেই। কি বাতাস, কি সুগন্ধ, দুধারে কি ফুল-ফল, কি সব পাখী, কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব লোক! দুধারে যাকে দেখি, সবার মুখেই হাসি আর আনন্দ—চিন্তার দাগ একটাও নেই। তারা চাইলেই মনে হয়, যেন মা-বাপের চাউনি,

ভাই-বোনের চাউনি। যেন ভালবাসা আর স্নেহ উপ্‌চে পড়চে। কি নদীই দেখলুম! দুধারে চন্দনের গাছ—হাওয়ায় যেন চন্দন মাখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! জলে কেউ স্নান করছেন, কূলে কত স্তব পাঠ চলেছে, পদ্মের বন, হাঁসের খেলা, পাখীর গান, সে কি আমি বলে' উঠতে পারি, আপনারা দেখলে বলতে পারতেন। আমার সে তেষ্টা, জ্বালা, ভয় সব জুড়িয়ে গেল। একটা কেমন আরামে-আনন্দে আমার সবটা যেন নতুন হ'য়ে গেল। আর ফির্‌তে ইচ্ছা হ'লনা, কিন্তু থাক্‌তে দেবে কে! বল্‌লে—"তোর বড় ভাগ্যি, দু'দিক দেখে যাচ্ছিস্‌।"

সেই আলো পার হ'তেই আমাকে এক ধাক্কায় এনে ফেল্‌লে। তখন আমাদের উঠোনে লাশ নে-যাবার জন্যে সব তয়ের। চালি বাঁধা হ'য়ে গেছে, লোকেরা কোমর বেঁধে হাজির; কেবল মার জন্যে দেরি হচ্ছিল, তিনি আমার ওপর পড়ে' চীৎকার কর্‌ছিলেন, ছাড়্‌ছিলেন না। আমি ঘরে ঢুক্‌তেই তারা বল্‌লে—'নে,—শীগ্‌গীর দেহের মধ্যে ঢুকে পড়্‌।'

—কোত্থেকে আমারও তখন দেহের মোহ এসে গেল, বল্‌লুম—কি করে' ঢুকি? একজন ব'ল্‌লে,—'মুখদে ঢুকে পড় —মুখ বন্ধ থাকে ত' কাণ-দে।' আমি মুখ-দে ঢুকে পড়েই, 'মা' ব'লে ডাক্‌লুম।—

—তার পর যা হয়, সকলে ঘরে ঢুক্‌লো, কেউ ভয় পেলে। কথা কইলুম, তবু তাদের বিশ্বাস হ'তে আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ইন্দির, ভুলু, গোপাল, প্রেমচাঁদ, এই সব বড় বড়

মোড়ল মালারা মত্ দেওয়ায়, তবে আমার বাঁচা ঠিক হয়, বাবু। এত সহজে হ'তনা, যদি না আধঘণ্টা পরেই প্রেমচাঁদের বাড়ী জোর-কান্না উঠ্তো; পঞ্চায়েৎ সেই দিকেই সব ছুট্লো। গিয়ে দেখে, প্রেমচাঁদের ছেলে, মদ খেয়ে এসে দাওয়ায় শুয়েছিল, হঠাৎ বুকে ব্যথা ধ'রে সেইমাত্র মোলো,—তার নামও ছিল—মেঘনাদ !"

চাটুয্যে মশাই অসীম বিস্ময়ে বলে' উঠ্লেন,—"অ্যাঁ—সেই রাত্রেই !"

—আজ্ঞে হ্যাঁ,—তখুনি।

গুপী-দত্ত রুষ্ট হ'য়ে, তাড়নাস্বরে চাটুয্যে মশাইকে ব'লে উঠ্লো—"আমি কি তোমার চাকর যে সেই পর্য্যন্ত ব'কে যাচ্চি, আর তুমি শুন্চো মালার মুখে ঐ গাঁজাখুরি গল্প।"

একে ত গুপী-দত্তের ওপর ঘৃণায় রাগে, আমাকে আগে থেকেই বিষাক্ত করে' রেখেছিল, তায় মেঘনাদের উপর তার ঐরূপ ইতর ইঙ্গিতে আমাকে জ্বালিয়ে দিলে। মেঘনাদ সেটা বুঝ্তে পেরে, আমার পা'দুটো চেপে ধ'রে নিম্নস্বরে ব'ল্লে,—"আমাকে মাপ করুন বাবু, উনি আমার নৌকোয় এসেছেন।"

আমি তার কথাটা বুঝে, আর তার কাতর ভাব দেখে, অতি কষ্টে সাম্লে উঠেই বল্লুম—"হ্যাঁ,—তার পর ?"

—তার পর সেরে উঠ্লুম। কিন্তু আগের মেঘনাদ আর রইলনা। যেন বোবা হ'য়ে গেলুম। মা অনেক করে' চারটি খাওয়াতেন। ঘাটের ওপরেই ঘর, ঘাটেই বসে' দিন-রাত

কাটতো, রাতে নৌকোতেই পড়ে' থাক্‌তুম। সকলে তামাসা করে'—"জড়ভরত" ব'ল্‌তে সুরু করেছিল।

—যাবার সময় যা দেখেছিলুম, তা-তো আর আপনাকে সব খুঁটিয়ে ব'ল্‌তে পারিনি, সেই সব চোখের সামনে থাকতো, আর-কি বাবু কথা কইতে পারি, না কাজ-কর্ম্ম করতে পারি! ভয় হ'তো যদি মিথ্যে বেরিয়ে যায়—কি কারুর প্রাণে বাজে! তিন-কোশের মধ্যে সংকীর্ত্তন কি 'কথা' হচ্ছে শুনতে পেলেই যেতুম। লুকিয়ে গুরু করলুম, কণ্ঠি নিলুম। তখন সকলে জোর করে বে দিলে। এত পায়ে ধরলুম—কত কাঁদলুম, কেউ শুনলেনা। তার পর সংসার ঘাড়ে পড়লো। তখন থেকে আপনাদের কাজ নিয়ে, আপনাদের আর মা গঙ্গার চরণে পড়ে আছি। যতটুকু পারি—করতে চেষ্টা পাই। ভগবানকে কেবল জানাই—কারুর প্রাণে যেন আঘাত না দিয়ে ফেলি। ওইটিই সর্ব্বনেশে জিনিষ, বাবু!—

—আমি মুখ্‌খু ছোটলোক, কিছুই জানিনা, আপনাদের চরণে থাকার জন্যে এত কথা কইতে পারলুম। সব সত্যি বলে' জানবেন বাবু—এই চোখে দেখা। তার পর কি আর বাবু লোক মন্দ কাজ করতে পারে! কিন্তু পারলুম কই—কত হ'য়ে যাচ্চে, হবে।" এই বলে' মেঘনাদ বিমর্ষ মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। পরে বললে—আহা দাওয়ানজি-বাড়ীর সেই বুড়ো ঠাকুর-দা মশাইকে মনে পড়ে ত বাবু,—এখানেও যেমন সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, সেখানেও তেমনি দেখ্‌লুম। সেই নদীর ধারে

একটা কাঞ্চন গাছের তলায় স্ত্রী-পুরুষে বসে' জপ করছেন—এক গাছ ফুলের নীচে যেন দেবদেবী দেখলুম। সেই হাসি! বললেন—

মেঘনাদের আর বলা হ'লনা,—এই সময় পেরো-বাবুরা সব এসে গেলেন। মেঘনাদ নৌকো খুললে, খাল পেরিয়ে গঙ্গায় পড়তেই বড়বাজারের 'গোল-গজার' ঠোঙ্গাটা টেনে নিয়ে গুপী-দত্ত একমুটো মুখে ফেলে দিয়ে ঠোঙ্গাটা এগিয়ে ধরে চাটুয্যে মহাশয়কে বললে—'খাওনা।' তিনি অন্যমনস্কে বললেন—'হুঁ।'

—হুঁ কি?—আমি ধরে' থাকবো নাকি—নাও ধর" এই বলে' আর এক-মুটো তুলে গালে দিয়ে, ঠোঙ্গাটা চাটুয্যে মশায়ের শিথিল-হস্তে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিতেই তিনি ধরতে না ধরতেই সেটা গঙ্গার জলে পড়ে' গেল। দু তিন জন "আহা—আহা" করে' উঠ্‌তেই, দত্ত বলে' উঠলো—"অদেষ্টে থাকলে তো,"—ভেতর থেকে কে একজন বললেন—"তা বটে—প্রসাদটা—"

মেঘনাদ অবস্থাটা বুঝতে পেরে আর তার শেষটা ভেবে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে—দু তিনটে জোর ঝিঁকি মেরে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে দিলে।

চাটুয্যে মশাই বহুক্ষণ থেকেই অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁর মন বোধ হয় মেঘনাদের সেই কাহিনীর মধ্যে ঘুরছিল। ও-সব কথায় তাঁর কাণই ছিলনা। নৌকা জোরে ডাঙ্গায় লাগতে তাঁর হুঁস হ'ল।

দত্ত "এস" বলায় তিনি বললেন—"আমার একটু দেরি আছে।"

"আটটার মধ্যে কিন্তু আসা চাই—উমেশ আমার চাকর নয়,—বসে থাকবেনা" বলে' দত্ত এগিয়ে পড়লো।—চাটুয্যে মশাই বিমর্ষভাবে কেবল বললেন—"দেখি।"

ঘাটে ওঠবার সময় দত্ত আপনা-আপনি বল্‌তে বল্‌তে চল্‌লো—'টাকা দুটো আগে দিয়ে কি কু-কাজই করেছি,—সঙ্গ-দোষে আমারও বামুনে-বুদ্ধি দাঁড়াচ্ছে দেখছি!"

[illegible] চলে' গেল, আমি শোয়ে ছিলুম, ঝাপ্‌ করে' একটা শব্দ হওয়ায় ফিরে দেখি—চাটুয্যে মশাই জামা, চটি, চাদর সব সুদ্ধ গঙ্গায় ডুব দিলেন। এক ধারে দাঁড়ালুম। দেখি—মেঘনাদকে বললেন—"মেঘনাদ, বাবা এখন আমি ব্রাহ্মণ, মা গঙ্গার কোলে তুমি-আমি দু'জনেই, বাবা ঠিক বলিস্‌—নির্ম্মলকে যা বলছিলি তা সব সত্যি কথা?"

মেঘনাদ হাত জোড় করে' বললে—"কমই বলেছি ঠাকুর-মশাই, সব কি আমি বলতে পারি, তবে যা বলেছি—তা আমার নিজের চোখে দেখা, তার একটুও আমার কাছে মিথ্যে নয়।"

"হয়েছে বাবা," বলে' ওঠবার আগে, ট্যাঁক থেকে টাকা দুটো বার করে' গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে, আবার হাত গুটিয়ে ঘাটে উঠতে লাগলেন।

ঘাটে একটি অসহায় গরীব রোগী থাকতো—তার হাতে টাকা দুটি দিয়ে মুক্ত-পুরুষের মত দ্রুত স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়ী চললেন।

(৬)

পরে শুনেছি—

—চাটুয্যে মশাই শুনেই বেরিয়েছিলেন—রাত্রের কোন উপায় নেই। বাড়ী ঢোকবার আগে সে-কথাটা বোধ হয় স্মরণ হওয়ায়, মাথাটা সজোরে নেড়ে বলে' উঠলেন—"তা হোক, ব্রাহ্মণদের নারায়ণ আছেন, ভিক্ষা আছে, উপবাস আছে, না হয় মৃত্যু ত আছে,—তা বলে" উঃ, নারায়ণ রক্ষা করেছেন—

দালানে পা দিয়েই দেখেন—কা'রা বোশেখ-চাঁপার একালী পাঠিয়েছে। বিবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন—দালানে ধরেনা! ছেলেটি আনন্দে হাসিমুখে খবর দিতে ছুটে আসছে।

"হা ভগবান আমি পেটের জন্যে কি করছিলুম" ব'লেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে বাবার কাপড়

* চাটুয্যে মশায়ের বড় বউঠাকরুণ সেকেলে মাটির মানুষ। সংসার ভিন্ন হ'য়ে গেলেও নিত্য খোঁজ-খবর নিতেন,—যতটুকু সম্ভব সাহায্যও করতেন। তিনি জেনেছিলেন—সেদিন রাত্রের কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই আঁচল ঢাকা দিয়ে এক-সরা মুড়ি ও গোটা ছয়েক নারকোল-নাড়ু নিয়ে আসছিলেন। চাটুয্যে মশাইকে বাড়ীর পথে দেখে পেছিয়ে গা-ঢাকা হ'য়ে দাঁড়ান। ছোট দেবরের কাছে লজ্জার কোনই কারণ ছিলনা, কিন্তু দুঃখের অবস্থায় সাহায্য হিসাবে কিছু দিতে যাবারও মস্ত বড় একটা সঙ্কোচ আছে। তাই তিনি তাঁর পেছনে পেছনে বাড়ী ঢোকেন এবং অন্তরালেই ছোট-জার জন্য অপেক্ষা করে' থাকেন। পরদিন তিনিই কাঁদতে কাঁদতে এই সব কথা বলেন।

টেনে বারবার বলতে লাগলো—"বাবা তুমি কেঁদনা, দেখনা তুমি—আমাদের কত খাবার!"

ব্রাহ্মণী অন্যত্রে ব্যস্ত ছিলেন। চাটুয্যে ছেলেকে কোলে করে' ঘরে ঢুকতেই, মাথার কাপড় টেনে ব্রাহ্মণী বলে' উঠলেন—"ওগো তুমি একি করলে, বামন হ'য়ে দেবতা চিনলেনা,—মাধবকে মেরে ফেললে! সে যে আমাদের দুখ্খু দেখে আজ তিন বচর দুবেলা দুধ খাইয়ে মণ্টুকে বাঁচিয়ে রেখেছে,—বাছা এ-বেলাও যে দুধ পাঠিয়েছে! নারায়ণ আমার পেরমাই নিয়ে তাকে রক্ষা কর, আমাদের এমন করে' মেরনা ঠাকুর!" এই বলে' তিনি কাঁদতে লাগলেন।

চাটুয্যে মশাই সহসা এই আঘাতে কাঠ হ'য়ে গেলেন। অপরাধীর মত জড়িত-কণ্ঠে বললেন—"মাধবের অসুখ—সে বাঁচবেনা! কে বললে—না-না" বলতে বলতে ছেলেকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়ে "আমি আসছি" বলে'ই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

* * * * *

আমি ঘাট থেকে সোজা মাধবের বাড়ী ছুটেছিলুম;—পাড়ায় ঢুকতেই দ্বিধায় বুকটা সহসা বিষম দুলে উঠলো! সামনের সব জিনিষ—ঘর-বাড়ী গাছ-পালা আকাশ-বাতাস সব যেন থম্থমে, নিষ্প্রভ, ঠিক গেরোণ লাগার অবস্থা। দুটি ছেলে ছুটে এসে

বললে—শীগ্‌গীর আসুন, হরিবিহারী-দা আপনাকে এগিয়ে দেখতে বললেন, মাধব-কাকা আপনাকে কেবল খুঁজচেন।

বাড়ীর মধ্যে তখন যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আপ্‌সানির হাহাকার উঠছে, সে-সব আমার কানে যায়নি; আমি যেন যন্ত্রের মত হ'য়ে গেলাম,—এক দৌড়ে একেবারে উঠানে উপস্থিত।

সেই খানেই তুলসী-তলায় শুয়ে মাধব তখন প্রাণটা নিবেদন করছে!

হরিবিহারী চেঁচিয়ে বললে—"মাধব, তোমার দাদাবাবু এসেছেন।"

তখনো সে ছিল—বোধ হয় আমার অপেক্ষায়। ধীরে ধীরে চাইলে। মুখখানা তার হাসি-মাখা হ'য়ে গেল। মুখের কাছে বসে' বললুম—"নিশ্চিন্ত হও ভাই, ভগবান তোমার সব ভার আমাদের দিলেন, গৌরীর বে আমার—!" মাধব আমার চোখে চোখ রেখে চলে' গেল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে "সর—সর, মাধব—মাধব যাসনি বাবা,—শুনে যা—" বলতে বলতে ভিড় ঠেলে ঝড়ের মত চাটুয্যে মশাই এসে পড়লেন।

মাধবকে দেখতে পেয়ে—"অ্যাঁ,—না, শুনতে হবে বাবা" বলে'ই হাঁটু-গেড়ে বসে' তার কানে মুখ দিয়ে চীৎকার করে' বলতে লাগলেন—"অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল বাবা, নারায়ণ হ'তে দেননি—আমি সেই ব্রাহ্মণই আছি। বিশ্বাস কর্ বাবা—আমি ও-কাজ হতে দেবনা মাধব, প্রাণ থাকতে না। সংসার

দেখার ভার আমার—আমি ভিক্ষা করে' পালবো,—যতদিন থাকবো—এই তোর দাওয়ায় এসে পড়ে' থাকবো।"

সকলের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল মুখে মাথা নেড়ে বললেন—"শুনেছে। বল হরি—হরি বোল! চল—"

*   *   *   *

পাগলের মত হ'য়ে গেলেও তিনি তাঁর কথা বরাবর রক্ষা করে' গেছেন, আমরা কিছুতেই তাকে নিরস্ত করতে পারিনি।

তিনি যা আনতেন গৌরীর মা কিছু রেখে বাকি সমস্তই গোপনে তাঁর বাড়ী দিয়ে আসতো।

শুনলুম—গুপী-দত্ত উমেশ উকীলের কাছে বলেছে—"বেটা বেইমান বামুন—শিন্নিও খেলে, ভরাও ডোবালে,—এই ছ-মাসের মধ্যে খুব কম হবে তো ১২।১৩ টাকা খাইয়েছি হে!"

*   *   *   *

ডিপুটি বাবু নির্ব্বাক হ'য়ে শুনছিলেন। আমার বলা শেষ হলে ছুতিন মিনিট মাটির দিকে পলকহীন চেয়ে থেকে, রুমাল-খানা বা'র করে' মুখটা মুছলেন। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, লাঠিগাছটি নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত বেরিয়ে গেলেন, একটি কথাও কইলেননা। আমারো কোন কথা এল-না,—আস্তে আস্তে উঠে তামাক সাজতে বসলুম।

সহসা ক্ষেত্তোর নাপিতের গলা শুনতে পেয়ে চেয়ে দেখি—ডিপুটি বাবু গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র হ'য়ে শুনছেন। সে গাইছিল—

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা,
এমন মানব জমিন্ রইল পড়ে,—
আবাদ করলে ফোল্‌তো সোণা।"

ধম্মা

১

কাজলা এক্‌লাটি একটি মিট্‌মিটে প্রদীপের সামনে ব'সে পাট কাটছিল আর ঢুলছিল। রাত তখন দেড়টা হবে।

জানলায় খুট্‌খুট্‌ ক'রে মত শব্দ হওয়ায় মুখ তুলে বললে,—"কে?"

"আমি।"

"ইস্‌ কি ভাগ্যি! আজ যে বড় সকাল সকাল?"

"দোর খোল্‌।"

প্রদীপটা উস্‌কে—হাতে ক'রে দোর খুলতে গেল।

বাড়ী ঢুকেই ধম্মা নিজের হাতে দোরটা বন্ধ করলে। উঠানের চার-দিক ঘুরে দেখে বললে,—"আলোটা উঁচু ক'রে ধর—আমড়া-গাছটা দেখে নি।"

তারপর নেবু গাছটার ঝোঁপের মধ্যে হাতের বর্‌ষাটার দু'চার খোঁচা দিয়ে—ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

কাজলা মুখ-টিপে হেসে বললে,—"মদ্দোর মদ্দামিও আছে—ভয়ও আছে!"

"ভয় আবার নেই কার—তোর নেই?"

কাজলা জোরে মাথা নেড়ে বললে,—"না—ভয় নেই,—ভাবনা আছে।"

পরে হাসি মুখে বললে,—"ভীতু লোকের সঙ্গে থাকলে একটু হয় বই কি !"

ধম্মা তার মাথার কাপড় টেনে—খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললে—"আরে ব্বাস্—সদ্দারনী বটে ! তা তোর আবার ভাবনাটা কি,—এই তো পাট-কাটতে শিখেছিস্ দেখছি !"

"না সদ্দার,—তামাসা রাখ ! তোর দুটি পায়ে পড়ি, ও-কাজ আর করিসনি। কোন্ দিন কি ঘট্‌বে—জম্মটা মিছে হ'য়ে যাবে,—আমিও জ্যান্তে ম'রে থাকবো।"

"আমি কি করি রে কাজলি—আমাকে যে করায়,—এখন নেশায় পেয়ে বসেছে ! জম্মটা তো সেই দিনই গেছে—যেদিন গদিতে ডেকে নে'গে ভাইটেকে ছ'টা টাকার জন্মে বুকে বাঁশ ড'লে মারলে,—উঃ ! তখন তো এমন ছিলুম না,—কেবল হাত জোড় ক'রে ছিলুম—পায়ে ধরেছিলুম। কি ভুলই করেছিলুম —ম'রে ছিলুম রে!"

ধম্মার কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ফুলে উঠলো,—রক্ত-চক্ষু ঘুরতে লাগলো।—কুপিত সিংহের প্রতিচ্ছবি !

কাজলা তাড়াতাড়ি তার চোখে-মুখে ভিজে গামছা চেপে ধরলে।

একটু পরে মুখ সরিয়ে নিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—"সেই-তো খুন চাপ্‌লো ! তার ভাইকে তাবি সামনে মেরে তবে মনে হ'ল—"আমি আছি ! বাঁশ ডলতে কিন্তু হাত সরলো না ! তার পরেই তো এখানে চ'লে আসি।"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে ধম্মা বললে,—“এখন গদির-টাকা নদীতে লুটি। ছ'টাকার তরে ভাই গেছে, তাই টাকার দানছত্তর খুলেছি—ছড়াই!”

এই ব'লে গর্ব্বমিশ্রিত আত্মপ্রসাদের একটা বিকট হাসি হেসে উঠলো। পরক্ষণেই ব্যথিত স্বরে বল্‌লে,—“কিন্তু ভাই তো ফিরে পেলুম না!”

দীর্ঘশ্বাস আপনিই ব'য়ে গেল।

কাজলা অবসর বুঝে কেবল বললে,—“তবে!”

“ভাবিনা তা নয় কাজলি,—পারিনা ভাই। বলেছি তো—নেশা ধ'রে গেছে,—রাত এগারোটা হ'লেই ছট্‌ফটানি ধরে—ছুটে বেরুই! আর কি জানিস্? দলের লোকেই বা কি বলবে! দিনু, দেবা, রতনা—না-মরদ্ বলবে।”

“তারা বল্‌লে তো ব'য়ে গেল,—স্বস্তি তো থাকবে।”

ধম্মা হাসলে, বললে,—“তুই মেয়ে-মানুষ—বুঝবিনি। যে পারে সে নামটাই রেখে যায়।” দু'বার বুকটা চাপড়ে—“এ-সব তো পুড়ে যায় রে,—নামটাই তো সব—সেইটাই থাকে, তোর গুরুঠাকুর বলেনা—নামের চেয়ে বড় কিছু নেই?”

“সে তো ভগবানের নাম।”

“সবারই তাইরে—সবারই তাই।”

থানার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজ্‌লো। কাজলা ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—“ইস্ করছি কি!—নে, হাত-মুখ ধো, আমি ভাত বেড়ে আনি।”

*   *   *   *

কাজলার রূপ ছিল—রং ছিলনা। চোখ দুটি ছিল করুণা-মাখানো—তুলি দিয়ে টানা। কণ্ঠ ছিল শ্রবণ-মধুর, চুল ছিল অসামান্য। এলানো অবস্থায় নজরে পড়লে ভদ্রলোকেরও ভুল হ'ত, না চেয়ে কেউ চ'লে যেতে পারতনা। তার ব্যবহারে আর সেবায় পাড়ার মেয়েরা মুগ্ধ ছিল। সকলেই তাকে ভালোবাসতো—চাইতো।

ধম্মা ছিল ছেয়ালো বলিষ্ঠ-গঠনের শ্যামবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ,—বিনম্র। একশো জোয়ানের মাঝ থেকে তাকে সর্দ্দার ব'লে বেছে নেওয়া শক্ত ছিলনা।

প্রকৃতিতে পরিচয় পাওয়া যেতনা যে, সে—জলদস্যু। দিনে মজুরি করে—ঘর ছায়, বেড়া বাঁধে, মাটি কোপায়, কাট চেলায়।

কাজলা সামনে ব'সে খাওয়াচ্ছিলো। খাওয়া প্রায় শেষ হ'লে ধম্মা বললে,—"কই তুই খাবিনি?"

"না।"

"কেনো?"

"এম্‌নি।"

"তবু শুনি?"

"খিদে নেই,—আবার কি?"

"আগে বলিসনি কেনো?"

"বললে কি হ'ত?"

"খেতুমনা !"

"ইস্—ভারি যে! তুই খাবিনি কেনো, তুই তো আর কারুর খোঁজ রাখ্‌তে যাসনা !"

ধম্মা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল,—"বুঝলুমনা !"

"আজ গিয়ে দেখি কাকিমা তিনপোর-বেলায় মায়ে-ঝিয়ে মুড়ি আর কলমি শাক-সিদ্ধ খেতে বসেছে ! আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন,—"এ বেশ লাগে রে কাজল, আমরা মাঝে মাঝে খাই।"

বললুম,—"তা তো দেখতে পাচ্ছি,—তুমিও যত খেলে দিদিমণিও তত খেলে !"

কাকিমা বল্‌লেন—"ওর না-খাওয়াই ভালো, যে-রকম বাড়চে —উপোস করাই উচিত ! বাড়্ আছে—বের উপায় নেই ! আমার দিন-রাত সমান করলে !"

"—মথুরাদিদি পাতে হাত-দে' মুখ গুঁজে ব'সে রইল। কাকিমা তাড়াতাড়ি পাথরখানি নিয়ে পুকুরে চ'লে গেল। দেখি —তাঁর চোখ ফেটে জল গড়াচ্ছে !"

কাজলার গলা ধ'রে এসেছিল, চোখ মুছে বল্‌লে,—"দিদি-মণিকে যে ডেকে এনে কিছু খাওয়াব, কি কিছু দিয়ে আসবো, তার উপায় নেই। আমাদের কোনো জিনিষ কাকিমা ছুঁতে দেবেনা ! মথুরাকে মানুষ করেছি—একি সওয়া যায়, না— দেখা যায় !"

কাজলা ঢোক্-গিলে চোখ মুছলে।

ধম্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—"কাজলা কাঁদিসনি, মা-কালী ছাড়া মানুষে কিছু করতে পারবেনা। কত উপায়ে কত লোকের দায় ঘোচালুম, ওখানে যে কোনো উপায়ই কাজ করেনা কাজলি! এমন শক্ত বামুনের-মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি! সেদিন বললেন,—ধম্মদাস—আমাদের এই ভিটেটুকু বেচে দে বাবা,—তোদের মথুরার বিয়েটা দিয়ে জুড়ুই! আর আমি দেখতে পারছিনা, লোকের কথাও শুনতে পারছিনা।

"বললুম,—তারপর জুড়ুবার জায়গাটা থাকবে কোথায় কাকিমা!

"হাসতে হাসতে বললেন,—যাদের মা-গঙ্গার কোলে বাস, তাদের জুড়োবার জায়গার অভাব নেই রে—তুই আমার জন্যে ভাবিসনি বাবা। কেবল ওই তো আমার পথের বাধা হ'য়ে রয়েছে।—

"যে ধম্মা সোঁদর-বনেও বাস ক'রে আসে, কতবার বাঘের সঙ্গে সামনা-সামনি হয়েছে—গায়ের একটা রোঁ খাড়া হয়নি, কাকিমার কথা শুনে সেই ধম্মা শিউরে উঠেছিল! দুনিয়ার মধ্যে ঐ বামুনের মেয়েটিকেই ভয় করি ভাই,—ইস্পাতের-খাঁড়া ব'লে মনে হয়। ওঁর সামনে কথা বেরোয়-না।"

কাজলার চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল। সে একদৃষ্টে ধম্মার দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল। বললে, "আবার অমন সাঁচ্চা

মেয়েমানুষও দেশে নেই,—দয়া-ধম্মও তেমনি! কোথাকার একটা কুকুর মরমর হয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে প'ড়েছিল,—তাকে রোজ নিজের ভাতের আদ্দেক খাইয়ে আসতেন। গরমের দিন ছিল—পাঁচবার তাকে জল খাওয়াতে যেতেন,—এ আমি চোখে দেখেছি।"

ধম্ম৷ চুপ ক'রে কি ভাবছিল, দু-একটা কথা কানে গিয়েছিল মাত্র। বল্‌লে, "ভয় তো খাটিকেই—গোখরো সাপের বিষ যে! আচ্ছা এই পূজোটা বাদ—"

"তার মানে?"

"বিন্দুবাসিনী-তলার একশো বছরের পূজো—এবার বুঝি প'ড়ে যায়,—চণ্ডীমণ্ডপের চালও গেছে। রায় মশাই মা মা করছেন আর ছেলের মত কাঁদছেন,—ব্রাহ্মণের কোন উপায় নেই। মার হুকুমটা সেরে—"

"তারপর?"

"তারপর দিদিমণির বিয়ের তরে মার কাছে—ভালো-জাতের টাকার উপায় চাইবো—" ব'লে হাসলে।

"এই কথা!"

"হাঁ, দেখে নিস।"

"যে-টাকা কাকিমা ছোঁয়না—তা আর আনবিনি?"

"তাই তো ভাবছি। টাকারও যে জাত আছে তা জানতুম-না!—খা এইবার—"

ধম্মা দাওয়ায় আঁচাতে গেল।

খানিক-পরে কাজলা এঁটো নিয়ে, পাথর হাতে ক'রে এসে দেখে,—ধম্মা আকাশের দিকে চেয়ে ডান হাত উঁচু ক'রে পাথরের মূর্ত্তির মত নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে,—আঁচায়নি!

কাজলাকে দেখে সে চম্‌কে কেঁপে উঠলো!

—"উঃ—ভয় পেয়েছিলুম রে! দেখলি,—মনে মনে ভালো হবার ইচ্ছেয় লড়াই লেগেছিল,—তাইতেই এই! ভালো হওয়া মানেই না-মরদ হওয়া রে,—ছিঃ! কেবল ভয়ের পূজো করতে —বেঁচে ম'রে থাকা!"

"তাই নাকি! কাকিমা?"

ধম্মা আর কথা কইলেনা, হাত মুখ ধুয়ে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

২

শিবানী-দেবী ছিলেন চাটুয্যেদের ছোট বোউ। আট-মাসের মেয়ে কোলে-ক'রে বিধবা হবার পর সনাতন প্রথা অনুসারে দু'বেলা সংসারের রাঁধা-বাড়া—যার যেমন ফরমাজ, ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনা, খাওয়ানো-ধোয়ানো প্রভৃতি অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে তাঁর ওপরেই চাপে,—কারণ কাজকর্ম্মে থাকলে শোকতাপ ভুলে থাকতে পারবেন! একাদশীতেও ব্যবস্থা বদলায়না! কাজকর্ম্মে থাকলে উপবাস নাকি গায়ে লাগেনা! বিধবাদের শুভকামী বিচক্ষণ লোকদের বহু বিবেচনার ফল— এই-সব বিধি-ব্যবস্থার কোনোটি হ'তে তিনি বঞ্চিত হননি।

সে-বাড়ীর মেয়েপুরুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিটা কিছু অসাধারণ ব'লে প্রসিদ্ধও ছিল।

বড়্ঠাকুরঝির মাথাঘোরা রোগ,—সুতরাং সকালে মিছরির সরবৎ খান। ছোট বউকে তা ঠিক্ ক'রে রাখতে হয়।

ছোট বউকে আহ্নিক সেরে নিতে দেখে তিনি বললেন—"দেখ ছোট-বউ—ইহ্কাল তো পুড়েইছে—পরকালটা পোড়ানো কেনো! তুমি এখন কালাশৌচের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) অধিকারী, এখন একবছর তোমার ও-সবে অধিকারই নেই, পাপ আর বাড়িওনা।"

শিবানী পূজো-পাঠ বন্ধ ক'রে কালাশৌচের বাধামুক্ত হাঁড়ি আর অপোগণ্ড পালনের অধিকারই স্বীকার করলেন,—সবই মুখ বুজে।

মুস্কিল হল—সকলকে খাইয়ে শেষে নিজের প্রায়ই কিছু থাকেনা। সেদিন একগাল মুড়ি, না হয় একটু গুড় আর জল। অনাহারে অনাহারে স্তনদুগ্ধ শুকিয়ে গেল। মেয়েটা কারো কোল্ তো পায়ইনা—দাওয়ায় পড়ে খিদেয় চেঁচায়—কেউ চেয়েও দেখেনা,—তোলেওনা,—কারণ বাপ-খেগো অলুক্ষুণে মেয়ে, আপদ! সবাই ধমকায় আর থামাতে বলে। বলে,—"প্রাতঃবাক্যে বাড়ীতে আরও তো ছেলে মেয়ে রয়েছে—কারুর অমন রাক্ষুসে-গলা শুনেছ!—শুনলে বুক কেঁপে ওঠে গো! আবার কাকে খাবে—" ইত্যাদি।

* * * *

কাজলার আসা-যাওয়া সব বাড়ীতেই,—এ বাড়ীতেও ছিল। নিকট প্রতিবেশী,—কান্না কানে যায় আর ছট্‌ফট্‌ ক'রে ছুটে আসে। ছোট-কাকিমার অবস্থা চোখে ত্যাখে—সবই বোঝে। ভাবে,—জ্যান্ত-মানুষ কি ক'রে মুখ-বুজে এতো সয়! মেয়েটা গেলে ওঁর আর থাকবে কে! ও-তো গেলো ব'লে!

বুকটা কেমন ক'রে ওঠে,—তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে আনে।

এটা—বাড়ীর কেউ চায় না—কারুর ভালোও লাগে না, কিন্তু কাজলা ধম্মার বউ,—

কাজেই ঠাকুরঝি হেসে বলেন—"ভাগ্যিস তুই ছিলি, ও-মেয়ের গায়ে কারুর হাত দেবার জো নেই—ককিয়েই আছে, কিছুতে বাগ্‌ মানে না,—বংশ ছাড়া! মেয়েটাকে দেখা—তাও উনি পারেননা! কে বলবে বলো!" ইত্যাদি।

শিবানী শোনে,—পাথরের শোনা।

তখনো বাপ-মা বেঁচে! গরীব হ'লেও মানুষ তো! এই সাংঘাতিক আঘাতের পর মেয়েকে একবার নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা অনেক লেখালেখি, অনুনয় বিনয় করলেন। এ অবস্থায় অভাগীরা স্বভাবতই বাপ-মা খোঁজে। জগতের আলো তো তার নিবেই গেছে!

জবাব পান,—"যাবার কোনো দরকার দেখছিনা, ছোট-বউ ভালই আছেন, তাঁর কোনরূপ চিন্তা চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই,

একটুও অধীর হন নি। মেয়েকে যদি দেখতে ইচ্ছা হয়—এসে দেখে যেতে পারেন।”—ইত্যাদি।

তাঁরা যেন মেয়ের নিরাভরণ ঐশ্বর্য্যটা দেখবার জন্যে লালায়িত হ'য়ে প্রস্তাবটা করেছিলেন!

দিন যায়—মাস কাটে। বুদ্ধিমানেরা ভগবানকেও ভাবিয়ে তোলেন,—ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উপায় খুঁজে পাননা।

শেষে শিবানীর শরীরে বসন্ত দেখা দিলে। এতদিনে “মার অনুগ্রহ” বলে' কথাটা বুঝি সার্থক হয়!

কিন্তু শুনতে হ'ল,—“সকল রকমে জ্বালালে গা! এখন এ-আপদ ফেলি কোথায়! বাপ-মার দরদ্ যে বড়! নিয়ে-যাকনা! ছোট-লোক্ মিন্‌সে খবরটা পর্য্যন্ত নেয়না!”

পাশের দু'কাঠা জমিতে জঙ্গলের মাঝে দু'খানা চালা ছিল। একখানাতে গরু-বাছুর থাকতো, একখানায় কেওড়া কাঠের তক্তপোষ পাতা—ছেলেদের পড়বার ঘর। কেউ এলে সেই-খানেই বসে।

—অমন ঘরখানা ওঁর কপালেই নাচ্‌ছিল!

ছোঁয়াচে-রোগ,—গরু বাছুর বাড়ীর লক্ষ্মী—মা ভগবতী। পাশের ঘরে রাখতে ভরসা হ'লনা,—দুধ দিচ্চেন—সবাই খায়।

বড়ঠাকুরঝির আবার মূর্চ্ছাগত বাই, ছোট্‌ঠাকুরঝির ওপর-হাত তো কড়ির-আনলা,—হাত-পোরা মাদুলি,—ও-রুগীর ঘরে তাঁর ঢোক্‌বার জো নেই, মাদুলি মাটি হ'য়ে যাবে,—নিষেধ আছে। -বউয়েরা সব সন্তান-সম্ভবা।

এ সবই "মার অনুগ্রহ"।

শিবানী অনেকদিন পরে আরামের নিশ্বাস ফেলে ছেঁড়া মাদুরে এসে শুলেন। এক কলসী গঙ্গা-জল আর একটা কানা ভাঙা পেতলের ঘটিও পেলেন।

পাড়ার মুখ্‌খু সধবা বিধবারা থাকতে পারলেন না, তাঁরা এসে দেখ্‌তে শুন্‌তে লাগলেন।

"—সব বাহাদুরি!"

কাঙ্গলা—মেয়েটিকে নিজের ঘরে নিয়ে রাখলে।

"এদ্দিন সব ছিলেন কোথায়! এদ্দিন ক'রেছিল কারা! করতে পারেন নি!"

ছোট-বউ কিন্তু সেরে উঠলেন।

"বাঁচা কেবল জ্বালাতে! গেলে—জ্বালাবে কে!"

* * * *

জগতে অনেক ঘটনা ঘটে যা ভালো হ'লেও ভোগায়।

ছোট বাবু দেবসুন্দর সওদাগরী আপিসে কাজ করতেন। সে-আপিসে দশ বছর চাকরি ক'রে ম'লে স্ত্রীকে কিছু মাসোহারা দেওয়ার নিয়ম ছিল।

শিবানীর নামে মাসে মাসে দশটাকা ক'রে আসতো, অবশ্য শিবানী সে-কথা জানতেন না।

কেন—তা ভগবানই জানেন, সে-মাসে আপিসের লোক এসে শিবানীর সই নিয়ে টাকা তাঁর হাতেই দিয়ে যায়, আর মাসে মাসে দিয়ে যাবে ব'লে যায়।

স্বামীর টাকা বিধবার যে কি বস্তু, বিশেষ এ অবস্থায় এ ভাবে পাওয়া, তা' বলাই নিষ্প্রয়োজন। কেবল সেই দিন তাঁর চোখ-ফেটে জল গড়াতে পাঁচজনে দেখেছিল। চোখ মুছে, টাকা কয়টি মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধেন। সারাদিন দোরে খিল দে প'ড়ে ছিলেন।—বুঝি দুঃখ উপভোগ!

বৈকালে বড়ঠাকুরঝি দু'খানা পুরানো থালা কয়েকটা ঘটি-বাটি এনে দাওয়ায় রেখে ব'লে গেলেন—"এই তোমার-ভাগের বাসন-কোসন নাও। তুমি যাই কর না, ভাইয়েরা আমার শিবতুল্য,—একটা ঘড়াও দিতে বলেছে। মঙ্গলার খোল্ ভিজ্‌ছে—এর পর দিয়ে যাবো'খন। যা হোক্, ভালো কীর্ত্তি রাখলি ছোট্‌কি!" সবটা কানে এলোনা—প্রাণে অবশ্য এলো।

ছোট-বউ নির্ব্বাক্। বিধবা হওয়া ছাড়া আবার কি নূতন অপরাধ হলো!

ছোট-বউ বিবাহিত জীবনের শুভপ্রারম্ভ থেকেই বুঝেছিলেন,—সত্যটা বললেই 'সত্য' সম্মান পায়না—সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়না, বক্তাও রেহাই পায়না। তাই নীরবতা বরণ ক'রে নিয়েছিলেন; তারি দৃঢ়তাটা 'তেজ' আখ্যা পেয়েছিল।

তিনি নীরবেই নির্ব্বাসন নিলেন। উপায় কি? বহু দুশ্চিন্তার মধ্যে তা'তে একটুও যে স্বস্তির স্বাদ ছিল না এবং এটাও যে "মার অনুগ্রহ" নয়, এমন কথা বলা কঠিন।

তারপর দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের মধ্যে তার এক-যুগ কেটে গেছে—সহিষ্ণুতা আর দৃঢ়তা মাত্র সম্বলে।

ইতিমধ্যে তিনি সেবায় শুশ্রূষায় অনেকেরই, বিশেষতঃ ইতর সাধারণের মা হ'য়ে পড়েছেন।

কিন্তু মথুরা তেরো উত্তীর্ণ হয়, তার বিবাহের চিন্তা সম্প্রতি তাঁকে অহরহ বিঁধতে আরম্ভ করেছে।—"ভগবান লজ্জা রাখো, তোমার মুখ চেয়েই প'ড়ে আছি!"

পরমাত্মীয়েরা প্রচার ক'রে রেখেছেন—"দেবসুন্দর তো উপ্‌রি কম পেতো না, সে-সব টাকা গেলো কোথায়,—শোনো কেনো—সব আছে,—সব আছে। কোথায় আছে তাও আমরা জানি। তেজ আর কিসের!"

কাজলার কাকিমার পরিচয় সংক্ষেপত এই।

৩

এ কয়-দিন ধম্মা দিন রাত খাটছে। সকালে তাড়াতাড়ি নারকোল আর মুড়িগুড় খেয়ে গ্রামের পূজা-বাড়ীগুলি ঘুরে আসে। সেখানে যা কাজ থাকে সত্বর কিছু কিছু সেরে ও-পাড়ার রায়েদের বাড়ী গিয়ে দম নেয়। সেখানকার খাটুনির সব কাজই ভার। তাঁরা নিতান্ত গরীব, লোক-বলও নেই! শেষ চৌধুরী-বাড়ী ছোটে—এঁরা জমিদার, পূজাও খুব ঘটার, লোকেরও অভাব নেই। তবু যায়,—শরীর আর কিসের জন্য, শক্তিই বা কেন, যদি মায়ের সেবায় না লাগে।

আজ তাঁদের সতেরোটা নারকোল-গাছে উঠে দেড়শো নারকোল পেড়ে—বুক ছ'ড়ে এসেছে।

বাড়ী ফিরেই বললে—"কাজলি এক-কোষ তেল দে দিকি, নারকোল পাড়তে উঠে বুকটা বড় ছ'ড়ে গেছে,—জ্বলছে।"

কাজলা তাড়াতাড়ি তেল এনে নিজেই বুকে মালিস্ ক'রে দিতে দিতে বললে—"কই, নারকোল গাছে উঠতে তো কখনো দেখিনি।"

"দরকার পড়লে শক্তটা আর কি—পুরুষ মানুষ সব পারে।"

"আজ আর কাজে যাওয়া হবে না কিন্তু, নেয়ে খেয়ে ঘুমো।"

"মথুরাদিদির কাপড় চাইনা? আজ গেলেই আমার বারোটাকার কাজ পুরো হবে। শরীর আমার ভালই আছে।"

মথুরার কাপড়ের কথায় কাজলা আনন্দে সব ভুলে গেল, বললে—"সে কাপড়ের এমন ছিরি, মথুরা পরলে ঠিক মা-লক্ষ্মীটির মত দেখাবে! জোলা-মিন্‌সে কাল নিয়ে আসবে বলেছে।"

"টাকাটা বলাইদা'র কাছ থেকে তুই এনে রাখিস্ তবে। কাকিমাকে জানিয়ে যাস্—তিনি না সোবে করেন।"

"সে ভয় নেই,—কাকিমা ও-ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখে এসেছেন—তুই বলাইদা'র কাটের-টালে কাট চেলাচ্ছিস। আমাকে হেসে বললেন—ছেলের আবার একি সখ চাপলো!—

—সব শুনে, জলে তাঁর চোখ টল্‌টল্ করতে লাগলো। বললেন—গেল পূজোর কাপড় মথুরাকে আমি পরতে দিইনি,

সে ঠাকুর দেখতে পর্য্যন্ত যায়নি, তাতে কি আমার ছেলেকে কম কষ্ট দিয়েছি, তাই না বাছার এই খাটুনি !

—কাকিমার চোখ দে, টস্ টস্ ক'রে জল পড়লো। মুছলেও কমে না ! বল্‌লেন—আমিও তাতে কম কষ্ট পাইনি মা, সেই পর্য্যন্ত ছেলের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারিনা !"

"আর শোনাসনি কাজলি।" ধম্মা মুখ ফিরে ঢোক গিললে, —"তাঁর দোষ কি, কিন্তু কত-বড় ঘা-মেরে মানুষ আমাকে এমন বানিয়েছে তা যে ভুলতে পারিনা। ছ'-টাকায় ভাই বেচেই না—" বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল !

"যা হবার ছিল হ'য়ে গেছে" এই ব'লেই কাজলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"এখন ভাই তো দেখছিস্।"

সিংহকে যেন সজোরে খোঁচা দেওয়া হ'ল,—ধম্মার মাথায় আগুন লেগে গেল। সে গর্জ্জে উঠলো—"কি বল্‌লি ! খবরদার,—ফের শুনলে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো ! ভদ্দোর লোকের কথা ভদ্দোর লোকে বুঝবে, সে কি আমার ভদ্দোর-লোকের ভাই ছিলো !"……

সে-গর্জ্জন কাকিমার চালায় পৌঁছে প্রতিধ্বনি তুলেছিল, তিনি রাঁধতে রাঁধতে ছুটে এলেন—

"কি রে কাজলি—ছেলেকে কি বলেছিস্ !"

কাজলা অপরাধীর মত জড়সড় হ'য়ে গিয়েছিল, কথাটা যে কোথায় গিয়ে কতটা আঘাত করতে পারে, সে অতশত ভাবেনি।

সে কেঁদে ফেললে—"আমি বুঝতে পারিনি কাকিমা, জেনে-শুনে আমি কি ওকে কষ্ট দিতে পারি ?—ওর তা বিশ্বাস হয় ?"

কাকিমার সামনে ধম্মার এ মূর্ত্তি কোনোদিন প্রকাশ পায়নি। সে সেইখানেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে পড়লো,—রাগ, লজ্জা, ক্ষোভ, বেদনা একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে দুধারের পাঁজরা হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো, সে কাঁদছে !

কাকিমা দ্রুত গিয়ে তার মাথায়, পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললেন,—"তুইও আমাকে কাঁদাবি ধম্মদাস !—ছি বাবা ওঠ, নেয়ে আয়। ত্মাখ দিকি চেয়ে—মেয়ে আমার কতটুকু হ'য়ে গেছে !—ও কি বুঝে বলেছে কিছু !"

কাকিমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন।

অভিমান এসে ভাষা জোগালে ! "তুমি নাকি আমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারনা ! তবে আর আমি এখানে প'ড়ে আছি কেন! এখানে আমার কে আছে, কি ঐশ্বয্যি আছে কাকিমা—"

এ আবার কি কথা !

সব তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন,—"কিন্তু আমার ঐশ্বয্যি যে তোরা,—তোরা যে আমার ভগবানের দেওয়া সামগ্রী, আমি কার ভরসায় তেরো বছর কাটালুম ধম্মদাস ! পাছে কোন্‌দিন কি ঘটে—তোর কিছু দেখতে হয়, তোকে খোয়াতে হয়, তাই না তোর ওপর এমনি পাষাণীর মত কঠিন ব্যবহার করে' এসেছি ! এই ভাবনা এই তেরো বছর ব'য়ে আসছি ! রাতে কারুর সাড়া

পেলে, কি একটু শব্দ হ'লে বুকটা ধড়াস্ করে' ওঠে, সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে যায়! আমার সব পুজো-আহ্নিকই মিছে রে ধম্মদাস, তোর সুমতি তোর মঙ্গলই চেয়ে এসেছি। কেবল তোর পয়সাটি ছুঁইনি,—পুণ্যির জন্যে নয় ধম্মদাস! যদি তাতে তোর মনে লাগে—তুই ও-কাজটি ছাড়িস্।

—যে মথুরা তোদেরই, কেবল বিইয়েছিলুম আমি, তোর দেওয়া কাপড় তাকে পরতে দিইনি! এত বড় শক্ত সাজা অতি-বড় শত্তুরেও দিতে পারতোনা। আমি কিন্তু সেই সাজাই তোকে দিয়েছি, আর নিজে তা নিয়েছি—দিনরাত। মেয়ে-মানুষ, ও-ছাড়া আমার আর উপায়ও ছিলনা, ভেবেও কিছু পাইনি।"

সকলে নীরব! সহসা—

"আচ্ছা—পায়ের ধূলো দাওতো মা, গঙ্গাস্নান ক'রে আসি।—

—কাজলি! এসেই ভাত চাই, খিদে লেগেছে!"

যেন সে-মানুষ নয়!

কাজলার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই দুজনের চোখেই নির্ম্মল হাস্যের উজ্জ্বল রেখাপাত!

ধম্মা গামছাখানা টেনে নিয়ে নাইতে চলে গেল।

"তুমি না এলে আজ কি হ'ত কাকিমা!"

"কি আবার হ'ত—ও তেমন ছেলে নয়। ওকে পাগল ক'রে

দিয়েছে। ও কি কিছু করে—ভুলে থাকবার তরে সময় কাটায়। কিছু রেখেছে কি,—কারুর দুঃখকষ্ট সইতে পারে কি!"

"এখন ছাড়লে যে বাঁচি—আর যে ভাবতে পারিনা!"

"ছেড়েছে।"

"আমার তো বিশ্বাস হয়না মা।"

"তুই দেখিস্।"

"তোমার কথা মিথ্যে হয়না—তা জানি।"

তারপর হাসতে হাসতে বল্লে—"তুমি আজ কি করলে বল দিকি কাকিমা! রাঁধতে রাঁধতে এঁটো হাতে এসে সব ছুঁয়ে লেপে এক করলে যে। এখন আবার নাইতে হবে,—বিধবা মানুষ—"

"কেনো, তাতে কি হয়েছে, ছেলেকে ছুঁলে কি দোষ আছে রে পাগ্লি। যাদের আছে তাদের আছে, আমার নেই, নাইবো কেনো?"

"তবে আমিও পায়ের ধূলোটা নি।"

"তোদের এ আবার কি হ'ল।"

কাজলা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালে।

মথুরার হাঁক্ কানে এলো—চচ্চড়ি যে চুঁয়ে পুড়ে আগুন ধ'রে গেল।"

শিবানী ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় সামান্য কারণে কি যেন একটা ওলট্-পালট্

ঘটে' গেল। একটা দম্‌কা ঝাপটায় সকলের মনের সব ময়লা মুহূর্ত্তে উড়িয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ-স্বচ্ছতা এনে দিলে।

*   *   *   *   *

পঞ্চমীর পূজো-মাখানো জ্যোৎস্নাটুকু দেখতে দেখতে ডুবে গেল।

এতক্ষণ মথুরার বিবাহের উপায় চিন্তা চলছিল। ধম্মা বললে,—"কাকিমার কি একখানি গয়নাও আর নেই!"

"তুই যে আজ নতুন লোক হলি! সে বছর মথুরার যখন বিকার হয়—যাতে একচল্লিশ দিন মেয়ে এই যায় এই যায়,—মনে নেই?—মতিবাবু বলায় ভাস্থর যাতে বলেছিলেন—"টাকা না বার করেন—গয়না তো আছে!"—কাকিমার মাকড়ি, বালা, কণ্ঠমালা বেচেই তো মজুমদারকে দেখানো হয়।"

ধম্মদাস উদাস ভাবে বললে,—"এদ্দিন যদি কাট চেলাতুম, রোজ দুটাকার কাজ করতে পারতুম রে। আচ্ছা ভাবিসনি,—মা আছেন।

"কাকিমাকে দেখে যে ভাবতে হয়—ইস্পাতে যেন ঘুণ ধরতে সুরু হয়েছে।"

ধম্মা অন্যমনস্কভাবে—"হু" "আচ্ছা"—ব'লেই উঠে দাঁড়ালো।

"দোরটায় খিল দিয়ে নে।"

"আবার কি?"

"এমনি একটু ঘুরে আসি।"

"তবে কাকিমাকে মিথ্যেবাদী বানাবি !"

"কেনো ?"

"কাকিমা যে আমাকে বল্‌লে—ছেড়েছে তুই দেখিস্‌ !"

"বলেছেন নাকি !"

তারপর হেসে বললে—"কাকিমা অন্তর্য্যামী !—

আজ অন্য কাজ আছে রে, সে-সব নয়। রতনা খবর দিলে একজন আড়কাটি সেথো সেজে চার পাঁচটি মেয়েকে কালীঘাট দেখাবার ছলে, বর্দ্ধমান থেকে এনে বালীর খালের মধ্যে নৌকোয় রেখেছে। আজ রাতে মেটেবুরুজের কুলি-ডিপোয় চালান দেবে,—মরিসসে না ডেমেরায় পাঠাবে। একটি বউ কোলের-ছেলে ফেলে এসেছে—বড় কাঁদছে। দেখে আসি তাদের যদি উপায় করতে পারি।"

মুহূর্ত্ত নীরব থেকে, উদাস ভাবে বললে,—"কাকিমা বলেছেন,—সত্যি ?—ঠিক্‌ বলেছেন রে ! আচ্ছা—

—জ্যোৎস্না ডুবেছে, এইবার তারা বেরুবে, আর আমি দাঁড়াবোনা।"

নিমিষে বেরিয়ে গেল

এ আবার কি ! কাজলা কথা কবার সময় পেলেনা ; তার অন্তরটা কেবল "দুর্গা দুর্গা" করে' উঠলো।

৪

ভবানী চৌধুরীমশাই গ্রামের জমিদার,—সে-কালের বাবুদের

নমুনার শেষ চিহ্নের মতই ছিলেন। দুধের সঙ্গে আফিন্ জ্বাল দিয়ে সরখানি খেতেন। দুহাতে তিনটে হীরের আংটি,—নধর শরীর, বাবরি চুল, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে গ্রামের বাইরে পা বাড়াতেননা। মাত্র পূজায় পঞ্চমীর দিনটি প্রতি বৎসরই নিজে কলকাতায় যেতেন—কারেন্সিতে নোট ভাঙাতে, আর বস্ত্রাদি কিনতে—পূজার বাজার করতে।

এবারও গিয়েছিলেন।

সুখের শরীর, তার ওপর আজ ঘোরাঘুরিটে অত্যধিক হওয়ায় বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। সন্ধ্যাও হ'ল—এখনো বাজারের অনেক বাকি সুতরাং আমলাদের উপর সে-সব ভার দিয়ে নৌকোয় ব'সে গঙ্গার হাওয়ায় শ্রান্তিমুক্ত হবার তরে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে জগন্নাথ ঘাটে চ'লে আসেন। বলে' আসেন,—"আমি নৌকোয় থাকবো, তোমরা সত্বর বাজার-সেরে চ'লে এসো।"

নিজের সঙ্গে ছিল মাত্র টাকা শো ছয়কের কাপড়, আতর, গোলাপ, বড়বাজারের সের পাঁচেক রাতাবি সন্দেশ আর নোটে নগদে খুজরায়—হাজার দুই টাকা।

ছিরু-খানসামা সঙ্গে এসে নৌকো ভাড়া করে' তাতে জিনিষ-পত্র তুলে দিয়, সুজুনী বিছিয়ে, ফুর্‌শিতে এক ছিলিম তাওয়াদার তামাক সেজে দিয়ে, তাঁকে বিশ্রাম করতে ব'লে চ'লে গেল। চৌধুরী মশাই ব'লে দিলেন,—"শীগগির আস্‌বি। ফোজদুরী-বালাখানার সের-দশেক তামাক নিতে যেন ভুল না হয়।"

পিরান খুলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে, গা মুছে স্নিগ্ধ হ'য়ে, সন্ধ্যাহ্নিক সেরে চৌধুরীমশাই এ-বেলা কাঁচা-আফিন্ই খেতে বাধ্য হলেন। শরীর শ্রান্ত থাকায় একটু বেশীই খেলেন। পরে খানকতক সন্দেশ মুখে দিয়ে জল খেয়ে চক্ষু বুজে আরামে তামাক টানতে টানতে ক্লান্ত শরীর সহজেই শয্যা নিলে।

নাসিকাধ্বনি শুনে দাঁড়িমাঝিরা মুখ চাওয়া-চাউই করে' হাসলে। একজন এসে তাওয়াদার ছিলিমটি তুলে নিয়ে গিয়ে টানতে আরম্ভ করে' দিলে।

* * * *

রাত তখন বারোটা। পঞ্চমীর পাত্লা জ্যোৎস্নাটুকু ডুবে গেছে। অতবড় কলকাতা সহরের সোরগোল্ সারাদিনের অসীম চাঞ্চল্যের পর এড়িয়ে পড়ে' একটু ফুরশৎ পেয়ে যেন ঝিমুচ্ছে। কেবল আকাশের তারা আর জাহাজের আলোগুলি এই ফাঁকে নিঃশব্দে গঙ্গাবক্ষে নেবে পড়েছে। তাদের আনন্দ-স্নান আর মৃদু জলকল্লোল নিশীথিনীর শূন্যবক্ষে—নিস্তব্ধতার নিকষে একটা নিবিড় স্বর একটানা টেনে চলেছে, যাতে মাধুর্য্যও আছে, আবার যার একান্ততায় গা-ও ছম্ছম্ করে! তার মাঝে বেসুরো শব্দ কানে এলেই চমকে উঠ্তে হয়।

আড়কাটির কবল থেকে মেয়েগুলিকে মুক্ত করে'—রতনার সঙ্গে আর তিনজন সঙ্গীর মার্ফৎ তাদের রওনা করে' দিয়ে ধম্মা বড়গঙ্গার মুখে একটা বয়ায় ছিপ্খানা বেঁধে আড়কাটির

লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। ছিপখানার জলের-রং, সহজে কারো চোখে পড়েনা।

খাটুনি আজ অতিরিক্ত হয়েছে, জোয়ার এলেই ফিরবে—দক্ষিণ-হাওয়াও দিয়েছে।

সহসা নিস্তব্ধ রজনীর বুকখানা চিরে বলির-জীবের কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর ধ্বনির মত কোন্ অসহায়ের একটা হৃদয়ভেদী অন্তিম আবেদন দক্ষিণে-হাওয়ায় ভর করে' ধম্মার কানে ঢুকে প্রাণের মধ্যে লুটিয়ে প'ড়ে থর থর করে' কাঁপতে লাগলো! সে তড়াক-করে' দাঁড়িয়ে ওঠবার সাঙ্গে সঙ্গেই ব'লে উঠলো—"রশি খোল্।"

হুকুমটা যেন ধর্ম্মরাজের কাছ থেকে এল!—"আওয়াজটা দখিন্ থেকে এলো না? উঃ, চার চারটে দাঁড় খালি! পুষিয়ে নিতে হবে—প্রাণ-পণ ভাই! এখনি ব্রহ্মহত্যা হ'য়ে যাবে, গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারবোনা!"

"কেনো সদ্দার?—কে সদ্দার?"

"গলাটা যেন চৌধুরী মশায়ের, আজ পঞ্চমী না? তাঁকে আজ বেরুতেও দেখেছি।—

—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে রে! রাজগঞ্জের দল—ওরা জলেই ফেলে দেয়! নে জোয়ানরা—দু-ঘা মেরে নে ভাই!"

ভেটেল পেয়ে ছিপ ক্ষিপ্ত সর্পের মত ছুটলো!

তিন রশি তফাৎ থেকেই ধম্মা সঙ্গীদের হুকুম করলে—"দাঁড় তোল,—সড়কি।"

পরেই "খবরদার"—কথাটা এমন বজ্রনির্ঘোষে তার মুখ থেকে বেরুলো, বোধ হ'ল যেন আকাশের সব তারাগুলো ঝর্ ঝর্ করে' ঝ'রে পড়লো।

'জয় কালী !'

নিমেষে ছিপও নৌকা স্পর্শ করলে। সঙ্গে সঙ্গে এক জনের পায়ে সড়কি গিয়ে লাগলো।

সে-নৌকোর দাঁড়ি-মাঝিরা তখন ছইয়ের ভিতর ঢুকেছিল। ঘটনাটা এত ক্ষিপ্রগতিতে ঘ'টে গেল যে, সহসা বহু লোক দেখে বা পুলিশের ছিপ ভেবে তারা ভীত-বিমূঢ়ের মত ঝুপ ঝাপ করে' গঙ্গায় লাফ মারলে।

"মারিস্‌নি—যেতে দে," ব'লেই ধম্মা নৌকোয় উঠে পড়লো।

"ওরে, চৌধুরী মশাই-ই তো,—হাত-পা বাঁধা,—শীগ্‌গির একখানা—উঃ, বড় সময়ে মা পৌঁছে দেছেন !"

চৌধুরী মশাই অজ্ঞান অবস্থায়।

"নৌকোর গলুই ছিপে বেঁধে ঘুরিয়ে নে। শাল্‌কে পর্য্যন্ত এমনি যাক্, জিরিয়ে নে জোয়ান। মা কালী মুখ রক্ষে করেছেন।"

চৌধুরী মশার মাথায় মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে সংজ্ঞা আসে,—চোখ চান না !

বলেন—"সব নে বাবা, আরো পাঁচহাজার বাড়ী পৌঁছেই দেবো—ব্রাহ্মণকে প্রাণে মারিস্ নি বাবা।" ইত্যাদি।

বহু আশ্বাস ও অভয় দেবার পর চৌধুরী মশাই চোখ

খোলেন। তবুও মাঝে মাঝে আসন্ন অপঘাত আর মৃত্যু-দূতের ছায়া চোখ থেকে মোছেনা—কেঁপে ওঠেন। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক কাটবার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস আসে, কতকটা প্রকৃতিস্থ হন।

ঘাটে তাঁর ছেলে শৈলেন লোকজন নিয়ে চিন্তাকুলচিত্তে অপেক্ষা করছিল। নিজের গ্রাম আর আপন-জনদের দেখে তাঁর পূর্ব্ব-শক্তি অনেকটা ফিরে এল!

"এই ধর্ম্মদাসের জন্যে আজ"—ব'লেই ছেলের গলা জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন।

ধম্মদাসকে বললেন—"দরকার আছে, তাই শুধু এই কাপড়ের গাঁটগুলি আর আমার গুড়গুড়িটা নামিয়ে দে বাবা। আর যা সব তোর রইল, তুই আমার জীবনদাতা—কাল একবার দেখা করিস্ বাবা।"

"ওকি বলছেন হুজুর, আমি কি এ গাঁয়ের কেউ নই। আপনাকে যে মা-কালী ফিরিয়ে আনতে দিয়েছেন এর চেয়ে বেশী কিছু চাইনা। কাল কি আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারতুম বাবু!—

—যারা কুঁড়েয় প'ড়ে থাকে, খায় কি না খায়, কেউ খোঁজ রাখেনা, আপনারা তাদের বুঝতে পারবেননা, চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।"

চৌধুরী মশাই একটিও কথা কইতে পারলেন না, কেবল বললেন,—"চল বাবা।"

যেতে যেতে চৌধুরী মশাই বললেন,—"বাবা, তুই আমার প্রাণ দিয়েছিস্—জীবনদাতা,—তোকে আমার অদেয় কিছু নেই, এ-কথাটি মনে রাখিস্। তোকে তোর ইচ্ছামত কিছু না দিলে আমি যে কোন কাজে শান্তি পাবনা ধম্মদাস,—না পূজায়, না মাকে ডেকে।—অন্তর সাড়া দেবেনা, মায়ের নামও গলায় বাধবে।"

"কি চাইব,—দুঃখকষ্ট আমাদের যে—কোনো সাধই রাখতে দেয়নি হুজুর! আচ্ছা এখন মার পূজা তো আগে সারুন গে, তারপর—"

"কবে দেখতে পাবো!"

"দেখলেই দেখতে পাবেন হুজুর! ফি বছরই ত' পূজা বাড়ীতে ধম্মার কাজ—পাতফেলা আর এঁটো নেওয়া।"

চৌধুরী মশাই লজ্জায় কথা কইতে পারলেননা, শেষে বললেন,—"ধর্ম্মদাস আমাদের অবস্থাই আমাদের অপরাধে অভ্যস্ত করে' রেখেছে।"—

ধম্মা আর শুনলেনা। "বড় কষ্ট গেছে, আরাম করুনগে হুজুর।" ব'লেই দ্রুত চ'লে গেল।

৫

আজ ত্রয়োদশী। চৌধুরীমশাই ধম্মাকে আটকেছেন। —তাকে কিছু নিতেই হবে।

অনেক কথা হ'ল। জীবনে কাকিমার চেয়ে বড় কিছু আর

আপনার ব'লে গর্ব্ব করবার তার কাছে ছিলনা। যারা শক্তি ধরে তারা শক্তিরই পূজা করে।

"কাকিমা আমার টাকা ছোবেননা,—তাঁর মেয়ের বিয়ের উপায় নেই,—তবু না। মথুরা কিন্তু তেরো পেরুলো। এখন মজুরি করে' এ কাজ করতে ছু'বছর লাগে। তা ছাড়া উপায়ও দেখছিনা। তা আমি যদি কিছু না নিলে দুঃখিত হন তো এই অসহায়ার ওই মেয়েটির বিয়েটা দিয়ে দিন্। এটা ঐ বাঁচা-বাঁচির কথা নয় বাবু,—সে মা কালী জানেন,—এটা ভিক্ষে করছি হুজুর।"

একটু নীরব থেকে—"কাকিমা না হেসে ছেলের সঙ্গে কথা কইতেননা,—এখন স'রে স'রে থাকেন, পাছে তাঁর মলিন মুখ দেখলে আমার লাগে।" বলতে বলতে ধম্মার গলা ভার হ'য়ে চোখে জল বেরিয়ে এল।

সব শুনে চৌধুরী মশাই কিছুক্ষণ অবাক্ হ'য়ে ধম্মার দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"তাতে তোকে আমার কি দেওয়া হ'ল, —তোর লাভ ?"

"সব লাভ কি চোখে দেখা যায় হুজুর ?—এই যে এত খরচ ক'রে মার পূজো করলেন, আপনার লাভটা কি দেখাতে পারেন হুজুর ?—সেই আর কি !"

চৌধুরী মশাই মনে মনে লজ্জিত হ'লেন, বললেন,—"তাই হবে ধম্মদাস।"

"কিন্তু সব ভার আপনাকে নিয়ে এ কাজটি করে' দিতে

হবে, মেয়েটি যাতে সুখে থাকে। তা হ'লেই আমি লাখ টাকা পাবো।"

"আচ্ছা তাই হবে বাবা। আর এই অগ্রানেই যাতে দিতে পারি তার চেষ্টাও পাবো।"

ধম্মা তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় হ'ল।

চৌধুরীমশায়ের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো, তিনি উদাস ভাবে বিমর্ষ মুখে ভাবতে লাগলেন—"জীবনে অনেক কাজই করেছি—তার মধ্যে এমন কাজ একটিও নেই!—

—তাইতো—মেয়েটি যাতে সুখে থাকে—সে কি আমার হাত! ভাবতে লাগলেন।

* * *

সতেরোই অগ্রান মথুরার বিবাহ হ'য়ে গেছে। দেখে সকলেই অবাক্—পাত্র চৌধুরীমশায়ের একমাত্র পুত্র শৈলেন্দ্র!

"জমিদার মশাইকে সকলে ধন্য ধন্য করছে। কেবল বড়ঠাকুরঝি বলছেন—"আমার ভাইঝি কুমু থাকতে কি না—" ইত্যাদি। "তা আমাদের বাড়ীতে ও-বর মানাতো না—মোটে একটি পাস্!—ভায়েরা আমার—হুঁঃ। বলিনি সেজবউ, টাকার ছালার ওপর ব'সে আছে। কি চাপা মেয়ে বাবা! কবে মোরবো কেবল জানিনা লো!"

সেজভাজঠাকরুণ "পাসের" কথায় জ্ব'লে যান, বলেন—"ছাই-পাঁস, বুদ্ধির চাপেই সব গেলেন, কোথাও যেতে জানেন,—না

কথা কইতে জানেন! মেয়েটার যেমন অদেষ্ট। শেষ একটা বাইস্‌ম্যান্‌ জুটবে!”

ভাস্থর ছুদিন আগে থেকে বাড়ী আসেননি।

“লাটসায়েবের মেমের নাকি কি কাজ পড়েছে যা আর-কারুর সাদ্দি নেই করে। চাকরি তো আর ছেড়ে দিতে পারে-না। লাট্‌নীর আবার আর কারুর কাজ পছন্দ হয়না।”—ইত্যাদি—বড়ঠাকুরঝির উক্তি।

* * *

ধম্মা একদিন হাসতে হাসতে বললে,—“মা-গঙ্গার কোলে জ্বালা জুড়োবার জায়গা খোঁজবার জন্যে আর তাড়াতাড়ি করবে-না ত কাকিমা।”

“রোস্‌ বাবা,—মথুরার একটি ছেলে দেখে যাবনা রে!”

“তা বই কি কাকিমা” ব’লেই কাজলা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে হেসে লুটিয়ে পোড়লো!”



হারু

১

তখন দক্ষিণেশ্বর গ্রামের অবস্থা খুবই ভাল; অনেকেই রেড়ির তেলের কারখানা খুলিয়া, রেড়ির তেল ও খোলের কারবারে বেশ দু'টাকা রোজগার করিতেছেন। ঐ সকল কারখানায় কাজ করিবার জন্য মুটে, মজুর, প্রেস্‌ম্যান্ প্রভৃতি শ্রমজীবীরা হুগলী ও বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ স্থায়ী রকমে বাসও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জাহানাবাদ অঞ্চলের হারান বাগ্‌দিও একজন। দক্ষিণেশ্বরে সে হারু মুটে বলিয়াই পরিচিত।

হারু দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতেই আশ্রয় লইয়াছিল এবং হরনাথ রায়ের রেড়ির কলে মুটের কাজ করিত। হারুর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, সে বেশ

বলিষ্ঠকায় ও কর্ম্মনিষ্ঠ। তাহার মুখে সর্ব্বদাই একটা আনন্দভাব দৃষ্ট হইত, এবং তাহার বিনীত ব্যবহার সকলের নিকটেই মধুর ও প্রিয় ছিল। সে মাসে ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন করিত এবং প্রতিবৎসর চাষবাসের সময় তুই মাসের জন্য বাড়ী যাইত।

* * * *

হরনাথ রায় মহাশয়ের রেড়ির কলে রামহরি ভট্টাচার্য্য সরকারের কাজ করিতেন।

নিজের আবশ্যকমত চার পাঁচ টাকা বাদে, উপার্জ্জনের বাকি টাকাটা হারু সরকার মহাশয়ের কাছে জমা রাখিত এবং বাড়ী যাইবার সময় বীজ খরিদ ও চাষ-বাসের জন্য তাহা লইয়া যাইত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন বুঝিলেন, হারু নিতান্ত ভাল মানুষ, তাহার চক্ষুলজ্জা খুবই বেশী এবং হাতে টাকা থাকিতে 'নাই' বলিয়া কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিবার শক্তি তাহার নাই,—তখন তাহার নিকট আবশ্যকমত দশ বিশ টাকা কর্জ্জ লইতে তাঁহার আর সঙ্কোচ রহিলনা। হারু বলিত—"এ ত' আপনাদেরই টাকা, আমাকে কেবল বাড়ী যাবার সময় সাহায্য করলেই হবে।" সেই অবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধ্যে মধ্যে কর্জ্জ লইতেন এবং তদুপযুক্ত

আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিতেন না; তাহার প্রধান কারণ, হারু সুদ লইত না, সুদের পীড়া সে পূর্ব্বে পাইয়াছিল।

এই ভাবে ৬।৭ বৎসর গত হইবার পর রামহরি ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। হরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট তিনি পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও পরিশোধ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার ঋণের প্রস্তাব কি করিয়াই বা করেন! পুত্রের বিবাহে বৈবাহিকের নিকট যে নগদ চারিশত টাকা গোপনে আদায় করিয়াছিলেন,—ঋণ পরিশোধ না করিয়া তাহা চোটা সুদে ধার দিয়া থাকেন। সেরূপ লক্ষ্মীমন্ত টাকায় হাত দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং হারুর জমা-খরচের হিসাব দেখিবার জন্য খাতার উপর একবার লোলুপ দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন, হারুর নামে ৩৬০৲ টাকা জমা রহিয়াছে। কিন্তু এত টাকা সে ধার দিতে রাজী হইবে কি!

সাত-পাঁচ ভাবিয়া পরদিন তিনি দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া নামাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া কর্ম্মস্থানে আসিলেন। টিকিতে এমন একটি বড়গোছের বিল্বপত্র সংলগ্ন করিলেন, যেন তাহা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

হারু নিত্য সন্ধ্যার সময় তাহার দৈনিক পারিশ্রমিক লইতে সরকার মহাশয়ের নিকট আসিত;—সে-দিনও আসিল।

প্রণামান্তে সে বলিল—"সরকার মশাই, আজ আপনাকে এমন আন্‌মনা দেখছি কেন ?"

রামহরি ভট্টাচার্য্য এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন ;—তাঁহার অভিনয় নিষ্ফল হয় নাই। তিনি বলিলেন,—"কি আর বোল্‌বো হারু, বড়ই বিপদে পড়েছি বাবা,—মেয়েটার বে' না দিলে জাত যায়। অনেক চেষ্টায় ভগবান্ একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আজ দশদিন হ'ল, হাতে যা ছিল জমানৎ দিয়ে ছেলেটার একটা চাকরী ক'রে দিয়েছি,—দেখলুম কাজটায় বেশ দু'টাকা রোজগার আছে ;—হাত একেবারেই খালি ক'রে বসেছি হারু। কি ক'রেই বা জান্‌বো বল যে, দশ দিন পরেই মেয়েটার ভাগ্যে এমন সুপাত্র এসে জুটবে !—

—এখন কি করি, কোথায় যাই, কার কাছে যাই—ভেবে কূল-কিনারা পাচ্চি না ! কন্যাদায়ের চেয়ে আর দায় নেই বাবা,—এ বিপদে কে আমাকে উদ্ধার করে' আমার জাতরক্ষা ক'রবে,—সেই চিন্তাতে আজ আর অন্ন পেটে দিতে পারিনি, হারু—তোমাকে ছেলের মত দেখি,—বলে'ও একটু স্বস্তি পাই। অত বড় প্রাতস্মরণীয় বাপ-পিতামোর বংশে জন্মে আজ কি না এই সামান্য,—থাক্, তোমার মনটাও আবার খারাপ করি কেন। নাও—আজকের এই…"

পর দুঃখে হারুর প্রাণ স্বভাবতই কাঁদিত,—পরোপকারের সাধ্যমত চেষ্টা বা যত্নের কোন দিনই তাহার ত্রুটি ছিলনা।

সে তৎক্ষণাৎ বলিল—"আপনি ভাববেননা,—যে টাকাটা আমার নামে জমা আছে, তাই নিয়ে এখন মেয়ের বিয়েটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়ে ফেলুন। অমন সুপাত্তোর ছাড়বেননা। অনেকদিন হ'ল আমার বাবা একজনের জামীন্ হয়েছিলেন, কিন্তু সে লোকটা ফেরার হওয়ায় আমাদের জমি-জমা বসতবাটী সবই বন্দক প'ড়ে আছে—সে প্রায় সুদে আসলে চারশো টাকায় দাঁড়ালো। সেইটে শোধ ক'রে ভিটেটা খালাস্ কোরবো বোলে ঐ টাকাটা রাখ্‌চি। আমার তাড়া নেই, এখনও এক বছর সময় আছে,—তারির মধ্যে আমাকে কৃপা ক'রলেই হবে।—যান, এখন আগে আহার করুনগে।"

রামহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক্ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া—"আমার যে ভাগ্য—স্বপ্ন নয় তো বাবা।" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পৈতা শুদ্ধ হাত তাহার মস্তকে রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি আমার বড় ছেলে! এ উপকার আমার বংশের কেউ কখনও ভুলবে-না। তুমি আমাদের জাত রাখলে, তুমি আমাকে বাঁচালে! তোমার কল্যাণে এখন আর আমি ঋণ পরিশোধের জন্যে ভাবি না;—দেবেন আমার মাসে কম্‌সে-কম্ ৬০।৭০ টাকা উপরী রোজগার করবেই করবে,—মায় সুদ্ তিনশো যাট্ টাকা শোধ দিতে ছ'মাসও লাগবেনা। আমি আর তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ ক'রবো—তুমি লক্ষপতি হও।" এই বলিয়া টিকি-সংলগ্ন বিল্বপত্রটি সযত্নে খুলিয়া তাহার হস্তে দিলেন।

হারু প্রণাম করিয়া বলিল,—"সুদের কথা তুল্‌বেননা ;—টাকাটা বিশেষ দরকার, তাই সময়ের কথাটা জানিয়ে রাখ্‌তে হ'লো।"

* * * *

তিন বৎসর হইল রামহরি ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরের চেষ্টায়—শ্বশুরের অফিসে সত্য-সত্যই দেবেন কুড়ি টাকা বেতনে একটি কেরাণীগিরি কাজ পাইয়াছে, কিন্তু সে-টাকা তাহার পোযাক-পরিচ্ছদেই ব্যয় হয়। হারুর টাকার জন্য কাহারও কোনদিন কিছুমাত্র চেষ্টা বা চিন্তার ভাব দেখা যায় নাই। দেবেন কেবল একদিন বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কোন লেখাপড়া নেই ত'!"

২

হারু যে বাসায় থাকিত, তাহার পার্শ্বেই দেবকালী ঘোষালের বাড়ী। দেবকালী বাবু একটু মোটা-মাইনের চাকুরী করেন,—মেজাজ্‌টা একটু নিম-সাহেবী গোছের। বেতনের ওজনে, তিনি তাঁহার লেখাপড়া ও জ্ঞানবুদ্ধির ওজনও একটু ভারি করিয়াই ভাবেন। গ্রামের কেহ কখনও তাঁহাকে অমিশ্র বাংলা কথা

কহিতে শুনে নাই,—এমন কি স্ত্রীলোকেরাও নহে। তাঁহার অবস্থা-হীনা বিধবা পিসির একটি পুত্র লেখাপড়ার জন্য আসিয়া তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছিল। তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ হইবে,—নাম বিনোদ। লেখাপড়া অপেক্ষা বাজার-হাট করাই ছিল বিনোদের বড় কাজ।

উপর্য্যুপরি দুই বৎসরই বিনোদ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রাইজ পাওয়ায় এবং দেবকালী বাবুর পুত্র বিজয়ের পরাজয়ের সংবাদ প্রচার হওয়ায় ও গ্রাম মধ্যে তাহা লইয়া একটা অনুচ্চারিত ভাব বিজয়ের মাতা সুস্পষ্ট অনুভব করায় বিনোদ বাড়ীর চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন হঠাৎ তাহার কলেরার লক্ষণ দেখা দেওয়ায়, দেবকালী বাবু রোগটিকে খুবই bad type-এর ও real Asiatic স্থির করিয়া সেই দিনই স্ত্রী-পুত্রাদিকে নিজের শ্বশুরালয়ে স্থানান্তরিত করিলেন এবং স্বয়ং অন্যত্র আহারের ব্যবস্থা করিলেন —বিনোদকে দেখা-শুনার ভার ঝির উপরেই ন্যস্ত হইল।

দেবকালী বাবু আপিস যাইবার সময় ভরাপেটে রুবিণীর-ক্যাম্ফর-সিক্ত রুমালখানা নাকে চাপিয়া ধরিয়া একবার বহির্ব্বাটী হইতে বিনোদের সংবাদ লইয়া গেলেন। ঝি নাক-মুখ ঝাঁকাইয়া আপনা-আপনি বলিল—"ভদ্দর লোক যেন দুনিয়ায় কেউ না হয়!"

ঝির কাচ্চাবাচ্চা আছে,—সন্ধ্যার পরই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে,—এদিকে রোগের প্রকোপ ও বিনোদের যাতনা বাড়িতে

লাগিল। বিনোদ কাতর হইয়া ঝিকে বলিল,—“দিদি, আমি বোধ হয় আর বাঁচবোনা, মাথা জলে যাচ্চে। মা কাছে থাক্‌লে—” বলতেই, দুই চক্ষে জল গড়াইয়া পড়িল। একটু সামলাইয়া বলিল,—“দিদি, মাকে আমার প্রণাম জানিও, আর আজ আমাকে রাত্তিরে একলা ফেলে যেও না। না হয় হারু দাদাকে ডেকে দিও, আমার ত' জল-গড়িয়ে খাবার আর বল নেই!”

ঝি চক্ষু মুছিয়া বলিল, “ভয় কি দাদা, তুমি সেরে উঠবে। এই আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি। হারুকে না ডেকে দিয়ে কি আমি যাব!”

৩

হারু আজ তিন দিন তিন রাত বিনোদের মাতার-স্থান অধিকার করিয়াছে,—তাহার শয্যা-ত্যাগ করে নাই। কেবল ডাক্তার ডাকা ও ঔষধ-আনার সময় মাত্র বহির্বায়ুর সংস্পর্শে আসিত। চতুর্থ দিনে ডাক্তার বাবু বলিলেন,—“আর কোন ভয় নাই।” তখন ঝির হাতে দুটি টাকা ও পথ্যের ভার দিয়া হারু বাসায় আসিল।

আজ তিন দিন পরে ভাত রাঁধিয়া দু'চার গ্রাস খাইবার পর হারুর বমন ও ভেদ আরম্ভ হইল। দ্রুত বলহীন হইয়া পড়ায় সে বুঝিল—এ-যাত্রা আর তার রক্ষা নাই। ভাবিল—এ-সংক্রামক রোগ লইয়া আশ্রয়-দাতাকে বিপন্ন করিবনা,—এখনও শক্তি আছে—মা-গঙ্গার কোলেই স্থান লইগে। পরে, বহু কষ্টে

ধীরে ধীরে দাতারাম মণ্ডলের ঘাটে আসিয়া শয়ন করিল এবং একজন সহ-কর্ম্মীকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"ভাই দয়া করে' দাদাঠাকুরকে কি রায় মশাইকে যদি একবার ডেকে দিস্ !"

দেখিতে দেখিতে ভদ্র ও ইতর স্ত্রী-পুরুষে দাতারাম মণ্ডলের ঘাট ভরিয়া গেল। হারুর গুণে ও ব্যবহারে সকলেই তাহাকে আপনার জন বলিয়া ভাবিত ও ভালবাসিত। তাই সকলেই যেন আজ একটা আসন্ন ক্ষতির আশঙ্কায় বিচলিত !

তারাচরণ বাবু ডাক্তারের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। কেবল রামহরি ভট্টাচার্য্য ওরফে সরকার মহাশয়, এই সংবাদ পাইয়াই, একটা জরুরী কাজে বরাহনগরের পথ দিয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িলেন,—ঘাটের সোজা-পথটা আজ আর মাড়াইলেননা।

দিনবাবু, রায় মহাশয়, কানাইবাবু প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারাচরণ বাবু উৎকণ্ঠার সহিত ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মুহূর্ত্তগুলা যেন যুগ বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছিল। হারু জোড়হাত করিয়া বলিল,—"আমার আর বেশী দেরি নেই; ডাক্তারের তরে চেষ্টা পাবেননা, আমার দু'-একটা কথা বলবার আছে, এখনও বোধ হয় বল্‌তে পারব।"

কানাইবাবু বলিলেন,—"বল, আমরা শুনছি।"

হারু বলিল,—আমার গেঁজেতে বারোটি টাকা আছে। শ্যাম-দোকানী চালের দরুণ ৪॥০ টাকা পাবে; সর্ব্বানন্দ কাপড়ের দাম ৩।০ পায়; কেষ্টপালের কাছে এক নাগরী গুড় নিয়েছি,

সে ॥৵১০ পায়। হরিহর বাবুর কাজ করেছিলুম, ।৴০ পাওনা হয়েছিল, তিনি ১৲ টাকা দিয়েছিলেন,—বাকিটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। কত হ'ল দাদা মশাই ?”

কানাইবাবু। আট টাকা সাড়ে পনর আনা।

হারু। তা হ'লে ১২৲ টাকার মধ্যে কি রইল ?

কানাইবাবু। তিন টাকা এক-আনা।

হারু অতি কাতরভাবে বলিল,—“তাতে ত ঘাট-খরচ হয়না। আমার আর ত কিছু নেই, একটা ঘটি আর একখানা পেতলের থালা আছে কেবল। যা' কিছু কম পড়ে, আপনারা কেউ দয়া করে' আমাকে ভিক্ষে দেবেন,—আপনাদের গ্রামে ছেলের মত ছিলুম—” হারুর স্বরভঙ্গ হইয়া আসিল।

রায় মহাশয় বলিলেন,—“সে কি হারু! আমরা জানি, তুমি রামহরি ভট্টাচার্যের কাছে সাড়ে তিনশত টাকার উপর পাও। আরও কয়জনের কাছে কিছু-কিছু পাও। তা-ছাড়া এ মাসে যা কাজ করেছ,—আমার কাছেই তার জন্যে তোমার অন্ততঃ পঁচিশ টাকা পাওনা হবে। সব আদায় হ'লে পাঁচশো টাকার কম হবেনা। তোমার ছেলে আছে শুনেছি। তুমি কেবল দেনার কথাই কইলে,—সে ত' কিছুই নয়। এখন একবার সকলের সামনে তোমার পাওনাটার কথা খুলে বল।”

হারুর বক্তব্য শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সকলে বার বার বলায় সে অবশিষ্ট বলটুকু সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—“এতদিন যে গ্রামের অন্নজল খেলুম, আপনাদের পায়ের ধুলে

পেলুম,—যাবার সময় সে-গ্রামের লোককে টাকার জন্যে বিপদে ফেলে যাব! হাতে থাক্‌লে কি কেউ দিতেননা। ছেলেটা এসে নানা রকমে পীড়ন করতে পারে। সে-সব আমার পাওয়া হয়েছে। সে ছোটলোকের ঘরের ছেলে,—আশীর্ব্বাদ করুন যেন খেটে খেতে পারে!"

কানাইবাবু উদাস ভাবে গঙ্গার দিকে চাহিলেন। তাঁর অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল।

তারাচরণ বাবু সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন,—"হারু, ভগবানের দূতের মত তুমি একদিন নিজে এসে স্ব-ইচ্ছায় আমার বিপদের সময় ৪০৲ টাকা সাহায্য না করলে, রমেশকে আমি মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে পারতুমনা। কিন্তু এখনও যে বাবা আমি সেই মোহর গুলির অর্দ্ধেকও শোধ করতে পারিনি!"

হারু বিদায় মুহূর্ত্তের সমগ্র শক্তিতে বলিয়া উঠিল,—"সে টাকা আমি রমেশ দাদাকে দিয়েছি।"

পরেই ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"একটু গঙ্গাজল আর পায়ের ধূলো দিন্।"

জল খাইয়া হারু অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল,—"দেহটা শ্যাল-কুকুরে" —আর তার কথা সরিলনা, দুই চক্ষে জল গড়াইয়া পড়িল।

তারাচরণ বাবু বেদনা-বিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার পুত্র-বিয়োগ হচ্চে,—সে ভার আমার।"

হারু কষ্টে হাত তুলিয়া প্রণাম করিবার চেষ্টা করিল, হাত দুটি অবশ হইয়া দুই পার্শ্বে পড়িয়া গেল।

তারাচরণ বাবু বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই গভীর বেদনাতপ্ত শ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিলেন। জোয়ারের জল "সর সর" শব্দে দাতারাম মণ্ডলের ঘাটের সোপান-শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া হারুকে অঙ্কে লইতে যেন ছুটিয়া আসিল!

সশব্দে ডাক্তার বাবুর গাড়ীও ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি নামিলেন। তারাচরণ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দারুণ ক্ষোভের সহিত বলিলেন,—"হারু চলে গেল—তার পর এলেন ডাক্তার বাবু! গরীবকে বাঁচাতে একটু চেষ্টাও করলেননা।"

ডাক্তার বাবু হারুকে খুবই জানিতেন। তিনি বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"দশটার সময় রামহরি ভট্টাচার্য্যের ছেলে দেবেন, আমায় জেদাজেদি করে' তার পিসিকে দেখ্‌তে কেদিটিতে নিয়ে গিছ্‌লো। সেইখানেই খাওয়ার হাঙ্গামা ক'রে মিছিমিছি ৪।৫ ঘণ্টা দেরি করালে! এইমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েই খবর পেলুম,—গাড়ি না ছেড়ে তাতেই চ'লে এসেছি।"

একটু বিমর্ষ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন,—"বিশেষ কিছুই না! গিয়ে শুনলুম,—পুরোনো কলিক্-ব্যথা,—অমন হামেসা হয়। হায় হায়! তার তরে হারুর জন্যে একবার চেষ্টা ক'রেও দেখা হ'ল না!" এই বলিয়া ব্যথিত অন্তরে মাথা হেঁট করিলেন।

কানাই বাবু, রায় মহাশয় প্রভৃতি সকলেই ক্ষণেক পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওই করিয়া নীরব রহিলেন।

কেবল রামহরি ভট্টাচার্য্য রজনীর অন্ধকারে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিলেন এবং হারু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। *



* এই গল্পটি আমার বহুদিন পূর্ব্বের লেখা—প্রথম রচনা। সেই মোহেই ইহা পুস্তক মধ্যে রক্ষিত হইল।—লেখক

অন্নপূর্ণা

১

অচলেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ী যশোহরে। বি-এ পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়, তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া সংসারনির্ব্বাহের উপায়-চিন্তায় মন দিতে হইল। কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃতের জন্য তাহার যশ ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তাই লেখা-পড়া ছাড়িতে তাহার মনঃকষ্টের অবধি রহিলনা। সে যখন দেখিল, সামান্য পৈতৃক জমিজমা যাহা আছে তাহাতে মোটা ভাত-কাপড় একপ্রকার চলিয়া যাইতে পারে, তখন নিষ্কর্ম্মাও না থাকিতে হয়, অথচ স্বাধীন ভাবে বিদ্যাচর্চ্চাও চলে, এমন একটা কিছু ভাবিতে লাগিল।

দিন-কতক পরেই সে সাত আট বৎসরের দশ বারোটি বালিকা লইয়া নিজের বহির্বাটীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিল ও স্বয়ংই তাহাদের পড়াইতে লাগিল।

জগতের কোথাও বুদ্ধিমান্ বা বিজ্ঞ লোকের অভাব নাই। ভগবান্ বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়া, পরে জগৎ সৃষ্টি করিতে সাহস পাইয়াছিলেন, নচেৎ মাটীর জগৎ সত্যই মাটী হইয়া যাইত।

বিজ্ঞেরা বলিলেন,—"যদিও অচলেশ ভাল ছেলে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে সুযশই আছে, কিন্তু

আমরা এত-লোক থাকিতে মেয়ে ইস্কুলের খেয়ালটা তাহার মাথাতেই আসিল কেন? যাহা হউক, সে বিবাহ না-করা পর্য্যন্ত কোন বুদ্ধিমান্ লোকেরই ও স্কুলে মেয়ে পাঠান উচিত নয়,"—ইত্যাদি।

এই মন্তব্যটা প্রকাশ পাইবার পর কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেননা,—মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

অচলেশ বুঝিল,—গ্রামের হরিশ রায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাটা ভাল হয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল,—যদি বিবাহই করিতে হয় ত কোন গরীব-ব্রাহ্মণের কন্যাকেই গ্রহণ করিবে। হরিশ রায় সঙ্গতিপন্ন লোক, তিনি অনায়াসেই অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিবেন এবং এই কথাই সে হরিশ রায়কে বলিয়াছিল।

হঠাৎ চারি পাঁচটি মেয়ে স্কুল পরিত্যাগ করায় অচলেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতে-ছিলনা। এমন সময় এক দিন একটি পরিচিত সদাচারী গৃহী-সাধু আসিয়া তাঁহার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় অচলেশ আর দ্বিরুক্তি করিলনা। সেই মাসেই শুভকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। অচলেশ, সাধুকন্যা ও সাধুর আশীর্ব্বাদমাত্র লইয়া ঘরে ফিরিল।

সাধু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে সে-অঞ্চলের সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করিত;

সুতরাং হরিশ রায়ের মাথায় যে-সব পাকা পাকা চালগুলি দশমহাবিদ্যার মত উদয় হইয়াছিল, অচলেশের বিপক্ষে তাহার একটিও প্রয়োগ করিতে না পারিয়া তিনি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন ও নিজের কাছে যেন জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

অচলেশের মেয়ে-স্কুলটি দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তাহার দিনগুলিও বেশ কাটিতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন বেশ-কাটা জগতের নিয়ম নহে,—তাহাতে তাহার চলে না। তিন বৎসর না যাইতেই একটি কন্যা রাখিয়া ও কন্যার নাম অন্নপূর্ণা রাখিয়া অচলেশের পত্নী ইহধাম ত্যাগ করিলেন। অন্নপূর্ণা তাহার দিদিমার নিকট মানুষ হইতে লাগিল।

২

সেই অন্নপূর্ণা এখন চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে। বাপের কাছে পুত্রনির্ব্বিশেষে লেখাপড়া ও দিদিমার কাছে গৃহকর্ম্মাদি শিখে। এক বৎসর হইল, তাহার দাদামহাশয়—সাধু শ্যামাচরণ দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম ও পৌরাণিক কথাদি শুনিয়া অন্নপূর্ণার জ্ঞানটা তাহার বয়সকে ছাপাইয়া যেমন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল, তেমনই তাহার স্বভাবটাও বয়সকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা না দিয়া, প্রায় অজ্ঞান বালিকাদের কোটায় নামিয়া আসিতেছিল। ফলে, তাহার বয়সটা কোন দিকেই সামঞ্জস্য পায় নাই।

কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইল দেখিয়া, অচলেশ বড়ই মর্ম্মাহত হইল এবং আর ও-সম্বন্ধে সময় নষ্ট করা বৃথা ভাবিয়া তাহার বিবাহের জন্য একটি সৎপাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারিলনা। কেহ একটু আশ্বাসও দিলনা, ভাল করিয়া কথাও কহিলনা, ছেলের দামটাও বলিলনা।

* * * *

হঠাৎ একদিন হরিশ রায় আসিয়া বলিল,—"কি গো অচলেশ বাবু, মেয়ের বে'র কিছু স্থির হ'ল?"

অচলেশ। আজ্ঞে না, কিছুই ত করতে পারিনি।

হরিশ। বল কি! জাত-জন্ম যে থাকবেনা হে,—সমাজ এখনো মরেনি…

অচলেশ। আপনারা অনেককেই জানেন,—একটু দয়া করে' যদি—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই হরিশ রায় বলিল,—"তোমার বলার অপেক্ষায় ব'সে আছি কি, বলিনি কি আর! কিন্তু যে মেয়ে বানিয়েছ, মেয়ের গুণ ত আর চাপা নেই! নাম করতেই দেখলাম, সাতখানা গাঁয়ের লোক শিউরে উঠল!"

তিনি যে বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই সব বলিয়াছেন, হরিশ রায়ের এত বড় সত্য কথাটা বিশ্বাস করিতে অচলেশের দ্বিধামাত্র হয় নাই।

এত দিন সে চিন্তিতই ছিল, এইবার সে সত্যই ভীত হইল। কারণ, অন্নপূর্ণার প্রকৃতি স্বাধীন, তাহার সাহস পুরুষোচিত। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সবাই তাহার আত্মীয়, সকলের কাছেই তাহার অবাধগতি। এই সব কারণে, গ্রামে তাহার "নির্লজ্জা, মর্দ্দা-মেয়ে" বলিয়া নিন্দা ছিল।

গৃহস্থ-কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এ-সব কথা যে অনুকূল নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার উপর হরিশ রায়ের অযাচিত অনুগ্রহ।

হস্তস্থিত খোলা-পঞ্চদশীখানা অচলেশের চক্ষুতে কেবল মসীলেপনই করিতে লাগিল। এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আসিয়া বলিল,—"বাবা, দিদিমার শরীর আর ভাল থাকছেনা, তিনি শীগ্‌গিরই কাশীবাস করতে যাবেন।"

অচলেশ অন্যমনস্কভাবেই বলিল,—"কার সঙ্গে, দেখবে শুনবে কে?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আমি সঙ্গে যাব, আমিই দেখবো শুনবো।"

শুনিয়া অচলেশের অন্যমনস্কভাবটা ছুটিয়া গেল, সে হাসিয়া ফেলিল।

অন্নপূর্ণা গম্ভীরভাবে বলিল,—"কেন! তিনি আমাকে লালন পালন করেছেন, এখন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা আমি করব না ত করবে কে? তাঁর আর কেই-বা আছে!"

অন্নপূর্ণার কথাগুলির মধ্যে এমন একটা সত্য ও দৃঢ়তার সুর

ছিল যে, অচলেশ আর সে-কথার উত্তর দিতে না পারিয়া বলিল,—"খরচ যোগাবে কে ?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"দাদাম'শায়ের দুচার জন শিষ্য দেবেন।"

অচলেশ জানিত, অন্নপূর্ণা যতই উন্মাদ-প্রকৃতির হউক, সে মিথ্যা কথা কহিবেনা ; আর যেটাকে সে উচিত বলিয়া ভাবে, তাহাতে বাধা দেওয়াও কঠিন। তাই ধীরভাবেই সে বলিল,—"অনু, তোর বিবাহের জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে রয়েছি, কেউ যদি দেখতে আসে ! এ-সময়ে কি অত দূর যায় মা !"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"যিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, তাঁর অসময়ে আমি তাঁকে দেখবনা ! তাঁর স্বামি-পুত্র থাকলেও বা কথা ছিল। বে-টে এখন থাক বাবা, আমি তাঁকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবনা। আর তুমি অত ভাব কেন বল দিকি ? মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয়না, যখন যা হবার আপনি হবে, তুমি ভগবানের উপর ভার দিয়ে বই নিয়ে বসে' থাক।—যাই, বাঁড়ুয্যেদের উপেনের পইতে, অনেক খুঁটিনাটি আছে, ওরা অত পেরে উঠবে কেন !" এই বলিয়া অন্নপূর্ণা ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

অচলেশ হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

* * * *

অন্নপূর্ণার প্রকৃতিটা যে অদ্ভুত রকমের ছিল, সে-সম্বন্ধে অচলেশেরও সন্দেহ ছিলনা ;—স্নেহাধিক্যও সেটাকে এড়াইতে পারে নাই। তাই স্নেহ ও সত্যের মধ্যে কর্ত্তব্যকে স্থান দিতেই

হইল। অচলেশ ভাবিল, গ্রামের লোকের ধারণা ও হরিশ রায়ের সহানুভূতির বাহিরে অন্নপূর্ণাকে দিনকতক রাখাই ভাল, তাহাতে উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন সম্ভব।

কাশীযাত্রার দিন অন্নপূর্ণা গ্রামের সকল বাড়ীতেই বিদায় লইতে গেল এবং সকলকে প্রণামে কাঁদাইয়া ও উপদেশে হাসাইয়া ফিরিল। কিন্তু সে হাসি তাহাদের এক বিন্দু অশ্রুকেও শুষ্ক করিতে পারিলনা। এই অদ্ভুত মেয়েটি চলিয়া যাইবার প্রতি-পদক্ষেপ যেন তাহাদের অন্তরকে জানাইয়া দিল,—অন্নপূর্ণার চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কতটা চলিয়া যাইতেছে! এই মেয়েটি যে গ্রামের কতখানি ছিল ও সকলের মধ্যে তাহার সত্যকার স্থান কতটা ছিল, আজ তাহা অনেকেই অনুভব করিল। সে-দিনকার উজ্জ্বল দ্বিতীয় প্রহরটা অপরাহ্নের উদাস অবসন্নতায় যেন পাণ্ডুর হইয়া দেখা দিল। মেয়েটি যেমন অদ্ভুত, এতটা নিন্দার অন্তরালে তাহার এতখানি প্রভাব প্রচ্ছন্ন থাকাটাও তেমনই অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল।

৩

কাশীধামে আসিয়া দেবনাথপুরায় একটি বড় ত্রিতল বাড়ীর দ্বিতলের একটি ঘর ভাড়া লইয়া অন্নপূর্ণা তাহার দিদিমার সহিত রহিল।

বাড়ীখানি পাবনার এক জন জমিদারের। দ্বিতল ও নীচের-তলা ভাড়া দেওয়া হয়; ত্রিতলটি সম্পূর্ণ খালি থাকে।

বাবুরা প্রতি বৎসর একবার করিয়া আসেন ও ২।৩ মাস ঐ ত্রিতলে বাস করিয়া থাকেন, বাকী কয়-মাস তালা দেওয়াই থাকে।

দিদিমা দুর্ব্বল, মধ্যে মধ্যে অসুস্থও হইয়া থাকেন, তাই অন্নপূর্ণা তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না; বাজার হাট, গঙ্গাজল আনা, রন্ধন, ডাক্তার-বৈদ্য ডাকা, পর্ব্বাদি দিনে তাঁহাকে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাদি দেব-দেবী দর্শন করানো,—সকল ভারই সে নিজের উপর লইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিয়মিত সেবা-শুশ্রূষা ত আছেই। এ-সব সম্বন্ধে সে দিদিমার কোন মানাই শুনেনা।

আবার অন্নপূর্ণার প্রকৃতিগত অপর সকল বাতিকও ছিল,—কাশী আসিয়া সে-সব যেন বাড়িয়া গেল। পরের কোন কায না করিতে পাইলে সে-দিন তাহার স্বস্তি থাকেনা। সে সম্বন্ধে তাহার জাতিবিচার ছিলনা। পরিচিত অপরিচিত ছিলনা। বৃদ্ধাদের জল তুলিয়া দেওয়া, অন্ধকে হাত ধরিয়া তাহার গন্তব্য স্থানে দিয়া আসা, রোগী বা আতুর দেখিলে—রাস্তার লোক ধরিয়া তাহাদের উপায় করিয়া দেওয়া, মণিকর্ণিকা হইতে চৌষট্টি যোগিনী পর্য্যন্ত ঘাটে ঘাটে সাধু-ফকিরদের খোঁজ লওয়া, তাহা ছাড়া দুঃস্থের সেবা, ঔষধ আনিয়া দেওয়া, ছেলে-লওয়া, বাজার করিয়া দেওয়া প্রভৃতি তাহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িল।

এ-সব সে এতই নিঃসঙ্কোচে ছেলেখেলার মত হাসিমুখে করিত যে, বৎসর না ঘুরিতেই কাশীর মহাজন, পাণ্ডা, দোকানী,

ডাক্তার-বৈদ্য, এমন কি সিভিল সার্জ্জনের পর্য্যন্ত সবিস্ময় ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তাহার সরল, নির্ভয়, সুমধুর আবেদন অগ্রাহ্য করিবার বা তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিবার সামর্থ্য কাহারও রহিলনা। কেহ তাহাকে ক্ষ্যাপা মেয়ে বলে, কেহ শ্রদ্ধা করে, কেহ দেবী বলিয়া ভাবে। মহাজনরা,—এমন কি, সাধু-ফকিররা এই মেয়েটিকে একদিন না দেখিলে উৎকণ্ঠার সহিত খোঁজ লয়।

মোটা, মলিন, কখনও বা ছিন্ন বস্ত্রই অন্নপূর্ণার আবরণ ছিল। তাহার নিজের জন্য কেহ কখন কিছু দিবার প্রস্তাব করিতে সাহস করিতনা, তবে ভাল ফুল বা ফুলের মালা দেখিলে সে স্বয়ংই হাত পাতিয়া লইত ও মহানন্দে বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণাকে অর্পণ করিতে ছুটিত।

দেশে তাহার রূপটা তাহার অদ্ভুত প্রকৃতির আওতায় পড়িয়াই ছিল। কাশীতে সেইটাই তাহার কাজে লাগিল,—তাহার রক্ষক হইল! তাহার চক্ষু দুইটিতে এমন কিছু ছিল, যাহা দেখিলে লোকের প্রাণে প্রগাঢ় শ্রদ্ধারই উদয় হইত,—মন অপরাধের অবকাশমাত্র পাইতনা। কিন্তু তাহার এই অসামান্য রূপ, অনন্যসাধারণ প্রকৃতি, সহাস শিশু-সারল্য, অথচ সঙ্কোচহীন নির্ভীক্ দৃষ্টি, কাশীতে সকলের নিকট সম্মান আকর্ষণ করিলেও এবং অতি-বড় মন্দপ্রকৃতির লোকও সে-দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জিত ও অবনত হইলেও,—দেশে অচলেশ ও কাশীতে দিদিমা তাহার বিবাহের জন্য ভাবনায় দিন দিন শীর্ণ ও জীর্ণ হইতে লাগিলেন।

৪

মাঘ মাসের মাঝামাঝি জমিদার বাবু আসিয়া তাঁহার দেবনাথপুরার বাড়ীর ত্রিতলটি অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গে পত্নী—ব্রহ্মাণী দেবী, বড় পুত্র-বধূ চপলা ও তাঁহার একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে ননীগোপাল, আর বাবুর ছোট ছেলে বিশ্বনাথ, ঝি ও উড়ে চাকরও আসিয়াছে। রাঁধিবার জন্য কাশীতে ব্রাহ্মণ-কন্যার অভাব নাই।

বিশ্বনাথ বি, এ, পাস্ করিয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া আর অজীর্ণরোগ তাহাতে বাধা দিয়াছে। বায়ুপরিবর্ত্তনের আশায় তাহার কাশীতে আসা। বড় ভাই ধর্ম্মদাস—এটর্ণী, তিনি আসিতে পারেন নাই।

অন্নপূর্ণার সর্ব্বত্রই অবাধ-গতি। জমিদার বাবুরা আসিবার পরই সে নিত্য তাঁহাদের খোঁজ লয়; বড়-বৌয়ের ছেলেটির সঙ্গে খেলা করে। আবার বিশ্বনাথ বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে যাইবে, এই লইয়া তাহার সহিত তর্ক করে—'ব্যারিষ্টার হবে কেন? তোমাদের কিসের অভাব? বেড়াতে যাও—যাও; ব্যারিষ্টার হয়ো না।'

বিশ্বনাথ যদি বলে—দোষ কি? তাহাতে অন্নপূর্ণা বলে, "শুনেছি নাকি তাতে কথার ধাঁধায় ফেলে লোককে ঠকিয়ে জেতবার ঝোঁক বাড়ে, তা হ'লে পাপও ত বাড়ে! পয়সা খরচ ক'রে এমন বিদ্যে শিখতে আছে কি!"

বড়বৌ চপলা জুতা-মোজা পরেন, কাজেই তাঁর গঙ্গাস্নান বা দেব-দেবীদর্শন ঘটা সম্ভব নহে। এ দিকে তাঁর মাথার অসুখ—মাথা জ্বলে। অন্নপূর্ণা তাঁহাকে জুতা মোজা খুলিতে বলে, গঙ্গাস্নান করিতে বলে—"তা না ত রোগ যাবে কেন? আর দেব-দেবী দর্শন করবেনা ত কাশীতে আসাই বা কেন? আগ্রায় গেলেই ত ছিল ভাল,—তাজমহল দেখা হ'ত; লক্ষ্ণৌ গেলে গোরস্থান দেখে খুসি হ'তে!"

শুনিয়া চপলা বিরক্ত হইতেন, কথা কহিতেননা।

চপলার ছেলে ননীগোপালের আমাশয় হওয়ায় অন্নপূর্ণা এক দিন জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, তোমাদের জাত না যায় ত বাবা বিশ্বনাথের একটু চন্নামৃত এনে খাইয়ে দি, এক দিনেই ভাল হয়ে যাবে।"

শুনিয়া চপলা অনিচ্ছায় একটু হাসির ভাব আনিলেন; আর আর সকলে হাসিয়া খুন।

চা-পানান্তে চপলা একদিন বেড়াইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বনাথকে বলিলেন,—"ঠাকুরপো, কাশীবাস করতে এসে মাগীরা ধর্ম্ম-কর্ম্মের যে নমুনো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, তা দেখে এলুম;—তার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, একটা যেন পুতুলনাচ! দেখলে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়। তাতে প্রাণ নেই, তার সার্থকতা ত খুঁজেই পাইনা। কাঁচ্চাখানেক চালের খুদ, আর পো'টাক্ গঙ্গাজল নিয়ে বিশ্বনাথ থেকে সুরু ক'রে ঢুধারি নুড়িনাড়া যা দেখছে, তাকেই গোণা দু'টি ক'রে চাল আর দু'

ফোঁটা জল ছুঁড়ে মারতে মারতে চলেছে! তার মধ্যে কথাবার্ত্তাও আছে, ঝগড়াও আছে, সিম-বেগুনের দর করাও আছে। মুক্তি পাবার টোপটা মন্দ নয়!"

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল,—"বৌদিদি, তুমিও একদিন সস্তায় কাজ সেরে রাখনা!"

বড়বৌ বলিলেন,—"রক্ষা কর,—অত সস্তার মুক্তি ট্যাকসই হবেনা।"

বিশ্বনাথ তখন অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি কি বল?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আমি ত ভাবি—সকল পূজোই পূজো, পাঁচ শ টাকার দুর্গোৎসবও দুর্গোৎসব, পাঁচ টাকার দুর্গোৎসবও দুর্গোৎসব; পঞ্চাশ টাকার বে'ও বে, পাঁচশ টাকার বে'ও বে;—কেবল ঘটার তফাৎ। ভগবানের কিছুরই অভাব নেই, ভাব আর ভক্তি নিয়েই কথা। যার যেমন পুঁজি। বউদি যাঁদের দেখে এসেছেন, তাঁদের-ওজনে তাঁদের বিচার করতে পারলেই বোধ হয় ঠিক হয়। নিজের ওজনে পরকে দেখলে বোঝা যায়না।"

চপলা। আমি ত বুঝি—ও সব কেবল ভণ্ডামী আর পণ্ডশ্রম।

অন্নপূর্ণা। ও-কথা বলতে নেই বউদি, ওতে অপরাধ হয়। কাজ কি!

চপলা। ভগবান্‌কে নিয়ে ওরূপ তামাসা আমার ভাল লাগেনা।

অন্নপূর্ণা। ভগবানকে নিয়ে তামাসা করবার মত বুকের-পাটা বোধ হয় মানুষের নেই,—মেয়েদের ত নেই-ই। মানুষে তাঁর উদ্দেশে যা করে, সেটা প্রাণের হুকুমেই করে। বউদি, তুমি বুঝি কখনও কাশীতে গ্রহণ দেখনি! লক্ষ লক্ষ লোক, খোঁড়া, অন্ধ, রুগীরা পর্য্যন্ত বিশ-কোশ হেঁটে গ্রহণে নাইতে আসে। কার হুকুমে? এ কাজ আইন ক'রে হয়না বউদি! ভেতরের তাড়া চাই। আবার বিশ্বাস না থাক্‌লে কি তাড়া জাগে?

চপলা। সেটা ভুল বিশ্বাস।

অন্নপূর্ণা। কিন্তু তার আনন্দটা ত ভুল নয় বউদি! সেইটেই যে সকলে খোঁজে; বিশ্বাসীও খোঁজে, অবিশ্বাসীও খোঁজে।

বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অন্নপূর্ণা, তুমি এ-সব পেলে কোথায়?"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিল,—"তোমাদের কাছেই শুনি। ভুল হ'লেই শুধরে দিও।—ও মা! কাকগুলোর জলটা যে বদ্‌লে দেওয়া হয় নি।" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

চপলা বলিলেন,—"মেয়েটা পাগল!"

বিশ্বনাথ অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"তা হবে।"

৫

চপলা পড়িবার জন্য অন্নপূর্ণার কাছে পুস্তক চাহেন। অন্নপূর্ণা তাই দুইখানি বই আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিয়া যায়—"বেশ ভাল ক'রে দেখো।"

আজ অন্নপূর্ণা আসিতেই চপলা নাক-সিঁট্‌কাইয়া বলিলেন,—“এই নাও তোমার বই,—খুব লোককে বইয়ের কথা বলেছিলুম!”

অন্নপূর্ণা বলিল,—“কেন বউদি?”

চপলা বলিলেন,—“যত আজগুবী আর অসম্ভব মিথ্যে কথার কাঁড়ি! ও গেলা মানুষের কাজ নয়।”

অন্নপূর্ণা। সে কি বউদি! তবে একটা কথা আছে, ও ত শুধু বই নয়,—ওষুধ। অনেক ওষুধ মধুর সঙ্গে গিলতে হয়। এর অনুপান—বিশ্বাস।

এই বলিয়া বই দুইখানি ভক্তিপূর্ব্বক মাথায় ঠেকাইয়া অঞ্চলের মধ্যে রাখিল।

চপলা হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার বিশ্বাস তোমারই থাক্।”

অন্নপূর্ণা। ও মা, ভুলে গেছি—আমি যে ননীগোপালের সঙ্গে খেলব ব'লে এলুম, সে কোথা?

চপলা। ঝির সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

অন্নপূর্ণা। ননীকে অমন পথে-ঘাটে পাঠিয়োনা। আমি এখন চল্লুম;—কোন কাজ নেই ত?

চপলা হাসিয়া বলিলেন,—“কি কাজ?”

অন্নপূর্ণা বলিল,—“না—তাই বলছি,”—বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

* * * *

বিশ্বনাথের ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় অন্নপূর্ণা ব্রহ্মাণী

দেবীকে সেই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"ননীকে দেখতে পেলুমনা, খেলা হ'লনা,—চল্‌লুম।"

ব্রহ্মাণী দেবী বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"বিশ্বনাথের জ্বর হয়েছে, বিদেশ, তাই বড় ভাবনা হয়, মা।"

অন্নপূর্ণা। জ্বর হয়েছে! কবে থেকে? খবর দেন নি কেন?

ব্রহ্মাণী দেবী চিন্তার মধ্যেও হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি কি ডাক্তার যে খবর দেবো?"

বিশ্বনাথও হাসিল।

অন্নপূর্ণা বলিল,—"ও মা, জ্বর-টর হ'লে ডাক্তারেরই বুঝি সব ভার! তিনি ত ওষুধ লিখে আর টাকা নিয়েই খালাস। আর বুঝি কোন কাজ নেই? দেখি"—বলিয়া সরাসরি বিশ্বনাথের খাটের কাছে গিয়া অসঙ্কোচে বিশ্বনাথের কপালে, গালে, বুকে ও হাতের মধ্যে হাত দিয়া বলিল,—"তাই ত, জ্বরই ত; কি কষ্ট হচ্ছে বল ত গা?"

বিশ্বনাথ বালকের মত হাসিতে হাসিতে বলিল,—"হাত, পা, কোমর কামড়াচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা সাহস দিবার স্বরে বলিল,—"ভয় নেই, মা ভাল ক'রে দেবেন। আমি দু'তিন বাড়ী সেরেই আস্‌ছি। তাড়াতাড়ি যেন ওষুধ-টষুধ খাওয়া না হয়।" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা দ্রুত চলিয়া গেল; একবারমাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া বিশ্বনাথকে বলিল,—"ও কিছু নয়।"

অঞ্চলাবৃত বই দুইখানি খাটের একপার্শ্বে রাখিয়াছিল, অন্যমনস্কে তাহা বিশ্বনাথের শয্যাতেই রহিয়া গেল।

ইতিমধ্যে চপলাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বনাথের অসুখের কথাটা অন্নপূর্ণাকে বলা অনাবশ্যক ভাবিয়াছিলেন।

এইবার রোগ ভুলিয়া, তিন জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন,—"আহা—অমন সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু একেবারেই পাগল।"

চপলা বলিলেন,—"এসেছিল ননীর সঙ্গে খেলতে,—যাবার সময় দেখি—পেল্লায়-ডাক্তার! পাগল নয় ত কি! ছুঁড়ীর বে হওয়াই মুস্কিল।"

ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বউমা, তা না ত আর এত দিন হয় নি! জেনে শুনে কে দেবে বল। আহা, অমন মেয়েটার কি অভাগ্যি!"

বিশ্বনাথ সকলের সঙ্গে হাসিল, সকলের কথা শুনিল; কিন্তু এ-কথা কোন মতেই ভাবিতে পারিল না যে—অন্নপূর্ণা পাগল।

৬

আজ তিন দিন বিশ্বনাথের জ্বর। জ্বরটা খুব বেশী, চোখ-মুখ লাল, গাত্র-দাহ রহিয়াছে। বাড়ী শুদ্ধ লোক বিচলিত। কাল টেলিগ্রাম গিয়াছিল। এইমাত্র কর্ত্তার বড় ছেলে ধর্ম্মদাস-বাবু আসিয়াছেন। রোগীর ঘরে ডাক্তার বিনয় বাবু, কর্ত্তা, ধর্ম্মদাস বাবু, ব্রহ্মাণী দেবী প্রভৃতি উপস্থিত।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আসিয়া চপলার ঘরে ঢুকিল ও ননীকে কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তাহার হাতে একটি হরীতকী ও একটি রুদ্রাক্ষ বাঁধিয়া দিল।

বড়বৌয়ের ইচ্ছা নয় যে, অন্নপূর্ণা ননীকে ছোঁয়। সে-কথাটা বলিতে না পারিয়া বলিলেন,—"ও আবার কি পাগ্‌লামী! ওগুলো আবার কি?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"থাক্‌-না, যেন খুলো না বউদি; ও থাকা ভাল।"

এই বলিয়া দ্রুত গিয়া বিশ্বনাথের কক্ষে প্রবেশ করিল ও বিশ্বনাথের ডান-হাতটি তুলিয়া লইয়া তাহাতেও হরীতকী ও রুদ্রাক্ষ বাঁধিয়া দিল। পরে সকলের দিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁগা, রুগীর ঘরে জটলা ক'রে ও-সব কথা কেন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"ঠিক বলেছ মা;—এ কি, অন্নপূর্ণা যে! তাই ত বলি, এ-কথা আর কে বলবে! এস গো, আমরা বারান্দায় যাই।"

অন্নপূর্ণার ব্যবহারে ও কথায় ধর্ম্মদাস বিরক্ত হইয়াছিলেন। বারান্দায় যাইবার সময় মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও মেয়েটা কে?"

ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন,—"ও একটা আধপাগ্‌লা মেয়ে আপনি এসে জুটেছে, মাঝের-তলায় থাকে।"

ধর্ম্মদাস রাগতভাবে বলিলেন,—"পাগলকে রোগীর কাছে আসতে দেওয়া কেন? আর বিশুর হাতে যা-তা কি-সব বেঁধে

দিলে,—তোমরা চেনো, কিছু বললেনা! ও-সব আমি করতে দেবনা।" পরে ডাক্তার বাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীভাবে কহিলেন,—"যদি স্মল্-পক্স হয় ত খুবই সিরিয়াস্ কথা।—আমার ৫ বছরের ছেলে এখানে রয়েছে, আপনি কি অ্যাড্‌ভাইস্ দেন?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"অবস্থাবিশেষে অ্যাড্‌ভাইস্,—সুবিধা থাকলে স্থানান্তরিত করা মন্দ নয়।"

ধর্ম্মদাস। দ্বিতীয় কথা, বিশ্বনাথকে অ্যাটেণ্ড্ করবে কে? এখানে ভাল নার্স্ পাওয়া যাবে?

ডাক্তার। আপনারা যদি কেহ না পারেন ত যেমনই হ'ক্, ভাড়াটে-নার্স খুঁজতেই হবে। তবে মা যদি রাজি হন ত কথাই নেই।

ধর্ম্মদাস। আপনি বলেন কি! ওঁর এই বৃদ্ধ বয়েস; তার উপর রাত্রিজাগরণ। তায় এক-আধ দিনের কথা নয়—

ডাক্তার। ওঁর কথা নয়, আমি অন্নপূর্ণামা'র কথা বলছি।

ধর্ম্মদাস। তিনি কে?

ডাক্তার। যিনি এখন রোগীর ঘরে রয়েছেন।

ধর্ম্মদাস। ঐ-মেয়েটি, ও ত' পাগল; ওর উপর রোগীর ভার!

ডাক্তার। কে বল্লে পাগল। যদি ওঁকে পান ত…

ধর্ম্মদাস। চার্জ্জ্ কি রকম?

ডাক্তার। চার্জ্জ আবার কি?

ধর্ম্মদাস। পরে বক্‌সিসে সেরে নেয় বুঝি? আমি সে-রকম লোকের উপর নির্ভর করতে পারিনা।

ডাক্তার ঘৃণাটা গোপন করিয়া বলিলেন,—"দরকার কি!"

ধর্ম্মদাস মা'র দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মা, কি বল?"

ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন,—"আমি কি বুঝি বাবা, যাতে ভাল হয় কর। সোমোত্ত মেয়ে—"

ডাক্তার বাবু আর দাঁড়াইলেননা। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"কাল বেলা ৯টার মধ্যে সিভিল সার্জ্জেন্‌কে নিয়ে একবার আসতেই হবে ডাক্তার বাবু, তা না ত রুগী ফেলে আমাকেই সেথায় ছুটতে হবে। পরশু থেকে তাঁদের এ-ঘরে ঢোকা বোধ হয় হবেনা, জুতোটুতো চলবেনা।"

ডাক্তার বাবু ঢোক গিলিয়া, "আচ্ছা মা, তাই হবে" বলিতে বলিতে একবার সকলের দিকে চাহিলেন। কর্ত্তা ও ধর্ম্মদাস যন্ত্রবৎ "নিয়ে আসবেন" বলিয়া সম্মতি দিলেন। ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণার এই অযাচিত কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ ও আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারিলনা।

* * *

ধর্ম্মদাস নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঢুকিয়াই ননীগোপালের হাতে হরীতকী ও রুদ্রাক্ষ বাঁধা দেখিয়া বিরক্তির সহিত চপলাকে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

চপলা। একটা পাগলী-ছুঁড়ী ননীর সঙ্গে খেলা করতে আসে, সে-ই আজ বেঁধে দিয়ে গেছে।—খুলতে বারণ করেও গেছে।

ধর্ম্মদাস। কাশী এসে তোমাকেও ভূতে পেলে না কি! ও সব ননসেন্স—আমি মানিনা। সে-ছুঁড়ী কি করে?

চপলা হাসিয়া বলিলেন,—"মেয়েমানুষে আবার কি করবে! চাষও করেনা, ওকালতীও করেনা, বোধ হয়, মুন্সেফও নয়। এখন কি বল খুলে ফেলে দি?"

ধর্ম্মদাস। এক্ষুনি,—ও আবার জিজ্ঞেস্ করছ কি! তবে—

চপলা। আমিও তাই বলি, ওতে ননীর ত আর কষ্ট হচ্ছেনা।

ধর্ম্মদাস। তা তুমি জানলে কি ক'রে? কচি ছেলেকে মিছে বোঝা বওয়ানই বা কেন?

চপলা। তবে খুলেই দি,—কি বল?

ধর্ম্মদাস। ননীকে একবার ত তোমার জিজ্ঞেস করতেও হয়। হাঁ রে ননী, তোর হাতে ওগুলো খুব লাগছে না ত?

ননীগোপাল আনন্দে বলিল,—"অন্নদি দিয়েছে।"

ধর্ম্মদাস বলিলেন,—"ওরে পাজি, লাগছে কি না বল্। লাগছে বই কি, তুমি খুলে দাও,—খুলে দাও। ইন্‌ডিসেণ্ট ভুলেদের ছেলের মত—"

চপলা। তবে দি?

ধর্ম্মদাস। তোমার ইচ্ছে নেই দেখছি; এ-সব বুদ্ধি ভাল নয়।

চপলা। আমার আর কি। ইস্—ছুঁড়ী যে—গেরো দিয়েছে! দেখি আবার কাঁচিখানা কোথায়। তোমার পকেটে ছুরী নেই, কেটেই দাওনা।

ধর্ম্মদাস "তাই দি" বলিয়া, পাঁচটা পকেট সাতবার খুঁজিতে লাগিলেন।

তখন বড়বউ হাসিয়া বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি ক'রে ছেলেটার হাতটা কেটে বোসবে; নাওয়া-খাওয়া সেরে ধীরে-সুস্থিরে ওগুলো কেটে দিলেই হবে'খন। কি বল?"

ধর্ম্মদাস। তবে তাই করা যাবে; কিন্তু খবরদার, ভুলে যেও না যেন। দেখলে লোক আমায় কি বলবে।

ফল কথা—উভয়ের কাহারও সে-গুলি ননীগোপালের হস্তচ্যুত করিতে সাহস হইলনা।

* * *

ধর্ম্মদাস সেই দিনই বেলা ৩টার ট্রেণে পত্নী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

যাইবার সময় বাপকে বলিলেন,—"খুব সাবধানে থাকবেন; ট্রিট্‌মেণ্ট্ আর নার্সিং সম্বন্ধে কোন ত্রুটি না হয়। বিশ্বনাথের অবস্থা সম্বন্ধে আমি যেন নিত্য টেলিগ্রাম পাই। দুটি নার্স নিযুক্ত করা চাই-ই,—ও মেয়েটার উপর যেন নির্ভর করা না হয়; ওকে অতটা আস্কারা দেওয়াই অনুচিত হয়েছে। ওর সম্বন্ধে ৫।৭ জন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য লওয়াই উচিত ছিল। ডাক্তার

ওকে ভাল বল্লেই বিশ্বাস করা যায়না। আমার ও-সব খুব জানা আছে। একই প্রোফেসনে পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ টাউটিং চলে। ডাক্তারের কথাগুলা মার্ক্ করলেননা!" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই বিপদের সময় বড় ছেলের ভাব দেখিয়া কর্ত্তার তাহাকে ঝঞ্ঝাট বলিয়াই বোধ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "সকল ভারগুলো আমারই রইল, এখন তুমি আর অপেক্ষা কর'না, ট্রেণের টাইম হয়ে আসছে।

ধর্ম্মদাস। রোগটা যেমনই কন্‌টেজিয়স্ তেমনই ডেন্‌জারাস্, আমি ও-সম্বন্ধে বড়ই নার্ভাস্; তাই—

কর্ত্তা। তাতে আর কি হয়েছে; পৌঁছেই খবরটা দিও।

ধর্ম্মদাস। দরকার হয় ত টেলিগ্রাম পেলেই আমি চ'লে আসতে পারি

কর্ত্তা। সে দরকার আর যেন না হয়। তোমার আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই।

ধর্ম্মদাস স্ত্রী পুত্র লইয়া রওনা হইলেন। মা ব্রহ্মাণী দেবী অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। কর্ত্তা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

এতক্ষণ সকলে নীরব থাকিবার পর যখন মোগলসরাই হইতে ট্রেণখানা সত্যই কাশীর সংস্রব ত্যাগ করিল, তখন ধর্ম্মদাস বলিলেন,—"মামলার নথি ঘেঁটে ঘেঁটে বিলক্ষণই বুঝেছি, জগতের পনের-আনা লোক কেবল চক্ষুলজ্জাতেই মরেছে!"

চপলা। কিন্তু—

ধর্ম্মদাস। ওতে আর 'কিন্তু' নেই। ঐ 'কিন্তু'টাই মানুষের দুর্ব্বলতা আর নির্ব্বুদ্ধিতা।

পরে চা, রুটী, বাবু-সন্দেশ আর সোডা খাইয়া সেকেণ্ড-ক্লাশ্ 'বার্থে' সকলে শয়ন করিলেন।

ধর্ম্মদাস এক দুই করিয়া থ্রি-ক্যাসেল্ সিগারেট ভস্ম করিতে করিতে অযাচিতভাবে মনে মনে অকাট্য প্রমাণ সকল সঞ্চয় করিয়া আত্ম-কর্ম্ম সমর্থন করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, জুরীরা একবাক্যে বলিল, "নট্‌গিল্টি," জজও রায় দিলেন, "নট্‌গিল্টি," তবু কিন্তু এটর্ণী ধর্ম্মদাস-বাবু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিলেননা।

হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া কুঁজো হইতে এক গ্লাস্ জল গড়াইয়া চোখে-মুখে দিলেন ও পান করিলেন এবং কিছুক্ষণ বাহিরে মাথা বাড়াইয়া থাকিবার পর সজোরে—"ঠিক করেছি" বলিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইতেই ননীগোপালকে লইয়া চপলা উঠিয়া বসিয়াছেন। তারের উপর নীলকণ্ঠ আর ফিঙ্গেরা আসিয়া বসিয়াছে, ননী তাহাদের ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে, কিন্তু গাছপালাগুলি তাহার দিকে সবেগে ছুটিয়া আসায়, সভয়ে হাত গুটাইয়া লইতেছে।

গাড়ী একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ষ্টেশনটিতে বিশেষ ভিড় বা গোলমাল নাই; কেবল একটি কোন বালকের কাতর

কণ্ঠ বলিতেছে—"আপনারা কেউ দয়া ক'রে আমায় চারটি পয়সা দিন্, আমার ছোট ভাই আজ ১৪ দিন পরে পথ্য করবে, আমাদের দু'টি পয়সা বই সম্বল নেই।"

বালকটির এই প্রার্থনা কে কি ভাবে লইল, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

ধর্ম্মদাসের অজ্ঞাতে একটি বিষধর সর্প তাঁহার বক্ষের উপর শুইয়াছিল, সহসা সে যেন প্রবল বেগে মাথা তুলিয়া তাঁহার মর্ম্মে দংশন করিল। তিনি তীর-বেগে উঠিয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে খুলিতে বালকটিকে ডাকিলেন। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গেই বালক ছুটিয়া আসিল। ধর্ম্মদাস তাড়াতাড়ি তাহাকে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিলেন।

বালক ভদ্রসন্তান, সে অবাক্ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার ভাইটিকে বাঁচাতে ভগবান্ই আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধর্ম্মদাস আবার কম্পিত-হস্তে ব্যাগ খুলিয়া আর একখানি দশ টাকার নোট তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন ও চীৎকার করিয়া তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে শব্দ গাড়ীর শব্দে ডুবিয়া গেল, বালক বুঝিতে পারিল না। ধর্ম্মদাস সেই ভাবেই গাড়ীর দরজা ধরিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী দুইটি ষ্টেশন পার হইয়া গেল।

চপলা কোন কথা কহিতে সাহস করিলেননা। কেবলমাত্র

বলিলেন, "হাওড়া পৌঁছিতে এখনও ঘণ্টাখানেক আছে, ততক্ষণ একটু শোওনা।"

ধর্ম্মদাস কেবল একটি "হুঁ" বলিয়া, অন্যমনস্কভাবে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিতেই ব্যারিষ্টার নাগ ও উকীল মিষ্টার মাইতি সস্ত্রীক ধর্ম্মদাসকে দেখিতে পাইয়া হ্যাট্ খুলিলেন। পরে কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র মোটরে লইয়া যাইতে হুকুম করিলেন।

ধর্ম্মদাসের চেহারা দেখিয়া তাঁহারা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন বুঝিয়া তিনি সংক্ষেপে অবস্থাটা জানাইয়া দিলেন। তখন উভয়েই প্যাণ্টের উভয় পকেটে হস্ত প্রবেশ করাইয়া চেত্তা-খাইয়া উৎসাহের সহিত তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন ও তাঁহার "কমন্-সেন্স" ও "মরেল কারেজের" ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কোন্ বুদ্ধিমান্ স্ত্রী-পুত্রকে যমের মুখে রেখে এই বিংশ শতাব্দীতে একটা অর্থহীন প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে!" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ব্যারিষ্টার ও উকীল-বন্ধুর রায় পাইয়া এতক্ষণে এটর্ণি ধর্ম্মদাসের ধোঁকা মিটিল ও বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। চপলারও আড়ষ্টভাবটা কেটে গেল। তখন তিনজনে সিগারেট ধরাইয়া, সকলে মোটরে গিয়া উঠিলেন।

বোধ হয়, ধর্ম্মদাস পথের-ধূলা পথেই ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার চৌরঙ্গী-হাউসে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন।

৮

বসন্তের গুটিগুলি যখন বিশ্বনাথের গৌর-কান্তিতে মসীলিপ্ত করিয়া ভীষণতর হইয়া উঠিল এবং সকলের মনে আতঙ্কের ছায়াপাত করিয়া ভাবী-বিপদকে আসন্ন করিয়া তুলিল, ডাক্তার-বৈদ্য তখন বদনে চিন্তা ও গাম্ভীর্য্যের দৃশ্য প্রকট করিলেন।

সেই দিন রাত্রি হইতে ঝি, চাকর ও রাঁধুনীকে আর দেখা গেল না। বাড়ীতে যে দুই তিন ঘর ভাড়াটিয়া ছিল, তাহারাও সকাল হইতেই অন্যত্র সরিয়া গেল। বেলা আটটার মধ্যে অতবড় বাড়ীটি যেন জনশূন্য ও তাহার নিস্তব্ধতা যেন ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল।

রাত্রিটা খুবই দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় কাটায় কর্ত্তা ভোরবেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাতে উঠিয়া আফিং ও চা খাওয়া তাঁহার অভ্যাস। আজ বেলা আটটায় উঠিয়া কোন ব্যবস্থা না দেখিয়া, ঝি-চাকরকে ডাকিলেন। কোন উত্তর না আসায় একেবারে সরোষে সপ্তমে হাঁক দিলেন।

ব্রহ্মাণী-দেবী ছুটিয়া আসিয়া অবস্থাটা জানাইয়া দিলেন।

ভৈরব রায়চৌধুরী বেজায় রাশভারী জমিদার, তাঁহার দাপটে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খায়। অন্যান্য সাতখানা গ্রামের জমিদাররা তাঁহার কাছে প্রজা-উচ্ছেদের পরামর্শ লইতে আসেন। আজ বিদেশে ও বিপদে তাঁহার এই অবস্থা! ধর্ম্মদাস দুইখানা টেলিগ্রাফ করিয়াছে, তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। সকালে

তিন-পো মাছ ও রাত্রিতে পাঁচ-পো মাংস না হইলে তাঁহার আহারই হয় না। কিন্তু অন্নপূর্ণা এ বাড়ীতে সে সকলের প্রবেশ আজ প্রায় অষ্টাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে,—কেহ একটি কথা কহিতে সাহস পান নাই। কাজেই, কর্ত্তার এক প্রকার অনাহারই যাইতেছে।

তাহার উপর ঝি, চাকর ও রাঁধুনীর একযোগে এই অন্তর্ধান-বার্ত্তা তাঁহাকে যেন ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। তিনি আরক্তলোচনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি, এতবড় স্পর্দ্ধা, কেউটের ল্যাজে পা! যে ভৈরব-রায়কে সকলে কালভৈরব বলে, যে আজ পর্য্যন্ত একটি মামলা হারেনি, তার সঙ্গে বদমায়েসি! আগুনের সঙ্গে খেলা! এখানেও দেখিয়ে যাব—ভৈরব-রায় লোকটা কে! একযোগে এগারশো টাকা ভেঙ্গে স'রে পড়ার দাবীতে পিনাল কোডের ধারায় হাতে হাতকড়ি-দে ধরিয়ে না আনতে পারি ত—"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "এই বিপদের সময় কাশীতে আর—"

কর্ত্তা উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন, "কাশীফাসী আমি মানিনা, এ-রকম না করলে তোমার ঐ অন্নপূর্ণাও যে স'রে যাবেনা, তার প্রমাণ কি?"

কথাটা একেবারে অসঙ্গত নয় ভাবিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "যে এতটা কচ্ছে, যাকে আট দিনের ভেতর খেতে-

শুতে দেখলুমনা, সে কি”—তিনি আর বলিতে পারিলেননা, সেরূপ অসহায় অবস্থার কথাটা মুখে আনাও তাঁহার সামর্থ্যে কুলাইলনা।

তিনি বলিলেন, “একটু আগে বিশু তোমাকে বলবার জন্যে আমায় বল্‌ছিল, ‘একটি সুপাত্রে যেন অন্নপূর্ণার বিবাহ নিজের খরচায় দিয়ে দেন’।” বলিতে বলিতে ব্রহ্মাণী দেবী দুই তিনবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

কথাটা শুনিয়া কর্ত্তার একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল, চোখে-মুখে যেন ঈষৎ গর্ব্বোল্লাসের আভাস ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আমার ছেলে নইলে এ বুদ্ধি ক’জনের আসে! ঐ মেয়েটাকে আটকাবার ঐ-ই একমাত্র উপায়—”

এই সময় বিশ্বনাথের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাণে আসায় ব্রহ্মাণী দেবী দ্রুত চলিয়া গেলেন।

* * * *

সাড়ে আটটা হইয়া গেল, এখনও সম্মুখে চায়ের পেয়ালা দেখিতে না পাইয়া রায়-মহাশয়ের পূর্ব্ব-প্রকৃতি তখনই ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে দেখার পূর্ব্বেই তিনি একখানা চাদর টানিয়া লইয়া সর্ব্বাগ্রে পুলিস ডায়েরী করাইতে অর্থাৎ গোড়া বাঁধিয়া রাখিতে ছুটিলেন।

অন্নপূর্ণা বাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া, গৃহিণীর উপর বিশ্বনাথের ভার দিয়া আজ প্র হই স্নানে গিয়াছিল। স্নানান্তে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও মা-শীতল চরণামৃত লইয়া ও বাজার সারিয়া দ্রুত

ফিরিতেছিল। কর্ত্তাকে গলির মধ্যে দেখিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন? আপনার চা না-খেয়ে কোথাও যাওয়া হবেনা,—আসুন।"

কর্ত্তা কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা কিন্তু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইল,—কর্ত্তাও ধীরে ধীরে, অন্নপূর্ণার অনুসরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণা রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যত্নে তাহার মস্তকে, কপালে, কণ্ঠে ও বুকে মায়ের-ফুল বুলাইয়া দিতেই বিশ্বনাথ "আঃ"—বলিয়া একবার চাহিল।

অন্নপূর্ণা ধীর সস্নেহ স্বরে বলিল—"এই চরণামৃতটুকু খেয়ে-ফেল ত ভাই।"

রোগী নীরবে তাহাই করিল।

অন্নপূর্ণা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া মিনিট পনেরর মধ্যে সুমার্জ্জিত রেকাবী করিয়া হালুয়া আর কর্ত্তার বিশেষ অর্ডারে তৈয়ারী রজতনির্ম্মিত একটি তিন-পো কাপের এক কাপ চাঁপা-রঙ্গের সধূম চা আনিয়া ভৈরব রায়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"খান, কি রকম হয়েছে জানিনা; কাল থেকে আপনাকে চা না খাইয়ে নাইতে যাচ্ছিনা। বাড়ীতে কোন পুরুষ নেই, বাইরে যেন বেরুবেননা।" এই বলিয়া অন্নপূর্ণা রন্ধনশালার দিকে দ্রুত চলিয়া গেল।

রায় মহাশয়ের প্রাণের মধ্যে সহস্র বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে উঁচু-নীচু পর্দ্দায় যাতায়াত করিতেছিল; মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম

ছিলনা। কিন্তু চায়ের পেয়ালায় দৃষ্টি পড়ায় ও তাহার সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় তদ্দণ্ডেই সকল চিন্তাকে সেই ধূমান্বিত চায়ের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া চা-মুখো হইয়া পড়িলেন। চায়ের গৌর-কান্তি দেখিয়া চিন্তার দুর্ব্বহ ভার সরিয়া দাঁড়াইল।

কাশীতে আসিয়া চায়ের এমন রং ও এরূপ সুঘ্রাণ তিনি একটি দিনও উপভোগ করেন নাই। তাহার স্বাদ গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া দেড়-পো হালুয়া নিঃশেষ করিতে তাঁহার নিমেষমাত্রও লাগিলনা। এক চুমুক চা খাইয়াই "আঃ! বাঁচলুম" বলিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন ও আপনা-আপনিই বলিলেন,—"বেটীর সব গুণই আছে, হরে-খানসামাও এমন চা খাওয়াতে পারেনি।"

তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ধীরে ধীরে স্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে দশ মিনিটে সবটুকু শেষ করিলেন এবং নিতাই-স্যাকরা চায়ের কাপটা ছোট করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহার উপর রুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "বেটা বে-ওজর ভরি-পাঁচেক রূপো সরিয়েছে!"

যাহা হউক, চায়ের সেই বিপুল বাটিটির মধ্যে তাঁহার পুলিস-ডায়েরীর সঙ্কল্পও ডুবিয়া গেল; মনটাও সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা হইল। বোধ হয় রাঁধুনী ও চাকর-দাসীর প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত পূর্ব্বের সেই ধূসর বর্ণের চায়ের পুনরভিনয় আর ডাকিয়া আনাটা তিনি বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিলেননা।

তখন কর্ত্তা স্বয়ংই উঠিয়া তাওয়া দিয়া তামাক সাজিলেন ও

আগুন আনিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখেন—অন্নপূর্ণা ভাতের ফেন গালিতেছে ও দুইটি উনানে দাল ও তরকারি ফুটিতেছে।

তিনি অবাক্ হইয়া অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ অনিন্দ্যসুন্দরী অসীম-কর্ম্মদক্ষা মেয়েটি কে!"

অন্নপূর্ণা তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই বলিল—"ছেলেকে দেখে এসেছেন?"

ভৈরব-রায় থতমত খাইয়া একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন,—"এই তামাকটা খেয়েই যাব ভাবছিলুম মা।"

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বমতই বলিল, "সে কি! সাড়ে নটা বেজে গেছে, এখনও ছেলেকে দেখেননি! যান যান, কোল্কে এখানেই থাক্, আমি আগুন তুলে দিয়ে আস্‌ব'খন।"

কর্ত্তা ধীরে ধীরে কলিকাটি রাখিয়া ফিরিলেন, দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইলনা। কারণ, এতক্ষণ শিশুকে না দেখাটা যে গর্হিত কাজ হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেছিলেননা এমন নহে; কিন্তু পাকা অহিফেনসেবীরা, সকল প্রকার নড়াচড়ার কাজকে বিষম ঝঞ্ঝাট বলিয়াই ভাবেন এবং যতটা সম্ভব তাহা এড়াইবার চেষ্টাই পান। এরূপ বাৎসল্যক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য না হইলেও অভ্যাসের জড়তা তাঁহার মানসিক উদ্যমকে বিপুল-দেহসঞ্চালনে বাধাই দিতেছিল। তাহার উপর—"গিয়া কিরূপ দেখিব", এ আশঙ্কটাও কম প্রতিবন্ধকতা করিতেছিলনা। তাই তিনি 'এই যাই, এইবার যাব' করিতেছিলেন। অন্নপূর্ণার

কথায় তাহা যেন বাহির হইতে ধাক্কা খাইয়া গতিলাভ করিল। তিনি একেবারে বিশ্বনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া থামিলেন ও এক টানেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশু, আজ কেমন আছ বাবা ?"

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভাল আছি।" কিন্তু সে স্বরে পিতার প্রাণ একটুও আশ্বাস পাইল না। সে স্বর তাঁহার মর্ম্মে বিষম একটা মোচড় দিল।

নিজেকে সামলাইবার আর পুত্রকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিবার মত কিছু না পাইয়া বলিলেন, "বাবা বিশু, আমি তোমার ইচ্ছামত সুপাত্রেই অন্নপূর্ণার বিয়ে দিয়ে দেব।"

তাঁহার মতলব ছিল, এই অত্যাবশ্যক কথাটা অন্নপূর্ণার সাক্ষাতে অর্থাৎ তাহার শ্রুতিগোচরে বলিবেন; কিন্তু এখন আর তাঁহার সে পাটোয়ারী-বুদ্ধি ছিলনা। পুত্রের অবস্থা ও গৃহিণীর উদাস দৃষ্টি দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণার উদ্দেশে হইতেই ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন, "সে কোথায় ? সে-ও কুঁড়ে সরলো ! কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলুম !" এই বলিয়া একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন।

কর্ত্তা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অন্নপূর্ণা এক-বাটি সাবু লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "যান, —তামাকটা পুড়ে যাবে।" পরে ব্রহ্মাণী দেবীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "যান, এইবার সব নাওয়া-খাওয়া ক'রে নিন গে, এখানে আমি আছি। দিদিমার আজ একাদশী, আমি আর এখন নড়চি-না। যান, আর দেরী করবেননা।"

জলমগ্ন ব্যক্তি হঠাৎ যেন অবলম্বন পাইল। চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া ব্রহ্মাণী দেবীর উদাস ভাবটা ধুইয়া গেল। তিনি সস্নেহে অন্নপূর্ণাকে বলিলেন,—"তুমি খাবেনা, মা ?"

অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "আমি সব সেরে এসেছি, আপনারা যান, অনেক বেলা হয়েছে, —অমনি একটু গড়িয়ে নেবেন।"

কক্ষের বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মাণী বলিলেন, "মেয়েটা মারা গেল!"

কর্ত্তা কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "ওকে একটু বিশ্রাম দেবার মত লোক আমার আর কে আছে!" বলিতে বলিতে তাঁহার মরুশুষ্ক রক্তচক্ষুর বহ্নিজ্যোতিঃ সহসা অশ্রুধারায় নিবিয়া গেল।

উভয়ে রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন,—যেন লক্ষ্মী-পূজার ঘর—ঝর্‌ঝর্‌ তক্‌তক্‌ করিতেছে; আসনগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অন্নপূর্ণা রন্ধন সমাপ্ত করিয়া আসন পাতিয়া জলের গ্লাস্‌ ঢাকিয়া সবই পরিপাটিভাবে রাখিয়া গিয়াছে। দুগ্ধ নিবন্ত উনানে বসানো আছে; ঘৃত, লবণ, দধি, চিনি আসনের সন্নিকটেই রক্ষিত।

এতটা বিপদ ও বিপন্নতার মধ্যে এই সুশৃঙ্খল পারিপাট্য ও পবিত্রতাব্যঞ্জক পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া ব্রহ্মাণী দেবী উচ্ছ্বাস দমন পূর্ব্বক কেবলমাত্র বলিলেন, "অনেক পাপ না থাকলে আর বড়লোকেরা রাঁধুনী আর ঝি-চাকরের মুখ চেয়ে সেই পাপিষ্ঠিদের হাতে জ্ব'লে পুড়ে সারা-জীবন অশান্তিতে কাটায়না!"

পরে স্বামীকে চা খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায়, কর্ত্তার নিকট চায়ের বিবরণ ও প্রশংসা শুনিয়া ব্রহ্মাণী দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এই দুর্দ্দিনেও একটু আনন্দের হাসি তাঁহার মুখে যেন দেখা দিয়া গেল। কি একটা কথাও তাঁহার মুখে অনুচ্চারিতই রহিয়া গেল, এইটুকুমাত্র বাহির হইল—"গরীবের মেয়ে না হ'লে—"

৯

আরও তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। রাঁধুনী বা চাকর-দাসীর অভাব কেহই অনুভব করেন নাই, রোগীর সেবারও কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। গত রাত্রিতে রোগী মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিয়াছে; কেবলই মাকে ডাকিয়াছে, অন্নপূর্ণাকে খুঁজিয়াছে। প্রলাপের মধ্যে অন্নপূর্ণার সহিত কথাই অধিক; কিন্তু তাহা এতই অসংবদ্ধ অস্পষ্ট যে অর্থোপলব্ধি হয় না। মা'র নিকট তাহা সঙ্কটজ্ঞাপক; অন্নপূর্ণার মনের কাছে তাহার সবটাই জটিল। কিন্তু তাহার প্রাণের কাছে কি এক নব অনুভূতি যেন শিশির-সিক্ত শিরীষ-কুসুমের তুলি দিয়া তাহার মনের পশ্চাতে অর্থ লিখিতেছে!

মা নির্ব্বাক্ নিরানন্দভাবে শূন্যে চাহিয়া পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। ঊষার অরুণাভা দেখা দিতেই তিনি দৃষ্টি অবনত করিয়া পুত্রের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন ও দুই তিন

মিনিট পরে একটি নাড়ী-ছেঁড়া নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিশ্বনাথের তৎপূর্ব্বেই একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। অন্নপূর্ণার দিকে হতাশ-কাতর দৃষ্টিতে ফিরিয়া কম্পিত হস্তে সহসা তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন, "মা, আমি আর দেখতে পারচিনা, আমার বিশুকে তোমার হাতে দিলুম, তুমিই ওকে দেখো, ওর সব ভারই তোমার," বলিতে বলিতে তিনি দ্রুত ঘরের বাহিরে দালানে আসিয়াই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন ও ভূমে লুটাইয়া রুদ্ধ ও মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন।

* *

অন্নপূর্ণা আজ অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল সকল কাজ সারিয়া কর্ত্তা-গৃহিণীকে যথাসম্ভব সুস্থ ও আশ্বস্ত করিয়া, দেবদেবীর চরণামৃত আনিয়া রোগীকে খাওয়াইয়াছে ও তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য বেলা ১০টার মধ্যে ডাক্তার-বৈদ্য ডাকিয়া, তাঁহাদের অভিমত লইয়াছে। কিন্তু কাহারও কাছে আশ্বাসের কিছু পায় নাই। বিচক্ষণ অভয় কবিরাজও অভয়বাণী শুনাইতে পারেন নাই, কেবলমাত্র বলিয়াছেন, "আজ ভরা-অমাবস্যা, দিনটা বড়ই বিরুদ্ধ। রাত্রির কোন সময় এ বিকার কেটে গিয়ে জ্ঞান আস্‌বে, কিন্তু গুটিগুলির ব'সে যাবার মত লক্ষণ রয়েছে, তা হ'লে গাত্রদাহ উপস্থিত হবে, সেটা সকাল ৫টা ৬টায় সম্ভব। ঐ সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে যেন খবর পাই। ভেবো না, তুমি ত সব বোঝ

—মা'র কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। শেষ রাত্রিটা খুব সাবধানে থেক মা।"

অন্নপূর্ণা অভিমত মাত্রই লইতেছিল; ঔষধের মধ্যে দেব-দেবীর চরণামৃতই ব্যবহার করিতেছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, রোগী যদি তাহাতে না সারে, অন্ততঃ তাহার পরকালের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইবে, কিন্তু ডাক্তার-বৈদ্যের ঔষধ এ রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ নহে।

তবে, আজ একটা অজানা-কিছু মাঝে মাঝে অন্নপূর্ণার মর্ম্মস্থানটাকে নাড়া দিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কেন যে এমন হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছেনা; অথচ সারাদিন এই ভাবে চরণামৃত ও ঔষধের সঙ্গে যুঝিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অপরাহ্ন ৫টার সময় আর সে স্থির থাকিতে পারিলনা; তাড়াতাড়ি চা আর রোগীর কক্ষসম্মুখে একখানি চেয়ার দিয়া ধীরস্বরে কর্ত্তাকে বলিল, "আপনি এইখানে ব'সে চা খান, আমি একবার মন্দিরে যাচ্ছি, আমার ফিরতে দেরী হবেনা।"

কর্ত্তা যন্ত্রচালিতবৎ তাহাই করিলেন; তিনি আজ কয়-দিন বিমূঢ়ভাবেই কাটাইতেছিলেন। আছেন কি নাই, তাহা নিজেই বুঝা কঠিন হইত, যদি মধ্যে মধ্যে বড়-ছেলে ধর্ম্মদাসের উপর ক্রোধ ও অভিমান ভাসিয়া তাহা জানাইয়া না দিত।

ব্রহ্মাণী দেবী আজ আর পুত্রের ঘরের দিকে পা বাড়াইতে পারেন নাই। কখন অন্নপূর্ণার দিদিমার কাছে, কখন কর্ত্তার

কাছে, কখন একান্তে ফিরিতেছেন, কখনও বা শুইয়া পড়িতেছেন, কোথাও স্থির থাকিতে পারিতেছেননা। ছিন্ন নাড়ীর অচ্ছিন্ন প্রাণসূত্র তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে, "কি জানি—কি দেখিব", এই শঙ্কাই তাঁহাকে দূরে দূরে রাখিয়াছে। অথচ সেই পরিমাণে অন্নপূর্ণাকে দেখিবার, তাহাকে নিকটে পাইবার ইচ্ছা প্রবলভাবে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু সে-ই ত আজ বাড়ীর প্রাণশক্তি, তাহার অপেক্ষা আপনার কে আছে! বিশুর ভার যে তাহারই,—তাই তাহাকে ডাকিতে পারিতেছেননা, ছটফট্ করিতেছেন।

*   *   *

বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও শীতলার মন্দিরে গিয়া অন্নপূর্ণা সাশ্রুনয়নে পরম অপরাধীর মত নিজের দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া সন্দেহান্দোলিত অবসন্ন প্রাণে বলসঞ্চয় করিয়া পুনরায় চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য লইয়া ফিরিয়াছে। প্রাণে প্রবল ইচ্ছা—মণিকর্ণিকায় গিয়া ভৈরবী-মায়ের আশীষ লইয়া আইসে। কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ শীতলা-মন্দির হইতে মণিকর্ণিকার দিকে চাহিতেই—প্রজ্বলিত চিতা দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, বদন নিমেষে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! অন্নপূর্ণা চক্ষু মুদ্রিত করিল ও উদ্দেশে তাহার ভৈরবী-মা'কে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিল।

যে মণিকর্ণিকা তাহার নিত্যকার বিচরণক্ষেত্র, যে মহাশ্মশানে অসহায়ের সঙ্গিরূপে সে কতবার গিয়াছে, যে-চিতার নিকট সে

ইহ-পরকালের ইঙ্গিত পাইয়া এই বয়সেই জীবনের ধারা নির্ণয় করিয়াছে, আজ সেই চিতা দর্শনে সে ভয় পায় কেন!

এই সব তোলাপাড়া করিতে করিতে সে বাড়ী আসিল; আসিয়াই মায়ের চরণ হইতে গৃহীত মাল্য রোগীকে পরাইয়া দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে চরণামৃত ছড়াইয়া দিল এবং চক্ষুতে ও মুখে স্পর্শ করাইল। পরে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে আশাব্যঞ্জক বাক্যে কিছু জলযোগ করাইয়া শয়ন করিতে বলিল ও স্বয়ং আসিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। মুহূর্ত্তেই তাহাকে যেন ধ্যানমগ্না দেবী-প্রতিমার মত দেখাইল, তাহাতে যেন ভয়-ভাবনার ছায়া-মাত্র নাই। আমরা পূর্ব্বে যে স্বভাব-চঞ্চল শিশু-সরল মেয়েটিকে দেখিয়াছিলাম, এ যেন সে-অন্নপূর্ণা নহে!

রাত্রি ১১টার সময় রোগী সহসা "মা" বলিয়া ডাকিল। অন্নপূর্ণা শান্তস্বরে বলিল—তাঁকে ও-ঘরে একটু শুতে বলেছি,—ডাকবো?"

বিশ্ব। না, তবে থাক। একটু জল—

অন্নপূর্ণা একটু ঈষদুষ্ণ দুধ আর জল আনিয়া বলিল—"দু-ঢোক্ দুধ খেয়ে জল খান"; এই বলিয়া দুগ্ধ ও জল পান করাইল।

বিশ্ব। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? তুমি কি স্বপ্ন বিশ্বাস কর?

অন্ন। (সভয়ে) কি স্বপ্ন!

বিশ্ব। আমাকে যেন মালা পরিয়ে দিলে।

অন্ন। কে ?

বিশ্ব। বল দিকি কে ?

অন্নপূর্ণার দুই গণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"আপনার বেশী কথা কবার মত শরীর নয়। শুনেছি, দুর্ব্বল হ'লে ও-রকম দেখে।"

বিশ্ব। আমাকে পাঁচটা মিনিট কথা কইতে দাও অন্ন। আমি তোমার নিষেধ অমান্য করতে পারবনা।

অন্ন। বলুন।

বিশ্ব। তোমার বই দুখানা আমি পড়েছি।

অন্ন। কি বই ?

বিশ্ব। "কাশীখণ্ড" আর "বেহুলা",—তুমি যা আমার বিছানায় ফেলে গিয়েছিলে।

সহসা রোগীর এতটা জ্ঞান আর সামর্থ্য ফিরিয়া আসায় অন্নপূর্ণা বড়ই ভয় পাইল। সে বলিল—"সে কথা আমার মনে নেই।"

বিশ্ব। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস আছে, তুমি ঠিক ক'রে বল—কাশীতে যার মৃত্যু হয়, সে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে, তার আর জন্ম হয়না ;—এ কথা তুমি বিশ্বাস কর ?

শুনিয়া অন্নপূর্ণা চমকিয়া উঠিল এবং সবলে নিজেকে দমন করিয়া বলিল,—"ও-সব কঠিন কথা ভাবার মত অবস্থা এখন আপনার নয় ; নিষেধও আছে।"

বিশ্ব। আমি কেবল শুনব।

অন্ন। শুনলেই ভাবতে হয়।

বিশ্ব। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করব।

অন্ন। তবে শিব-বাক্যে অবিশ্বাস করবেন না।

বিশ্ব। যদি অন্যের কথা হয়—

অন্ন। মুনি-ঋষির কথা হলেও তাঁরাই বা মিছে কথা লিখবেন কেন? ওটাকে মিথ্যা ভাবাটাই আমি অপরাধ ব'লে মনে করি।

বিশ্ব। তবে আমি কাশীতে মরতে পারবনা। (একটু নীরব থাকিয়া) আমাকে কেউ বাঁচাতে পারেনা? বেহুলা তার স্বামীকে বাঁচিয়েছিল—

একটা বুকভাঙ্গা বেদনা অন্নপূর্ণাকে অধীর করিয়া তুলিল। সে মনে মনে বলিল—"আমি বেহুলার চরণ-রেণুর তুল্য নই, তাঁর চরণে সহস্রবার প্রণাম করি, তিনি কৃপা ক'রে আমায় সেই শক্তি দিন্।" পরে নিজেকে দৃঢ়বলে সংযত করিয়া বলিল—"কি হয়েছে যে আপনি ও-সব কথা ভাবছেন? দেবতায় অবিশ্বাস করতে নেই। পাঁচ মিনিট অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

রোগী একটু ম্লান-হাসির রেখা টানিয়া, একটি গভীর নিশ্বাসের সহিত কষ্টে পাশ ফিরিল ও নীরব হইল। সেই সঙ্গে অন্নপূর্ণার হৃদয় যেন প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে সে প্রস্তরপ্রতিমার মত বসিয়া

যেন যন্ত্রচালিত হস্তে রোগীকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল; কিন্তু রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরি তাহার ভিতরটায় বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিল।

রাত্রি দুইটার পর যেন স্বপ্নবিহ্বলভাবে রোগী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কেবল তুমিই পারতে অনু।"

অন্নপূর্ণার সংযমের বাঁধ শতধা ভগ্ন হইয়া গেল, সে রোগীর শয্যায় মুখ গুঁজিয়া, আকুল রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওগো, আমি কি ক'রে পারি, তা ব'লে দাও!"

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে রোগীর গাত্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। অভয় কবিরাজের কথা স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণার সমস্ত রক্ত জল হইয়া গিয়াছে, সমগ্র শক্তি লোপ পাইয়াছে, বুদ্ধিও আর স্থির থাকিতেছেনা। যেন অবনতমুখী শুষ্ক শ্বেতপদ্ম জ্যোতির্হীন—পাণ্ডুর। সে বিচলিত চাঞ্চল্যে চরণামৃতসিক্ত করবীর পুষ্পগুচ্ছ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত হস্তে সঞ্চালন করিতেছে,—আর প্রাণ তাহার আকুল প্রার্থনা বিদ্যুদ্‌বেগে অন্তর্য্যামীর চরণে বহন করিয়া চলিয়াছে।

রোগী গাত্রদাহে অস্থির হইয়া অন্নপূর্ণাপ্রদত্ত দেবতার চরণপৃক্ত মাল্য সহসা আচম্বিতে কণ্ঠ হইতে খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

দেবতার নিষ্ঠুর পরিহাসের মত তাহা অন্নপূর্ণার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। সে চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল; তাহার হস্ত স্থির হইয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে ওলট-পালট হইয়া

গেল। সে সবলে উঠিয়া দাঁড়াইল ও ধীর স্পষ্ট কণ্ঠে রোগীকে বলিল, "তুমি অধীর হয়োনা, একটু সহ্য ক'রে থাক, আমি এখনই আস্‌ব। মা'কে ডেকে দি, ততক্ষণ তিনি এখানে একটু বসুন। তোমার কষ্ট দেখলে কিন্তু তিনি বসতে পারবেননা।"

উদ্বিগ্ন কাতরতার সহিত রোগী বলিল, "না অনু, তা হবেনা, এখন আর কোথাও যেওনা, এখন আর আমাকে ছেড়ে যেও-না। পরজন্মেও আমি বঞ্চিত। এ জন্মের শেষ মুহূর্ত্তটি আমার সার্থক কর।" বলিতে বলিতে বিশ্বনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার দুই চক্ষু অনর্গল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আর পারিলনা, আজ সে প্রথম কাঁদিল—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় বারণ ক'রোনা, একবারটি আমায় যেতে অনুমতি দাও।—মা কখনই এমন হ'তে দেবেন-না!"

রোগী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে যাও, আমি তোমার অপেক্ষা করব।" এই বলিয়া ওপাশ ফিরিল।

অন্নপূর্ণা সত্বর নিজের অঞ্চলে রোগীর অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু মুছিয়া দিল, পরে তাহার অশ্রুক্ষ্যে অঞ্চলটি গলায় দিয়া ধীর শান্তভাবে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি মাথায় লইল ও মনে মনে বলিল, "মা আমার করুণাময়ী, বাবা আমার মঙ্গলময়, এ-কথায় যদি আমার কখনও না অবিশ্বাস এসে থাকে, ত তাঁরা আমায় ভিক্ষা দিতে বিমুখ হবেননা।"

অন্নপূর্ণা কক্ষান্তরে গিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীকে রোগীর নিকট

কিছুক্ষণের জন্য বসিতে বলিল এবং স্বয়ং গাত্রদাহের প্রতীকারের জন্য যাইতেছে বলিয়া দ্রুত বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্তানের নিকট মা থাকিলে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে-না, কাহারো তাহার উপর অধিকার থাকেনা। এই কথায় ব্রহ্মাণী দেবীকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল।

বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আশা অন্নপূর্ণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অনাহার, জাগরণ ও দুর্ভাবনা তাহার দেহকে একেবারেই দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছিল।

চৌষট্টি-যোগিনী ঘাটের সংখ্যাধিক অসম-সোপানগুলি কোন প্রকারে নামিয়া তাহার চরণদ্বয় অবশ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু অন্ধকার দেখিল, সে বসিয়া পড়িল। যে উদ্দাম আবেগ তাহাকে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া এই গভীর নিশীথে এত দূর টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল। অন্নপূর্ণা নিরবলম্ব-নিমজ্জিতের ন্যায় একেবারে অন্তিম হতাশায় কাঁদিয়া উঠিল, "মা গো, আমি যে তোমার কাছে যেতে পারলুমনা; ওগো, আমি যে তাকে ব'লে এসেছি।"

সেই আর্ত্তস্বর ভাগীরথীর আর্দ্র বক্ষে লুটাপুটি খাইতে লাগিল।

"কে গা—কি হয়েছে" বলিতে বলিতে একটি রমণী দ্রুত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্নপূর্ণা। আমি যে আর উঠতে পারছিনা। আমি কি করলুম—

"কে—অনু-মা নাকি! কি হয়েছে মা, প'ড়ে গেলি নাকি?" এই বলিয়া সেই রমণী অন্নপূর্ণার পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্ত স্পর্শ করিলেন।

ভৈরবী-মার স্নেহ-স্পর্শে অন্নপূর্ণার রুদ্ধ হৃদয়াবেগ উছলিয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশের ভাষা সে খুঁজিয়া পাইলনা। সে তাঁহার চরণে নিজের শীর্ণ দেহখানি ঢালিয়া দিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই অদ্ভুত মেয়েটিকে কেহ কখনও কাঁদিতে দেখে নাই, চির-হাস্যময়ীই দেখিয়াছে। তাই ভৈরবী-মাও আশ্চর্য্য হইলেন এবং সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

আবেগটা একটু কমিলে তিনি অন্নপূর্ণার কাছে সংক্ষেপে সকল কথাই শুনিয়া লইলেন ও বলিলেন, "এত বড় বিপদের মধ্যে মাথা গলালি, একবার জানতেও দিলিনি! ভাগ্যি একবার হরিশ্চন্দ্র-শ্মশানে যাবার ইচ্ছে হ'ল, তাই না দেখা হ'ল।"

অন্নপূর্ণা ধীরে মুখ তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "মা, আমি যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করৃছিলুম, সময় পাচ্ছিলুমনা। সে-দিন যাব ব'লে ও-দিকে চাইতেই জলন্ত চিতা দেখে কেমন হয়ে গেলুম,"—বলিতে বলিতে তাহার আপাদমস্তক সজোরে শিহরিয়া নড়িয়া উঠিল।

ভৈরবী-মা সেই সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "ও কি অনু, তোর ত কখন ভয় দেখিনি!"

অন্নপূর্ণা উপুড় লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "জানিনা মা, এ আমার কেন হ'ল, আমি ত কখন এ-সব ভাবিনি। তবে

কেন তিনি আমার অজানার মধ্যে দিয়ে এ সঙ্কট রচনা করলেন ! মা, তুমি আমায় রক্ষা কর, আর যে আমি পারছিনা !”

ভৈরবী। ওতে আর নূতন কি হয়েছে মা! তুই যে মা হ’য়ে জন্মেছিস্। চল্ একবার দেখে আসি, ওঠ্।

এই বলিয়া অন্নপূর্ণাকে তুলিয়া বক্ষসংলগ্ন করিয়া ভৈরবী চুম্বন করিলেন ও তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন।

১০

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অন্নপূর্ণা শুনিল, রুদ্ধ গম্ভীর রোদনের স্বরে কর্ত্তা বলিতেছেন, “আমি সেই ভৈরব-রায়,—আজ আমার কেউ নেই !”

রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সে স্বর যেন পাষাণ ভেদ করিয়া বাহির হইল। অন্নপূর্ণার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ভৈরবী-মা তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “ভয় কি !” সাহস পাইয়া দালান হইতেই সে অপরাধীর মত কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, “কেন বাবা, আমার কি বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে ? আমি—”

অন্নপূর্ণার কথা সমাপ্ত না হইতেই কর্ত্তা ও গৃহিণী রোদন-কাতর কণ্ঠে কি বলিতে গিয়া তাহা অর্দ্ধোচ্চারিত রাখিয়াই সহসা নির্ব্বাক্ হইলেন। দ্বারদেশে দৃষ্টি পড়িতেই গৈরিকধারিণী গৌরবর্ণা উন্নত শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া উভয়েই স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

ভৈরবী-মা কোনো দিকে না চাহিয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া

দাঁড়াইলেন, অন্নপূর্ণা তাঁহার পশ্চাতে রহিল। রোগী তখন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ভৈরবী-মা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রোগীর মাথায় হাত বুলাইতেই রোগী স্বস্তি বোধ করিয়া "আঃ" বলিয়া ধীরে ধীরে চাহিয়াই শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

ভৈরবী-মা স্নেহমধুর কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি বাবা, যাতনা কি খুব বেশী বোধ কচ্ছ?"

শীতল স্নেহ-বাক্যে রোগী পুনরায় চাহিল; একটা ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "হাত তুলতে পারছিনা মা।"

তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ভৈরবী-মা বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি ভাল হও।"

বিশ্বনাথ ক্ষীণ নিশ্বাসের সহিত বলিল, "মৃত্যু আমার সর্ব্ব-শরীরে উপস্থিত হয়েছে মা," পরে অস্ফুট হতাশ স্বরে "ভয় কেবল মুক্তির" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণার দিকে দৃষ্টি পড়িল; মুখে একটু ম্লান হাসি আনিবার প্রয়াসেই চক্ষু আর্দ্র হইয়া গেল।

ভৈরবী-মা সস্নেহে বলিলেন, "পাগল ছেলে, কিছুরই ভয় নেই বাবা, ভয় কেবল জন্মের।"

পরে নিজের কণ্ঠ হইতে একগাছি মালা খুলিয়া, তন্মধ্যস্থ বিশেষ একটি ফল অন্নপূর্ণাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ফলটি গঙ্গাজল দিয়ে পাথরবাটিতে একটু ঘষে নিয়ে এস ত মা। দু'মিনিটের বেশী ঘষোনা, পরে জল একটু বেশী মিশিয়ে এনো।"

অন্নপূর্ণা কম্পিত হস্তে মালাগাছটি লইয়া যন্ত্রের মত চলিয়া গেল। সে ফিরিলে ভৈরবী-মা স্বয়ং সেই জল রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন; অবশিষ্ট জলটুকু দিয়া অন্নপূর্ণাকে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিতে বলিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে ভৈরবী-মা রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন বোধ কচ্চ বাবা?"

বিশ্বনাথ বলিল, "গায়ের জ্বালা আর টের পাচ্ছিনা মা, কেবল ঘুম পাচ্চে।"

ভৈরবী-মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সেই বেলা ১০টার পর ঘুম ভাঙ্গবে।"

পরে কর্ত্তা-গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভয়ের কিছু নেই, তোমরা শোও গে। অন্নু, এই ঘরের মেজেয় একটু গড়াক্। তিন দিন পরে মা'র পূজা দিয়ে নাইয়ে দিও; আমিও সে-দিন আসব, বাকি ওষুধটা দিয়ে যাব।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুত চলিয়া গেলেন। নীচে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "দোরটা দিয়ে নে অন্নু।"

১১

রোগান্তে বিশ্বনাথ আজ স্নান করিয়াছে; কিন্তু বাপ-মা'র মন এখনও চিন্তামুক্ত নহে, কারণ, ভৈরবী-মা অপর একটি ঔষধের কথা বলিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার দেখা নাই।

অন্নপূর্ণা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত থাকিলেও মাঝে মাঝে তাহাকেও

অভাবটা যেন স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। বিশ্বনাথও কয়েকবার তাঁহার খোঁজ করিয়াছে।

সন্ধ্যা যতই সন্নিকট হইতে লাগিল, অন্নপূর্ণা ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। নিজে না ভাবিলেও আপনা-আপনি তাহার মনে হইতেছিল, সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া একবার ভৈরবী-মা'র কাছে যায়; সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা অজ্ঞাতকারণ—লজ্জা, সে ইচ্ছাটাকে বাধাও দিতেছিল। এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার বৈকালবেলাটা কাটিতেছে।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই—"কোথা গো, বাবা কেমন ?" বলিয়া হাস্যমুখে ভৈরবী-মা আসিয়া একেবারে বিশ্বনাথের ঘরে উপস্থিত হইলেন।

কর্ত্তা-গৃহিণী সত্বর উঠিয়া অবনত হইয়া প্রণাম করিলেন, বিশ্বনাথ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মাণী দেবী তাঁহার পদধূলি লইয়া পুত্রের মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে দিলেন। উভয়েই তাহার কৃপা সম্বন্ধে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যম করিতেই ভৈরবী-মা সহাস্যে বলিলেন, "ও-জিনিষটার সবটাই অনুমা'র প্রাপ্য।"

ব্রহ্মাণী। মা, আমি ত অন্নপূর্ণার হাতেই আমার বিশুকে দিয়ে রেখেছি; আমি নিজে—

বাধা দিয়া ভৈরবী-মা বলিলেন, "এখন আমি কিন্তু তার ঠিক উল্‌টোটাই বলি,—বিশ্বনাথের হাতে অন্নপূর্ণাকে দেওয়াটাই স্বাভাবিক, আর সেইটিই নিয়ম, না ?"

ভৈরব-রায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মা, তার চেয়ে আমাদের বড় সৌভাগ্য এখন আমি আর কল্পনাও করতে পারিনা।"

অন্নপূর্ণার মুখমণ্ডল যেন বিদ্যুদ্‌গতিতে আকর্ণ রক্ত-রাঙা হইয়া উঠিল। সে ঘরের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই ভৈরবী-মা ডাকিলেন, "অন্নু, ওষুধটা নিয়ে যা।" অন্নপূর্ণা নিকটে আসিয়া আনতবদনে দাঁড়াইল।

ভৈরবী-মা নিজ হস্তের শাঁখাগুলির মধ্য হইতে দুইগাছি খুলিয়া স্বয়ং অন্নপূর্ণার কম্পিত করে পরাইতে পরাইতে সহাস্যে বলিলেন, "এ ওষুধ তোমাকেই ধারণ করতে হয়।" পরে গম্ভীর-ভাবে কহিলেন, "এই সাবিত্রী-শাঁখা তোমার আয়তি-চিহ্ন, আর তোমার স্বামীর রক্ষা-কবচ, আজ আমি তোমাকে পরিয়ে দিলুম। পরে তোমার বাবা এসে শাস্ত্রীয় কাজ শেষ করবেন।"

* * * *

অন্নপূর্ণা সকলকে আহারাদি করাইয়া, রোগীর পথ্যাদি ঠিক করিয়া রাখিয়া, ব্রহ্মাণী দেবীকে বলিল, "আজ আপনারা ঐ ঘরে থাকুন, দিদিমার শরীরটে ভাল নেই, আমি—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া ব্রহ্মাণী দেবী বলিলেন, "আচ্ছা মা, আজ তাই হবে, ১০।১২ দিন ঘুমোওনি, একটু ঘুমোও গে। কিন্তু কাল থেকে, বিশু আমার ভাল ক'রে সেরে না-ওঠা পর্য্যন্ত, তোমাতে আমাতে ঐ ঘরেই শোব।"

কতক-বা আনন্দে, কতক-বা অন্নপূর্ণার রূপ-গুণের প্রশংসায় ও তাহার সেবা-যত্নের আলোচনায়, কতক-বা ভৈরবী-মা'র প্রশান্ত

প্রকৃতি ও তাঁহার হাস্যবিজড়িত সস্নেহ ব্যবহার বর্ণনায়, আর কতক-বা অন্নপূর্ণার অভাবে পাছে পুত্রের সেবার ত্রুটি ঘটে এই আশঙ্কায় কর্ত্তা-গৃহিণী সারারাত এক প্রকার জাগিয়াই কাটাইলেন—কোন কষ্টই অনুভব করিলেননা।

প্রভাত হইতে তখনও একটু বিলম্ব আছে। কাশীবাসী কেহ কেহ—"জয় কাশী বিশ্বনাথ"—"জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণে" বলিতে বলিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। দেবালয়ে প্রভাত আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে। স্থানে স্থানে মঠে-মন্দিরে সুললিত সানাই, সুমধুর ভোরাই-রাগিণীর আলাপ তুলিয়া সারা আকাশে-বাতাসে একটা পবিত্র হিল্লোল তুলিয়াছে। প্রভাত-বায়ু যেন শান্তি বর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

কাশীতে আসিয়া পর্য্যন্ত ভৈরব-রায় এই নির্ম্মল সুপবিত্র ভাবটি এক দিনও লক্ষ্য বা অনুভব করেন নাই। তাঁহার নিতান্ত গদ্যময়-গঠন হইলেও আজ তিনি অভিভূতের মত তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন। যদিও রাত্রিজাগরণের অবসন্নতায় তিনি ঘন ঘন হাই তুলিতেছিলেন এবং ব্রহ্মাণী দেবী তাঁহাকে একটু নিদ্রা যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন, তিনি কিন্তু অকস্মাল্লব্ধ এই দুর্ল্লভ প্রশান্তি-উপভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারিতেছিলেননা।

অন্নপূর্ণা শেষ রাত্রেই উঠিয়া আসিয়া সকলের অজ্ঞাতেই রায়-মহাশয়ের অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সে সহসা আমাদের সেই পরিচিত তিন-পো বাটিটি পূর্ণ করিয়া এক বাটি

সধূম বাদামী-চা, দেবতার দানের মত কর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে, আজ এক বাটি বেশী খাওয়াই ভাল!"

বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ থাকার পর কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়ের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ জাগিয়াছিল, সে-ও হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কর্ত্তা প্রীতিপূর্ণ হাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, বাঁচালি মা! বেটীর যেন সকলের প্রাণের মধ্যে বাসা!"

বিশ্বনাথ মনে মনে আবৃত্তি করিল, "ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

অন্নপূর্ণা দ্রুত কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

সুরে, ছন্দে, সৌন্দর্য্যে ও চায়ের সুগন্ধে ভৈরব-রায়ের কাছে বিশ্বটা আজ যেন তাহার সুষমার দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি চা খাইতে খাইতে ব্রহ্মাণী দেবীকে বলিলেন,—"আশ্চর্য্য দেখ, যখন নসিবন-বিবির নাবালক ছেলেদের সেই অত-বড় সাত-হাজার টাকা আয়ের হাটটা কেবল ৭০ টাকা কর্জ্জের দায়ে তিন-চালে নিজের ক'রে নিয়েছিলুম, তা'ও ত এত বড় লাভ ব'লে মনে হয়নি, যেমনটি অন্নপূর্ণাকে পেয়ে আজ বোধ করছি!"

দুর্ভিক্ষের দান

১

প্রশান্ত আমার বাল্যবন্ধু। ব্যারিষ্টার হয়ে বাড়ী ফিরে— সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছে। কাল আমার বাসায় এসে পৌঁছেছে। বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় উভয়েই যেন সেই তরুণের কোটায় ফিরে এসেছি। সেই-বয়সের সেই-সব কথা উল্লেখ ক'রে খোয়ানো-দিনের স্বাদ উপভোগ করা চলেছে।— ইতিমধ্যে জীবন-পথে যে-সব কাঁটা দেখা দিয়েছে, তাদের কথা তাদের ব্যথা কোথায় স'রে গেছে! আনন্দের আর আয়োজনের ঘটা প'ড়ে গেছে—কি বাইরে কি অন্দরে। কথা আর ফুরায়না।

এখানে অল্প বাঙ্গালীই থাকেন। আজ রবিবার, প্রায় সকলেই উপস্থিত হয়েছেন—দেবেনবাবু, নীরদবাবু, নৃত্যবাবু ও শরৎবাবু।

হরকিষণবাবু এই স্থানেরই বাসিন্দা। আমার বাসার সামনেই পথের ও-পারে তাঁর বাড়ী ও বাগান। বাঙ্গালীর মতই বাঙ্গলা বলেন, বাঙ্গলা উপন্যাস পড়েন, বাঙ্গালীদের সঙ্গেই তাঁর বসা-দাঁড়ানো। খুব মিশুক আর মজলিসী লোক। চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন,—শরীর আর

অর্থ দুই বাড়িয়ে বাড়ী এসে বিশ্রামের কাজ নিয়েছেন। ইংরাজী-কেতা-দুরস্ত ভদ্রলোক।

তিনিও উপস্থিত হয়েছেন। বিলাতের কথা পড়েছে। —প্রশান্ত বক্তা। বৈঠকে বেশ উৎসাহ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

হতভাগ্য আমি,—আমাকে আজও ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে এমন মজলিস ছেড়ে আপিসে যেতে হবে! আপিস নিকটেই। সকলের চা খাওয়া হ'লে, আমি আপিসের জন্য প্রস্তুত হ'তে গেলুম।

মিনিট পনেরো পরে বাইরে এসে দেখি—তর্কের তুমুল সংগ্রাম স্থরু হয়ে গেছে। প্রশান্ত, হরকিষণবাবু, শরৎবাবু আর নীরদবাবু,—অপর পক্ষে দেবেনবাবু আর নৃত্যবাবু। দ্বিতীয় দল যুক্তিতে পেছিয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু দেবেনবাবুর হাফ-আকড়ায়ের গলা—উঁচু সুরে সকলকে দাবিয়ে চলেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর সকলেরই সুপরিচিত; তিনি যখন গভীর রাত্রে পত্নীর সহিত সুমিষ্টালাপ করেন,—পথের পাহারাওয়ালা হেঁকে প্রশ্ন করে—"রাত্‌মে কেয়া ঝামেলা হ্যায়, বাবুজী!"

তর্কের বিষয়টা খুবই গুরু—সাংঘাতিক বলাও চলে,—আমরা সতী বা সতীত্ব বল্‌তে যা বুঝি, সেটা একটা মন-গড়া কথা মাত্র। তার প্রমাণের কোনও রাজপথ নেই। যে বস্তুর সঙ্গে কেবল দেহেরই সম্পর্ক, তাকে ধর্ম্মের কোটায় তুলে ধ'রে নারীদের লোকলজ্জায় ফেলে নির্ম্মম লোকরা

তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতো। আর নারীধর্ম্মের নিসেন তুলে নিজের জাতের গৌরব গেয়ে বেড়াত। গোঁড়াদের কাছে আজও ওটা সেকেলে পচা জামিয়ারের মত বস্তাবন্দী হয়ে আছে,—ধোপে টেঁকে না। হ্যাঁ—ভালবাসা, প্রণয়, এ-সব আলবৎ স্বীকার করি,—তাও আজীবন এক সুরে বলে না। বিলাতে এ-সম্বন্ধে বহু আলোচনা-গবেষণার পর তাই স্ত্রীজাতিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের মত ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ নেই। যখন-তখন চুক্তিভঙ্গও হচ্ছে, মনের মত নির্বাচনও চলছে। গোঁজামিল নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি দলে-ভারীদের কথা।

দেবেনবাবুর প্রধান অস্ত্র গলা আর পৌরাণিক প্রমাণ। তিনি বেহুলা নিয়ে লড়ছেন, আর সীতাসাবিত্রীর শরণ নিচ্ছেন। নৃত্যবাবু বলছেন বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, তর্কে বহু দূর। যাঁদের তা নেই, তাঁদের কাছে ভগবান পর্য্যন্ত না থাকতে পারেন। তাঁর থাকা আর না থাকাও তাঁদের দয়া-মরজির উপর নির্ভর করে! যাঁরা মামলায় নথি দেখিয়ে সতীত্ব জিনিষটা উড়িয়ে দিতে চান, তাঁদের কাছে পরাজয়-স্বীকারই সমীচীন, ইত্যাদি।

বাইরে বেরিয়ে মুস্কিলে প'ড়ে গেলুম। উভয় পক্ষই আমার মত জানবার জন্যে জেদ ধরলেন। বললুম—"আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করতে চলেছি, তার চেয়ে বড় ধর্ম্ম এখন আর মাথায় আসবে না, ভাই। তোমাদের চলুক না,—এসে শুনবো'খন। কিন্তু সাবধান—"

শরৎবাবু হেসে বললেন—"ওঃ, কার মত চেয়েছ! উনি যে বেজায় স্ত্রৈ—"

প্রশান্ত হাসিতে যোগ দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে বললে—"বটে, সত্যি না কি, বিজন!"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়লুম।

দশটার মধ্যে ফিরে এসে দেখি, সভাভঙ্গ হচ্ছে,—সব দাঁড়িয়ে।

দেবেনবাবু বললেন—"আমরাই হারলুম।"

বললুম,—"ও-আলোচনা—হেরে থামিয়ে দেওয়াটাই জিত।"

আনন্দময়ী সে বছর কিসে এসেছিলেন, সে-কথাটা আজ মনে নেই, কিন্তু এ-কথাটা এ-জন্মে ভুলতে পারবনা যে, তাঁর আসার সাড়া পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষের ভেরী দিকে দিকে লক্ষ কণ্ঠে বিকট রবে বেজে উঠেছিল।

যার যেটি প্রাণাপেক্ষা বা প্রাণসম প্রিয়, বিপদের সময় সে সেইটিকে নিরাপদ রাখবার চেষ্টা পায়। সে বস্তুটি তোমার-আমার কাছে মূল্যহীন হ'লেও বা অত্যাবশ্যক না হ'লেও,—তার যে সেটি না হ'লে নয়!

চেতলায় চেলোপটীতে একবার আগুন লাগে। অগ্নিদেব যখন বৈদ্যনাথদের চালা দুখানিতে জিহ্বা স্পর্শ করলেন, বৈদ্যনাথের

মা পাগলিনীর মত চীৎকার ক'রে উপায়ের তরে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।—তাঁর যে যথাসর্ব্বস্ব—নারায়ণ, দু'এক খানা গয়না, কাপড়, বিছানা বাসন, সবই ঐ ঘরে।

বারো-বছরের বৈদ্যনাথ বাড়ী ছিলনা। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে মাকে তদবস্থ দেখে বললে, "চেঁচাস্‌নি, চুপ কর্, গ্যাখনা আমি এক মিনিটে সব বার-ক'রে আনছি।"

মা তাকে ধ'রে রাখতে পারলেননা—"ওগো, আমার সব গেল" বলে' অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বৈদ্যনাথ কিন্তু বীরের মত একলাফে তার যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। লোকের প্রিয়াপ্রিয়ের কি বাঁধা-ধরা বিধি আছে!

আমরা থাকতুম জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে। এই ক্যাণ্টনমেণ্ট জিনিষটি কোনও একটি বড় জায়গার "কাঞ্চnment"-করা স্বতন্ত্র অংশ,—সেনানিবাস। যেখানে দেশ-রক্ষার সজীব ও নির্জ্জীব যন্ত্র সকল থাকে, আর তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা,—আপিস, আদালত, হাঁসপাতাল, ক্লব, ব্যায়ামভূমি, ক্রীড়া-কৌতুকের স্থান, থিয়েটার, পার্ক ইত্যাদি সব সরঞ্জামই মজুদ থাকে। রুটী, মাখম, মটন, expert-এর (অভিজ্ঞের) পরীক্ষান্তে তাঁদের পেটে যায়। সেনাপতি, এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি সাহেব-সুবোর বড় বড় বাংলা, বাগান, বারুদখানা, সবই সেথায় হাজির।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, কোথাও ময়লা জমবার জো-টি নেই, Health officer দুবেলা দেখেন। বাজারে পচামাল পাচার হয়না। সংক্রামক রোগ সভয়ে স'রে পড়েন, ভুলে

পা বাড়ালেই সিগ্রিগেসন্-ক্যাম্পে (Segregation camp-এ) ভিন্ন-গোয়ালে বন্দী হন।

এর-মাঝেও যদি একটি গোরা-সৈনিক সাধারণ কোন রোগে অকালে মরে ত হুলস্থূল প'ড়ে যায়, অষ্টবজ্রের কমিটি বসে, ব্যারাকের অস্থি-সন্ধি আর চা থেকে মাংস পর্য্যন্ত পরীক্ষার ধূম প'ড়ে যায়, তিন দিস্তে কাগজ কৈফিয়ৎ দিতে খরচ হয়। অর্থাৎ —গোরা মরে কেন এবং মলো কেন! কিসের কম্‌তি হয়েছিল,—রাজভোগের ত খুঁৎ রাখা হয়নি, গোরা তবে ৮০ বছরের আগে মরে কি দুঃখে! মলেই হ'ল! তাই তার কারণ বার-করতে আকাশ-পাতাল এক ক'রে ফেলা হয়। সে সময়ে যমেরও বোধ হয় বেজায় দুশ্চিন্তায় সময় কাটে,—ফিরিয়ে বা দিতে হয়! ব্যাপারটি এমন কঠিন।

এই পীঠস্থানগুলির নামই—ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্।

আমাদের নন্দের গোপাল ননী খেতেন বটে, কিন্তু এতটা তোয়াজ তিনি যে পাননি, সে-কথা চোখ-কান বুজে বলা যায়।

যাক, ওই গোরারাই রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং মূল্যবান্ আসবাব—বৈদ্যনাথের ঘুড়িলাটাই! তাই নজরটা ওদের ওপরই সমধিক। সেটা থাকাও স্বাভাবিক এবং উচিতও। কারণ, ওরাই জান্-মানের রক্ষক। ওদের তরেই ক্যাণ্টনমেণ্ট।

সেই ক্যাণ্টনমেণ্টেই আমরা থাকতুম। আর থাকতো সরকারী সাঙ্গোপাঙ্গরা (followersরা)—যাদের রসদের ব্যবস্থা

সরকারই ক'রে থাকেন, রস মরতে দেননা,—দালরুটীর ক্রটি হয়না।

ক্যান্টনমেণ্টগুলো প্রায়ই হয় সহর থেকে ক্রোশাধিক তফাতে,—সহরের বদ হাওয়া না সেখানে ধাওয়া করে।

এই সহরগুলিই হচ্ছে ভারতের খাসমহল, সাম্যের সনাতন ভূমি। আগন্তুক মাত্রেই এখানে আশ্রয় পান;—আকাল, রোগ, মড়ক সকলকেই "স্বাগত" ব'লে এখানে গ্রহণ করা হয়। কারুর বাধা পাবার বালাই নেই।

রোজই কানে আস্তে লাগলো- অন্নক্লিষ্টের কঙ্কালমূর্ত্তিতে সহর ভ'রে গেল, পথে-ঘাটে পা বাড়াবার স্থান নেই। ছেলে-মেয়েরা ভয়ে বাজার-হাটে বেরোয়না।

আনন্দমঠ প'ড়ে শিউরে উঠতাম, কখনও ত সে অবস্থা চোখে দেখিনি। ভাবতুম, সত্যি এমন হয় না কি! যা হ'ক্, আমরা ক্যান্টনমেণ্টে থাকি,—এ নিদারুণ দৃশ্য দেখতে হবেনা। এ একটা কম স্বস্তির কথা নয়!

হুকুম বেরিয়ে গেছে,—চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন্—দুর্ভিক্ষপীড়িত পাখীটিরও ক্যান্টনমেণ্টে প্রবেশ-পথ রাখা হয়নি। সে-চেহারা দেখলে কি আর রক্ষা আছে! প্রাণের প্রফুল্লতা, মনের স্ফূর্ত্তি, দেহের স্বাস্থ্য এক চাউনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। সুখের ঘরে এ আপদ আবার কেন!

৩

"ম্যায় ভুখা হুঁ !"

"থোড়া কুছ খানে দেও, মাঈ-বাপ্ !"

"চার রোজ এক দানা নেহি মিলা !"

"বাচ্ছাকো বাঁচাও, মাঈ !"

রাত শেষ হয়েছে,—এখন প্রায় চারটে হবে। ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল। আচম্‌কা অস্বাভাবিক কণ্ঠের এই সব আওয়াজে চম্‌কে উঠলুম। এ কি—ক্যাণ্টনমেণ্টে ! না, তারা নয়। পাহারা পেরিয়ে আসবে কি ক'রে !

আবার সেই আওয়াজ ! কথা বুঝা কঠিন,—একটা কাতরধ্বনি মাত্র। শুনলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রশান্ত আর আমি বাইরের বৈঠকখানাতেই শুচ্ছিলুম। সে দেখি, বালিস থেকে মাথা তুলে শুনছে।

পরক্ষণেই তড়াক্ ক'রে তার খাট থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আমার খাটের পাশে হাজির। আমাকে জোরে একটা নাড়া দিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"ঘুমুচ্ছ না কি !"

"না,—কেন ?"

"এটা কি haunted house ? (ভূতের বাড়ী)"

"কে বললে ?"

"কিছু শুনছোনা !"

"ও বোধ হয়, দু'এক জন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক, অন্ধকারে ছট্‌কে পাহারা এড়িয়ে এসে প'ড়ে থাকবে।"

"Humbug,—আওয়াজটা শুন্‌ছনা, আর এই গভীর রাত্রে!"

"গভীর রাত্রি কি হে, চারটে বাজে যে। ঘড়ীটে দেখনা।"

"দেখেছি,—দেশের ধারা ঠিকই বজায় রেখেছ,—এক চুলও এগোওনি! বিলেত হ'লে অপরাধটার গুরুত্ব বুঝতে পারতে,—ও-রকম একটা ফাঁদ (ঘড়ি) রাখবার মজা টের পেতে। সেখানে থেকে আমাদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ঘুমন্ত ব'লে দিতে পারি—সময়টা কত। বড় জোর দু'তিন মিনিটের তফাৎ হয়।"

"এখন তা হ'লে ক'টা?"

"Quarter to twoর বেশী নয় (পৌনে দুটোর বেশী নয়)—সে-কথা এখন থাক। ওঠো দেখি, এঁদের একবার খোঁজ নেওয়া ত দরকার। এতক্ষণ সব কি করছেন বলা যায়না।"

"করবেন আবার কি—বেশ নাক ডাকাচ্ছেন।"

"না না, তামাসা নয়, তুমি ওঁদের thoroughly জাননা, ফিট্-টিট্ হয়ে যেতে পারে—চাই কি হয়েই গেছে, উঠে পড়, উঠে পড়!"

"তুমিই দেখে এসোনা, তোমার বউদি ত তোমার সঙ্গে কথা কন।"

"তোমারও একটা duty (কর্ত্তব্য) আছে ত,—এ রকম অবস্থায় না গেলে তাঁকে অপমান করা হবেনা? চল চল।"

আসল কথা, প্রশান্ত একা যেতে পারছিল না। এই সময় দেয়ালের পাশেই একটা গোঁগানি শব্দ শুনে সে একদম আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। বললুম, "চল।"

সে আমার পাশে পাশে চললো। ঘরে ল্যাম্প জ্বলছিল, বাইরে বেরুতেই আলো দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলো—"এ কি, এর মধ্যে ফর্সা,—কি দেশ বাবা!"

"এদেশের যেদিকে চাইবে, সেই দিকেই 'ফর্সা' পাবে।"

আমার কথায় কাণ না দিয়ে, কথা শেষ না হতেই প্রশান্ত বললে, "কিন্তু I bet, এটা তোমার haunted house, মার্ব্বল-রক্ দেখা মাথায় রইলো, আমি first train-এই ফিরছি।"

আমিও সে-কথায় কান না দিয়ে বললুম—"এঁদের অবস্থাটা আগে দেখা যাক্ ভাই—God forbid (ঈশ্বর না করুন)।"

"God bless," বলেই সে একলাফে জানালার সামনে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে দু' পা হঠে এসে বললে,—"excuse me আমার হুঁস ছিলনা, দুজনেই অসাড়ে ঘুমুচ্ছেন।

তার পরেই চিন্তিতভাবে—"অজ্ঞান হয়েও ত থাকতে পারেন।" উদ্বিগ্নস্বরে—"সারা—সারা!"

হাসি চেপে তাড়াতাড়ি বললুম, "ঘুমুলে আর কার জ্ঞান থাকে—কার সাড়া পাবে! শুনতে পাচ্ছ না, দুটো স্বর পাশাপাশি পাল্লা দিচ্ছে, দুজনে যেন বাহাদুরী-কাঠ চিরছেন!"

উৎকর্ণ হয়ে শুনে প্রশান্ত একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "Thank God, কিছু মনে করোনা, বিজু,—আমাকে upset ক'রে ফেলেছিল! মহিলাদের সম্বন্ধে neglectful হওয়াটা আমি চরম অভদ্রতা ব'লে মনে করি, ভাই।"

"তা ত দেখতে পাচ্ছি।"

"Now to the danger zone (এইবার বিপদের মুখে)। ভোলা—ভোলা, রাসকেল্, এখনও ঘুম মারচো!"

ভোলা চাকরদের কামরা থেকে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বেরিয়ে এসে বললে—"হুজুর!"

"শূয়ার, এই বিপদের উপর আবার এক চোখ দেখান! দু-চোখ বোজ।—আচ্ছা, হয়েছে। শীগ্‌গীর—খুব শীগ্‌গীর, ছাখ"—এই বলে বাঁ হাতের মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাড়া-বাড়া এক ইঞ্চি দেখিয়ে বললে, "বুঝলি?"

"আজ্ঞে,—আজ্ঞে, না হুজুর!"

"You cheeky rascal, দেড় মাসে তোমার মাত্রা জ্ঞান হ'লনা" এই ব'লে ঘুসী পাকিয়ে যেতেই ভোলা "বুঝেছি হুজুর" বল্‌তে বল্‌তে তাড়াতাড়ি ছুটে হুকুম তামিল ক'রে মেজাজ ঠাণ্ডা ক'রে দিলে।

প্রশান্ত এক চুমুক নিয়ে বললে,—"রিভলভারটা।"

বললুম—"রিভলভার কেন?"

"কেন! ব্যাপারটি light (সহজ) ভেবোনা। এটা একটা adventure (দুঃসাহসিক কাজ) জেনো।"

"এটা Non-regulated Province, (মগের মুলুক) সেটাও জেনো, রিভল-ভারের All India (ভারত-জোড়া) Pass পাস আছে ত ?"

ভোলা রিভল্‌ভারটা আনতেই প্রশান্ত বললে—"একদম আমার স্থট-কেসের তলায় রেখে দিয়ে আয়,—এখুনি—আগে।"

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—"তুমি ক্ষেপেছ, বিজু—আমি কি টোটা রাখি !"

"তবে শুধু শুধু এ risk (বিপদ) বয়ে মরা কেন !"

"তোমরা যে-রকম বীর, শুধু ওর leather caseটা (চামড়ার খাপটা) বার করলেই হাজার লোক হুড়মুড় ক'রে হঠে যাবে, সেটা স্বীকার কর ত ?"

"সেইটিই কি টোটা না রাখবার কারণ ?"

"কারণ অনেক। একটা কথা মনে রেখো,—তরুণী বা যুবতী মহিলা ঘরে থাক্‌লে কখ্‌খনো অমন ভুলটি ক'রোনা। আমি ও-জাতটিকে throughly—বিশেষ ভাবে জানি, সামান্য কারণে ওঁরা অসামান্য কাণ্ড ক'রে ফেলেন। যাক্, এখন চল, দেখি।"

আমাকেই দোর খুলে আগে বেরুতে হ'ল। পিছন থেকে খুব মিহি স্বরে whisperএর মত "দুর্গা দুর্গা" কানে এলো !

তখনও ঝাপ্‌সা ভাব আছে। বাইরে এদিক ওদিক চেয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে প্রশান্ত বললে—"এখনও কি বলতে চাও, এটা haunted house (ভূতের বাড়ী) নয় ! ভিয়ানা হোটেলে ও experience (অভিজ্ঞতা) আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে, মরতে মরতে

বেঁচে এসেছি। তোমাকে আজই এ বাড়ী বদলাতে হবে, বিজু। আর এক রাত্তিরও আমি তোমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছিনা!"

রাস্তার ওপারেই হরকিষণবাবুর বাগান। দেখি, তাঁর ফটকের কাছে বিশ ত্রিশটি ছায়ামূর্ত্তি;—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে, কেউ শুয়ে! বোধ করি, চেঁচাবার আর শক্তি নেই,— এক জন কেবল চিঁ চিঁ ক'রে বার দুই বললে, "কুছ্ খানে দেও,— জান্ চলা যাতা হায়—"

প্রশান্ত আমার পেছনেই ছিল, চমকে উঠে আমার কাঁধ ধ'রে চুপি চুপি বললে—"শুনলে! তোমরা 'রাম রাম' ব'লে থাকো না!"

চালাকি ক'রে তার রামনাম ক'রে নেওয়াটা শুনে কষ্টে হাসি চাপতে হ'ল।—হরকিষণবাবুর ফটকের দিকে আঙুল্ বাড়িয়ে বললুম—"দেখছনা, আমি যা সন্দেহ করেছিলুম, তাই।"

"বল কি! ভোলা, চট্ ক'রে আমার হ্যাট আর cane- (বেত)—"

ভোলা ভয়ে নড়েনা!

"বেটা, ভয় পেলি না কি? আমি রয়েছি, ভয়! এই তোর দিকে চেয়ে রইলুম—যা,—চট্।"

ভোলা খসেনা!

"বেটা—আমার চাকর হয়ে ভয়! Shame! কালই দূর ক'রে দেবো! Arrant coward (হাড়্-ভীতু) তোদের রাম

রাম বলতে বলতে যা-না মুখ্খু। আচ্ছা, এসো ত বিজু—হ্যাট্ না হ'লে হবেনা।—

—"আমার টোনে Oxford drone (সায়েবি স্বর) থাকায়, —যদি মানুষ হয় তো ছুট মারবেই। তুমি মজা দেখনা!"

হ্যাট্ আনা হয়েছিল; বল্লুম—"আমি মজা দেখতে চাইনা, ভাই। ওরা মরেই রয়েছে, ওদের আর তাড়াহুড়ো ক'রোনা।"

সে তখন তাদের Oxford drone শোনাচ্ছে! তারা ফ্যাল-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রয়েছে। চক্ষু কোটরগত—যেন দূরের তারার মত জলছে। এক-মাথা ক'রে রুক্ষ চুলের বোঝা—রগের দুপাশ ব'সে গেছে। হনুর হাড় বেরিয়ে পড়েছে, সবার দাঁতই বাইরে! পেট পিঠ এক, হাত আর আঙুল—ময়লা চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল! মানুষের কাটামো মাত্র। দেখলে ভয়ই হয়, অন্য কোনও ভাব আসেনা।

Oxford droneএ কোনও সাড়া না পেয়ে প্রশান্ত হিন্দি সুরু করলে,—"জল্‌ডি বাগো, দিক্ মৎ কর্‌। জানটা—হিয়া টোপ্‌খানা হায়—আবি উড়া ডেগা,—বাগো!

"খানা"র কথা শুনে কয়েক জন প্রশান্তকে ঘিরে ফেললে— "খানা দেও, সাব,—কুছ্ খিলাও, সাব।"

চেয়ে দেখি, বেশ ফর্সা হয়েছে, লোক জমতে সুরু হয়েছে. হরকিষণবাবু উঠে এসে অবাক্ হয়ে একধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

বোধ হয়, খবর পেয়ে চিফ্-সাহেব (কোতোয়াল) পাঁচ সাত জন কনষ্টেবল সঙ্গে ক'রে এসে পৌঁছুলেন।

প্রশান্ত তখন "হটো হটো" করছে। চিফ্-সাহেবকে দেখে বললে—"আপনি এসেছেন ভাল হয়েছে, এদের ধ'রে না নিয়ে গেলে নোড়বেনা। আমাকে ত আগে বার ক'রে দিন্।"

চিফ-সাহেব বললেন—"ওদের ধরাধরির আর কি আছে, বাবুজি। ওদের কাছে ঘেঁস্বেন্না। আমি ওদের নিয়ে যাবার উপায় করছি।"

চিফ-সাহেবটি হিন্দু, লোকও ভাল। তিনি কনেষ্টবলদের ইসারা করতেই তারা গুড় আর ভিজে ছোলা এক এক মুটো দিতে দিতে তাদের নিয়ে চললো।

প্রশান্ত, Dregs—pestilence!" বলতে বলতে আর ভোলা—ভোলা করতে করতে বৈঠকখানায় গিয়ে পৌছল। হরকিষণবাবু আর আমি ঢুকে দেখি, কার্ব্বলিক-সোপ, ইউক্যালিপ্‌টস্ প্রভৃতি নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রশান্ত থাকবেনা—আজ সে যাবেই। হরকিষণবাবু নিমন্ত্রণ ক'রে তাকে আটকালেন।

৪

আমরা চার পাচটি উপস্থিত। প্রশান্ত বিলেতের গল্প করছে—সেখানকার Maidরা (দাসীরা) কি-রকম যত্ন করে, কতটা interest নেয়, কি সভ্য! প্রত্যেক movementএ (নড়াচড়ার ভাব-ভঙ্গিতে) সৌন্দর্য্য যেন ছড়াতে থাকে, atmosphere (আবহাওয়া) মধুর হয়ে ওঠে! সেই সুখেই দেশে ফিরতে মন

চায়না—ফিরি-ফিরি করেও ছ' মাস কেটে যায়! Passage money (ফেরবার টাকা) দু' তিন বার ফুরিয়ে যায়। যাঁদের হৃদয় আছে, তাঁদের পক্ষে তাদের সেই করুণ দৃষ্টি আর কাতর অনুনয়-অনুরোধ এড়িয়ে আসা সম্ভবই নয়।"—ইত্যাদি উত্তেজনা-পূর্ণ মিঠে-বর্ণনায় আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলন জ'মে উঠেছে।

দেবেনবাবু এসে সংবাদ দিলেন,—"রাস্তাঘাট যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতে দুর্ভেদ্য হ'য়ে দাঁড়ালো! ছাউনি (Cantonment) যে ছেয়ে ফেললে। বড় যে বলছিলেন—কৈ, কোথায় গেল আপনার ক্যান্টনমেন্টের কড়া কায়দা-কানুন!"

দেবেনবাবু কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই বললেন। প্রশান্তর অমন উপভোগ্য আলোচনার মাঝখানে দেবেনবাবুর এই সত্য-প্রচারটা মুহূর্ত্তে সকলের উৎসাহ নষ্ট ক'রে দিলে।

দেবেনবাবু ছিলেন স্পষ্টবক্তা—prosaic, তাঁর মধ্যে poetryর (পোইট্রির) প্রবেশাধিকার ছিলনা।

নৃত্যগোপালবাবু বললেন—"দেবেনবাবুর চোখে কখনও কোন ভাল জিনিষ পড়তে শুনলুমনা।"

"ভাল কিছু থাকলে ত পড়বে, নেত্য বাবু! তবে জমিদারী থাকলে, কি বাপের ভাতে থাকলে, অনেক অ-ভালকেও নিজের রং চড়িয়ে ভাল করে নিতুম। পাঁচ জন পোষ্য নিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকায় বাজে-খরচ চলেনা। এই ত শুকো-বর্ষা গেল,—মাসিক-গুলো খুললেই দেখি—কবিরা বলচেন—

'খাল-বিল উথলিয়া উঠে।'

কোথা রে বাবা! জল কৈ! আমার চোখে ত খাল-বিল খট্ খট্ করে। হ্যাঁ, চাষীদের চোখের জল বটে—উথলিয়া উঠে। তার প্রমাণ ত আর খুঁজে দেখতে হবেনা। প্রমাণ-গুলো সারা প্রদেশময় পায়ে-হেঁটে বেড়াচ্ছে! এই দেখে কি বলতে হবে—'আহা, কি সুন্দর দৃশ্য—যেন শ্মশানের লম্বা লম্বা পোড়া কাঠগুলো জ্বলন্ত-পেটের প্রদীপ্ত-শিখায় পথ আলো ক'রে চলেছে'!"

শরৎবাবু তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন—"Bravo (সাবাস) দেবেনবাবু, কে বলে ঈশ্বর-গুপ্ত ম'রে গেছেন!—ব্যাপ্ত চরাচর।"

কথাটা সকলেই সহাস্যে সমর্থন করলেন। কেবল নেত্যবাবু বললেন, "আশ্চর্য্য করলে শরৎ। আমার ধারণা ছিল, ইনি অক্ষয়-দত্তর অমর আত্মা!"

হরকিষণবাবুর আবির্ভাবে আলোচনাটা থেমে গেল। তিনি তাঁর গেষ্ট্ (guest) প্রশান্তকে নিতে এসেছিলেন।

বললুম, দেবেনবাবুর আসল কথাটা ছিল—'ক্যাণ্টনমেণ্টের কড়া-পাহারা আকাল-ক্লিষ্টদের আট্‌কাতে পারলে কৈ, তারা যে এক দিনেই ছাউনি ছেয়ে ফেল্‌লে!'

কথাটা কম দুর্ভাবনার নয়। দেখে পর্য্যন্ত বুঝেছি, তাদের আর রুখ্‌বে কে, কোন্ শক্তি তাদের বাধা দিতে পারে! প্রাণের চেয়ে প্রিয় কিছুই নেই, তাই যখন তাদের যেতে বসেছে, তখন আর তারা কিসের ভয় রাখে! তাদের মধ্যে চাষী মজুর,

দেহাতি, মধ্যবিত্ত সবই এক হয়ে গেছে, সকলেই মৃত্যুমুখী,—একই পথে চলেছে! তাদের তরে স্বয়ং যম যখন তাঁর ফটক খুলে দেছেন, তখন মানুষ তাদের আটক করবে কি দিয়ে? সকালে চিফ-সাহেব বলেছিলেন—"ওদের ধরবো কোন্‌খানটা, ধরবার আর আছে কি!" কথাটা ফেলে দেবার নয়।

হরকিষণবাবু অতিষ্ঠ বোধ করছিলেন। বললেন—"বড়-বাড়ীর ব্যবস্থাটা কাল বোঝাই যাবে, তার পর যতটুকু পারা যায়, পাঁচে মিলে যা হয় করলেই হবে। এ আলোচনাটা আজ ঠাণ্ডা হ'তে দিলে, কাল আবার গোরমে নেওয়া যেতে পারবে, কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেবের খানাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মাটি হয়ে যাবে,—মুখে করতে পারবেননা। নটাও বেজেছে, সুতরাং with your permission—আমি ওঁকে নিয়ে চল্‌লুম।"

"নিশ্চয়ই যাবেন," ব'লে তাঁর কথাটা সকলেই অনুমোদন করলেন।

হরকিষণবাবু প্রশান্তকে নিয়ে চ'লে গেলেন। আমাদেরও বৈঠক ভাঙ্গলো।

*　　　*　　　*　　　*

আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকছি, দেখি, দুড়দুড় ক'রে ছুটে দুজন দালানে গিয়ে দম্ নিলেন—সরযূ আর আমার পত্নীদেবী। মুখে আঁচল দিয়ে সরযূর চাপাহাসি আর থামেনা।

সরযূ আমার সঙ্গে কথা ক'ন্। জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপার কি, ভোলার নাক ডাকছে বুঝি?"

তাতে যেন হাসির-কলে দম্ দেওয়া হ'ল ! দম একটু ক'মে' এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাগা, কাদের যৌবন-শ্রী সিলোনের বসন্তের মত সর্বাঙ্গে ঘোরালো হয়ে দেখা দেয়, সেটা তারা রাখতেও জানে বিশ বছর ?"

সর্ব্বনাশ, এ যে প্রশান্তর উচ্ছ্বসিত মেড্-মাহাত্ম্যের "ফ্রেজিও-লজি" (বাক্যবিন্যাস) !

বললুম,—"ওঃ, প্রশান্ত যা বলছিল বুঝি ! ও সেই সিলিভী ময়নাগুলোর কথা, এমনই সেখানকার জল-হাওয়া !"

"বটে ! আবার তাদের কাতর অনুনয়-অনুরোধে প্রকৃত হৃদয়বান্দের বাড়ী ফেরবার 'প্যাসেজ-মনি' নাকি পকেট্ গ'লে স'রে পড়ে,—একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিন বার ! তা না ত আর সে-দেশের মানুষ এ-দেশের পুরুষগুলোকে জানোয়ার বানিয়ে রেখেছে !"

কথাগুলি বলবার সময় তাঁর হাসি মন্দা প'ড়ে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখে চোখে অভিমান অপমান ও রোষের আলো ও ছায়া লুকোচুরি খেল্‌ছিল।

প্রমাদ আসন্ন দেখে হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি বললুম—"তা হ'লে প্রশান্ত সত্যিই সার্টিফিকেট পেতে পারে, তার 'চাল্' বিফল হয়নি—আপনাকে ঠিক ঠকিয়েছে ত !"

"চালটা কি শুনি।"

"আপনারা যে অন্তরালে উপস্থিত হয়েছেন, সেটা সে জানতে পেরেছিল, আমাকে তাই চোখ টিপে বলে—রোসো একটা মজা

করি। এই ব'লে উচ্চকণ্ঠে বিলেতের গল্প আরম্ভ ক'রে দেয়, এত জিনিষ থাকতে বিশেষ ক'রে—ঝি-মাগীদের কথা! আপনাদের তখনই বুঝা উচিত ছিল—এক জন মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবার পক্ষে ঝিয়েদের যৌবন-শ্রী নিয়ে অতটা উচ্ছ্বসিতভাবে নব-পরিচিত পাঁচ জনের কাছে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবই নয়। প্রশান্তকে আপনার চেয়ে বেশী কে চেনে! তার ঐ আমোদ-প্রিয় স্বভাবটাই ত সব চেয়ে মধুর। যাক্, এর মধ্যে আরও একটা রহস্য ছিল—সেটা আমাকে নিয়ে। সকাল থেকে সে আমাকে দু-তিনবার শুনিয়েছে,—নারীজাতি সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞানই নেই, সে নিজে কিন্তু তাঁদের thorougly (নিখুঁৎ) বোঝে। সেটা এখন স্বীকার করি কি অস্বীকার করি?"

সরযূ ইতিমধ্যে আমার পরিবারের সঙ্গে হাসিমুখে চার-পাঁচবার দৃষ্টি-বিনিময় করেন। বুঝলাম—এক জন নূতন বন্ধুর সাক্ষাতে যে অপমানটা অকস্মাৎ এসে গির্দ্দেছিল আর আঘাত করছিল, সেটা চাউনির মাঝে উভয়েরই শুভদৃষ্টি পেলে।

বেশ টের পেলুম, একটা গর্ব্বের নিশ্বাস ফেলে, হাসি চেপে সরযূবালা বললেন—"বোঝেন, না—ছাই বোঝেন!"

পরেই,—"ও মা কি অধর্ম্ম! রাত হয়ে গেল যে,—দাদাকে আগে খেতে দাও ত, বউ-দি, তার পর ওঁর বোঝাবুঝির কথা বলছি।"

* * * *

আমি আহারে বসলুম। সরযূবালা সুরু করলেন,—"ওঁর বোঝা-বুঝিটে একবার শুনুন, দাদা। বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম, তাঁর অন্য বইগুলো পড়বার তরে মনটা ভারী চঞ্চল হ'ল। একদিন বললুম, 'আজকাল ত অনেক ভাল ভাল বই বেরিয়েছে,—এক সেট্ এনে দাও না।'—

—"কি এলো জানেন? রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আর এক-গাড়ী পদ্মপুরাণ! বোধ হয়, আগামী তিন পুরুষের মধ্যে সে-বাড়ীর কেউ তা ছোঁবে না! শেষ,—পাশের বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে উপন্যাস আনিয়ে পড়ি। সেই ব্যবস্থাই চলছে। কেমন মেয়েদের বোঝেন, দেখলেন!—

—'আলিবাবা' আর 'তরুবালা' দেখবার জন্যে ভারী ইচ্ছে হ'ল। রোজ রোজ এর-ওর কাছে শুনে শুনে আর থাকতে পারি না! বললুম, 'পাড়ার সবাই আজকালকার নতুন বই দুখানার অভিনয় দেখে এসে ভারী সুখ্যেত করছে, একবার দেখিয়ে আনবে চলনা;—এই শনিবার আবার হবে।' ও মা,—আর এক কোথায় নে-গে উপস্থিত করলেন, দেখি—'পাণ্ডব-গৌরব' সুরু হ'ল! সে-কি চীৎকার!—

—"শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে' বলে তখুনি ফিরে এলুম।—

—"সে দিন আমার থিয়েটর দেখা হয়নি ব'লে, আর একদিন স্ব-ইচ্ছায় নিয়ে গেলেন। কি পাপ!—'নরমেধ যজ্ঞ!' যত ন্যাকড়াপরা নোড়ে-ভোলার দল! সে দিনও অসুখ করছে ব'লে

বাড়ী ফিরে বাঁচি। আর—বলিওনা, যাইওনা। ওঁর ধারণা, —থিয়েটর দেখতে গেলেই আমার অসুখ করে। আমাদের thoroughly বোঝাটার প্রমাণ পেলেন !—

—"সকল বিষয়েই আমাদের ঐ রকম বোঝেন! গহনা, কাপড় প্রভৃতি যেটা পছন্দ করি, ঠিক অন্য জিনিষ এনে বলেন—'এই দেখ, তার চেয়ে ভাল আর দামী জিনিষ এনেছি।' কথাটা সত্যি, কিন্তু তা চেয়েছে কে? ট্রাঙ্কে প'ড়ে পচে! আমি নিন্দে করছিনা, আমাদের thoroughly বোঝাটা কেবল দেখাচ্ছি! আর শুনবেন?"

পত্নী শেষ-পাতে দুখানা মাছভাজা দিয়ে ফিরছিলেন। সরযূর কানের কাছে মুখটা বাড়িয়ে ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'লে গেলেন,—"সব শালগ্রামই গোলাকার,—তবে পূজোর জিনিষ!"

তাঁর "ফিস্-ফিস্'টা আমার অভ্যস্ত-কানে কড়ি-মধ্যমে ছড়ি বুলিয়ে গেল!

জাতটিকে চিনি না-চিনি, তাঁরা যে দয়ার দরিয়া, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিলনা। পরিত্রাণ পাবার জন্যে—"উঃ—মস্ত একটা কাঁটা গলায় আটকালো গো" ব'লে যাতনা ও নিষ্কৃতির চেষ্টা প্রকাশ করায় উভয়েই all attention হয়ে পড়লেন, অনেক কিছু কায়দা বাতলাতে লেগে গেলেন।

"তাই ত, কিছুতেই যে যাচ্ছেনা, হ্যাঁ বউ-দি, তোমাদের সে মেনীটে কোথায় গেল,—বেড়ালকে প্রণাম করলে এখখুনি নেমে যায়।"

দেড় হাত তফাতেই পত্নীদেবী মুখে রাজ্যির চিন্তা মেখে বিমূঢ়বৎ দাঁড়িয়ে ছিলেন;—তাড়াতাড়ি তাঁকেই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লুম।

তিনি গর্-গর্ করতে করতে থর্-থর্ ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে

সরযূ খুব হাসতে হাসতে আর—"আপনারা আমাদের যত চেনেন, আমরাও আপনাদের ততই চিনি" বলতে বলতে তাঁর সঙ্গ নিলেন।

৫

দিনটা বিষণ্ণমুখে দেখা দিলে। মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন,—দেখে শয্যা ত্যাগ করতে মন চায়না, পাশ ফিরে শুতেই ইচ্ছা হয়। কিন্তু সরযূ তাড়া দিচ্ছেন—চায়ের জল চড়ানো হয়েছে।

অন্য দিন ভোলাকে ডেকে তুলতে হয়, আজ সে ফর্সা কাপড় আর গেঞ্জী প'রে ছুটোছুটি করছে। টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্ত্তি করা হচ্ছে।

প্রশান্ত শুয়ে শুয়েই হুকুম করলে—আমার বাস্কেটটা নিতে ভুলিস্‌নি।"

তাকে আবার পাশ ফিরে শুতে দেখে সরযূ ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন—"উঠে নড়ে-চড়ে দেখে নেওয়া হোক্‌না, ওর এখন অনেক কাজ,—যা ভোলা, টঙ্গা নিয়ে আয়,—দু'খানা।"

"পাইপ্‌টে দিয়ে যা" ব'লে প্রশান্ত উঠে বসলো। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ভাবটা চোখে পড়তেই সে ব'লে উঠলো—"ইস্, এই দুর্য্যোগ মাথায়-ক'রে লোক রাস্তায় বেরোয়!"

"বেশ ত, কায কি!" গম্ভীরভাবে এই কথা কয়টি ব'লে সরযূ চ'লে যাচ্ছিলেন।

বললুম—"আপনি কি প্রশান্তর স্বভাবটা জানেননা? কাল আমাকে বলেছে—"রদ্দুর দেখলে আমি এক-পা বেরুতে পারিনা;—গা চিড়বিড় করে। বিলেতে ঐ বালাইটি নেই—সকলে তাই ছুটে বেড়ায়। আমারও সেই অভ্যাস হয়ে গেছে, মেঘ দেখলে ঘরে ব'সে থাকতে পারিনা—রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ভারী স্ফূর্ত্তি হয়।"

"তার প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছি!"

"বেশীক্ষণ দেখতে হবেন," বলেই প্রশান্ত তড়াক্ ক'রে উঠে পড়লো।—"দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া চাই,—রদ্দুর দেখা দিতে পারে!"

সরযূ প্রসন্নমুখে বাড়ীর মধ্যে ছুটলেন,—প্রশান্ত প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

* * * *

জব্বলপুরের প্রভাত একটা উপভোগ্য দৃশ্য। আজ কিন্তু আমার মনটায় একটুও উৎসাহ আস্‌ছিলনা। প্রকৃতি অপ্রফুল্ল, মাথার উপর কাক, চিল, শকুন কুগ্রহের মত ঘুরছে, দিকে দিকে কুক্কুরের চীৎকার শুনা যাচ্ছে,—সে যেন কোন্ অদৃশ্য পুরীর

অশুভ আহ্বান! প্রাণটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। এমনটা এক দিনে ঘটেনি।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতরা দলে দলে এসে ক্রমেই সহর, সদর ভ'রে ফেলছিল,—কেউ পেটের জ্বালায়, কেউ কাজের আশায়। তাদের চেহারা দেখলে প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠে, অবস্থা ভাবলে বুক ফেটে যায়। যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করতে যান, ক্রমে ভিড় দেখে আর সেই সব জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কঙ্কাল দেখে ভয়ে ভগবানের হাতে ভার দিয়ে পেছিয়ে আসেন।

যাঁর আছে, তাঁরও মুখে রাঁধা-ভাত উঠেনা!

সরকারের কর্ম্মচারীরা অবশ্য নিশ্চিন্ত ছিলেননা, যতটা পারছিলেন, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে লেগেছিলেন। আর বিশেষ ক'রে—সদরে বা ক্যাণ্টনমেণ্টে তারা ঢুকে না উৎপাত করে, রোগ না ছড়ায়, চিত্তচাঞ্চল্য এনে সুস্থ শরীর না ব্যস্ত করে,—সে-দিকে খর দৃষ্টি রেখেছিলেন।

প্রশান্তকে এসব খবর দেওয়া হয়নি, তা হ'লে সে পালাতো। হরাকষণবাবু তাকে আজ অষ্টাহ আট্‌কেছেন। তিনি Up-to-date gentleman, তাঁর সঙ্গ পেয়ে প্রশান্ত বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটাচ্ছিল।

৬

ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে "মার্ব্বল-রক্" ১৩ মাইলের কম নয়। সাড়ে সাতটার মধ্যেই কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাঁধবার ব্যবস্থা সঙ্গে নেওয়া হ'ল। সরযূ, সাবিত্রী আর ভোলা একখানি টঙ্গায় আগে আগে চললো, দ্বিতীয়খানিতে প্রশান্ত আর আমি,—পশ্চাতে।

পূর্ব্বেই টঙ্গা-ড্রাইভরদের একান্তে ব'লে দিয়েছিলুম,—এমন পথ দিয়ে নিয়ে যায়, যেদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িতের দেখা নেই।

পাথরের প্রশস্ত পথেই গাড়ী চললো। দু'সার গাছের ছাওয়া, আকাশ মেঘ-মলিন, পথ জনশূন্য। দূরে ও নিকটে ছোট ছোট পাহাড়। মাঠে পাঁচ সাতটি কঙ্কালসার গাভী বা দু'একটি ঘোড়া বৃথাই তৃণ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছে, আবার মুখ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখলেই প্রাণটা কেমন ক'রে ওঠে, দীর্ঘনিশ্বাস আপনা আপনি ঠেলে বেরোয়।

দু'জনেই চুপচাপ চলেছি—নিস্তব্ধতা যেন চেপে ধরছিল। আমরা যেন গোরস্থানের যাত্রী। নূতন জিনিষ দেখতে যাবার উৎসাহটা যেন ভিতরে ভিতরে আত্মহত্যা করেছে।

হঠাৎ এক-পাল কুকুরের ডাক শুনে চমকে চেয়ে দেখি,—যে ভয় করছিলুম, তাই। অদূরেই নির্জ্জীব কঙ্কালমূর্ত্তিতে পথের দু'ধার পূর্ণ, সঙ্গে সজীব ও সুপুষ্ট দু'তিনটি অপর লোকও দেখা যাচ্ছে।

প্রশান্ত বলে উঠলো—"এ কি হে!" মেয়েদের গাড়ীর ড্রাইভারকে হেঁকে বললে—"গাড়ী রোকো, গাড়ী রোকো।"

তাঁদের গাড়ী দাঁড়ালো। আমাদের গাড়ী এগুতেই সরযূ সভয়ে বললেন,—"কেন, কি বলুন দেখি, দাদা,—ওরা কে?

"দেখে বলছি।"

উভয়ে গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে দেখি,—পথের দু'ধারে পাথরের বড় বড় চাই, আর তার আশেপাশে আমন্ত্রিত কঙ্কালরা—কেউ সেই পাথরে হাত রেখে হাঁ ক'রে ব'সে, কেউ তাতে কপাল ঠেকিয়ে ঝুঁকে, কেউ মাথা রেখে নিঃপাত হয়ে প'ড়ে আছে।

একটা টুলের উপর একজন ভদ্রবেশী বাবু ব'সে পান চিবুচ্ছেন আর বিড়ি টানছেন। দু'পাশে দুজন ভীমদর্শন চৌকীদার পাথরে ব'সে খইনি টিপছে আর কঙ্কালদের সুমধুর স্বরে মুখভঙ্গী সহ গালি দিয়ে কাজ করতে তাড়া-তাড়া লাগাচ্ছে। তার মানে—পাথর ভাঙ্গ, রাস্তা কোপা, ঝুড়ি ভ'রে ভাঙ্গা পাথর এনে রাস্তায় ফ্যাল, রাস্তা দুরমুস্ কর—যে যা পারিস্। মনিবের পয়সা ফাঁকি দিয়ে পাবিনি। উঠো উঠো—লেও—জলদী করো।"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে কেউ গাঁতির বাঁটে হাত ঠ্যাকালে, কেউ পাথর-ভাঙ্গা হাম্বোর স্পর্শ করলে, তার পর শুষ্ক মুখে হতাশভাবে চৌকীদারদের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

"সিধে কথায় হবেনা দেখছি" ব'লে তারা চোখ পাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"এদের মারবি না কি" ব'লে প্রশান্ত আস্তীন গুটিয়ে এগুচ্ছিল। আমি টেনে রাখলুম—"তুমি নিজে ল-ইয়ার, তা মনে রেখো।"

"তবে চল, বাড়ী ফিরি,—এই—গাড়া ঘুমাও। Hellish brutes (সয়তান) !"

তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকরা কপালে হাত দিয়ে কেবল "এ ভগবান্ !" ব'লে, আর পোড়া কাঠের মত পুরুষগুলি—"আরে রামজি !' ব'লে সেই দুঃশাসনদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোচ্‌কে ব'সে পড়লো !

সরযূ আঁচলে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে বললেন,—"আমি পাথর (মার্ব্বল-রক্) দেখতে আর যাবনা, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।"

তাঁরা বাড়ীর মধ্যে বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু শুন্‌ছিলেন ; এখন তার বীভৎস রূপ দেখে অধীর হয়ে পড়লেন !

গাড়ী ফিরলো, সব চুপচাপ।

কেবল গাড়োয়ান দুজন গালি দিতে দিতে—"ঐ চামারবাবু আর ঐ দু'বেটা কসাই—মনিবের পয়সাটা লুঠ্‌ছে ! জন দশেক ঠিকে কুলী নিয়ে রোজ সামান্য কিছু কাজ দেখিয়ে এই দেড়শো লোকের বিল্ (bill) ক'রে টাকাটা ভাগ ক'রে খায়। এই গরীব বেচারারা যেমন না খেয়ে মরছিল, তেমনই মরছে। বেইমান দেশের লোকই যদি দেশের লোক মেরে রোজগারের রাস্তা খোঁজে, তবে আর কে কি করবে !" ইত্যাদি তাদের নিজের ভাষায় বলতে বলতে চল্‌লো।

* * * *

বাড়ী ফিরে রান্নাও হ'ল, খেতেও বসা হ'ল, কিন্তু গ্রাস আর কারুর মুখে উঠলোনা।

"না, এখানে আর নয়" ব'লে প্রশান্ত উঠে পড়লো।

পরিবার বড়ই অপ্রতিভ হয়ে আমাকে বললেন,—"জেনে শুনে তুমি কেন এই দেখতে নিয়ে গিয়েছিলে? দেখ দেখি, কি কাণ্ডটা ঘোটলো!"

অর্থাৎ সব দোষটাই আমার!

আজ শনিবার। ওঁদের মার্ব্বল-রক দেখাবার জন্যই ছুটি নিয়েছিলুম। প্রশান্ত যে এমন মনমরা হয়ে পড়বে, সেটা আশা করি নি।

চুপচাপ বিছানায় প'ড়ে প'ড়েই বোধ হয় সন্ধ্যা হয়ে যেত—যদি শরৎবাবু না এসে পড়তেন।

"এ কি! চারটে বাজে, এখনও শুয়ে! মার্ব্বল-রক দেখতে যাবার কথা ছিলনা? এত শীগ্‌গির ফিরলেন কি ক'রে?" বলতে বলতে শরৎবাবু বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন।

আমরা উঠে পড়লুম। চাকরকে তামাক দিতে ব'লে মুখ-হাত ধুতে গেলুম। এসে দেখি, প্রশান্ত সিগারেট-কেস থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে অন্যমনস্কভাবে সেটার একবার এদিক একবার ওদিক বাঁ হাতের চেটোয় ঠুকছে।

শরৎবাবু আমাদের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন—কিছু একটা ঘোটেছে, তাই প্রশ্নগুলার পুনরুত্থাপন করতে ইতস্ততঃ করছিলেন।

এই সময় হরকিষণবাবুও এসে গেলেন।—"এ কি,—খুব সকাল সকাল ফিরেছেন ত! শরৎবাবুকে ঢুকতে দেখে আমি

এলুম, তা না ত সন্ধ্যের পর আসতুম। ব্যারিষ্টার-সাহেব, কেমন দেখলেন,—বলুন ত worth seeing নয় কি—দেখবার জিনিষ, না ?"

প্রশান্ত আমার দিকে ইঙ্গিত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বল্লে,—"বিজনকে জিজ্ঞাসা করুন।"

তিনি আমার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার মানে—"ব্যাপার কি !"

সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাঁদের জানিয়ে বললুম—"প্রশান্তর পেটে আজ এক গ্রাস অন্নও যায় নি, মুখে দিতেই পারলেনা।"

মিনিট তিনেক কারুর কথা সরলনা—সকলেই নীরব। পরে হরকিষণবাবু বললেন,—"ব্যারিষ্টার আমাদের বনেদী বড়ঘরের ছেলে, জগতের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে কোনও পরিচয়ই নেই, তাই এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এ ত দুনিয়ায় কোনও না কোনও স্থানে দেখা দিচ্ছেই। দেখলে প্রথমটা বিচলিত হ'তে হয় বটে, তার পর কর্ত্তব্য এসে উৎসাহ দিয়ে কায করায়। সেইটাই এখন দরকার। এখানেও কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে—যেখানে প্রায় তিনশো লোককে যথাসম্ভব খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে !"

প্রশান্ত উৎসাহের সহিত ব'লে উঠলো—"হয়েছে ?"

"হয়েছে বই কি,—মানুষ কি চুপ ক'রে থাকতে পারে ! যান, এখন একটু বেড়িয়ে আসুন।"

শরৎবাবু বললেন—"আমিও তাই বলি,—চলুন।"

"আমি আর কোথাও বেরুচ্ছিনা—একদম ইষ্টেশন যাবো।"

"একটু না বেড়ালে এ অবসন্ন ভাবটা কাটবে না। আমি মিলিটারী লাইন ঘেঁসে নে-যাব, সে-দিকে ও-সবের সম্পর্ক নেই। একটা কিছু দেখবেননা?—চলুন্ বাদশা-মন্দির দেখিয়ে আনি, অতি-সুন্দর স্থান—পাহাড়ের উপর। সেখানে একটি গুহা আছে—যা নাকি নর্ম্মদা পর্য্যন্ত গিয়েছে। বেশী দূরও নয়, মাইল তিনেকের মধ্যে। উঠে পড়ুন।"

হরকিষণবাবু বললেন—"সেই বেশ কথা, দেখবার স্থানও বটে। অনেক জায়গা ঘুরেছি, কিন্তু বাদশা-মন্দিরের গণেশ-জননী মূর্ত্তির মত—শ্বেত পাথরের অমন life size সৌষ্ঠবপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি কোথাও নজরে পড়েনি। মুখে মাতৃভাবের অমন সুস্পষ্ট বিকাশ কোথাও দেখিনি! দেখে আসুন—দেখবার জিনিষ। চা খাওয়া হয়েছে কি?"

প্রশান্ত, "All right, ভোলা—চা নিয়ে আয় আর বিস্কুটের টিনটা খুলে ফ্যাল্"—বলেই, উঠে পড়লো।

চা-পানান্তে দশের মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে প্রশান্ত, শরৎবাবু আর আমি বেরিয়ে পড়লুম।

পাক্কা পৌনে-তিন মণ ওজনের হরকিষণবাবু, দশ বারো বছর আগে থেকেই হাঁটা-পথের দাবী ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজের বাগানে গিয়ে ইজি-চেয়ার নিলেন।

মিলিটারী লাইন ঘেঁসে খোলা মাঠের হাওয়া খেতে খেতে চলা গেল। এ দিকে সবই ঝরঝরে, পরিচ্ছন্ন! মাঝে মাঝে

অফিসারদের বাংলো—বাগান, ফুলে-ফলে হাসছে। বিবিধ বর্ণের গোলাপ আর ক্রাইসেনথিমামে উদ্যান আলো ক'রে রয়েছে। মাঝখানে টেনিস-কোর্ট,—সাহেব-মেমসাহেবরা কি উৎসাহেই খেলছে! আনন্দের হাসি—নানা সুরে রূপ ধ'রে ফুটে উঠছে; প্রত্যেক অঙ্গ আনন্দ-তরঙ্গে গতিশীল,—ভাসছে!

সাবান-সুমার্জ্জিত কুকুরগুলো সেই আনন্দে যোগ দিয়ে বলের (ballএর) পিছনে ছুটোছুটি করছে; অস্তগামী সূর্য্যের আভায় তাদের লোমগুলি রেশমের মত চক্‌চক্ ক'রে উঠছে। কোনোটিকে কাছে পেয়ে কোনো মেমসাহেব কোলে তুলে'নে চুমো খেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! আনন্দের অমরাবতী!

প্রশান্ত হঠাৎ ব'লে উঠল—"This is life, জীবন একেই বলে! They know how to enjoy it, এরাই সেটা ভোগ করতে জানে।"—

সারাদিন পরে তাকে খাতে আসতে দেখে, কোনো কথাই কইলুমনা। শরৎবাবু কেবল বললেন—"তাতে আর সন্দেহ আছে!"

এই রকম কয়েকখানি বাংলো পার হয়ে "নর্ম্মদা রোডে" ওঠা গেল। পাথর আর কাঁকরের পথ—ধপ ধপ করছে, লোকের ভীড় নেই। দুধারেই বাঁশের ঝাড়—কে যেন টবে বসিয়ে গেছে। কি সুচ্ছন্দ সমাবেশ!

মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পথের প্রায় সান্নিধ্যেই একটি পাহাড়ের মধ্যে "গুপ্তেশ্বরনাথ" মহাদেবের

স্থান,—সুন্দর ও শান্তিময়। একটু এগিয়েই অপেক্ষাকৃত উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর "মদন-মহল।" "রাণী দুর্গাবতী" আর "মদন" ব'লে এক জন প্রসিদ্ধ ডাকাতকে নিয়ে এই স্থানটি ঘিরে বহু legend ও গল্প-গুজব প্রচলিত। আর এই পাহাড়েই সেই Balancing Stone বা rock বর্ত্তমান,—যা দেখবার জন্যে ও যার রহস্যোদ্ভেদ করবার জন্যে দূর-দেশান্তর হতে গণিতশাস্ত্রের ওস্তাদেরা আজও আসেন।

আমাদের লক্ষ্য "বাদশা মন্দির," তাই এ-সব পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হওয়া গেল।—"বাদশা-মন্দির" আর আধ মাইল পথ।

৭

মদন-মহল সম্বন্ধে গল্প করতে করতে এক-পো পথ পেরিয়ে পড়া গেছে।

প্রশান্ত বললে,—"তা হ'লে ওটা দেখতেই হয়েছে।

সহসা কতকগুলো শিয়াল, বোধ করি, রাস্তার কাছেই ব'সে ছিল, আমাদের দেখে বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। প্রশান্ত "By Jove" ব'লে লাফিয়ে উঠলো। "এ কি! দিনের বেলা,—ক্ষ্যাপা নয় ত!"

সকলেই সচকিতে সেই দিকে চাইলুম।

যা দেখলুম, তাতে আতঙ্কে তিন জনেরই সর্ব্বশরীরে শিহরণের সাড়া পৌঁছে গেল।

ঘন জঙ্গল—পথ-প্রান্তে ক্রমেই বিরল হয়ে এসেছে। তারই মধ্য হ'তে ধূসর কেশাবৃত একখানি শীর্ণ মুখে দুটি চোখের নিষ্পলক তীব্র দৃষ্টি আমাদের লক্ষ্য করছে দেখে, নেকড়ে-বাঘ ব'লে ভ্রম হয়েছিল,—এ লোকালয়শূন্য স্থানে বিচলিত ক'রে দিয়েছিল।

কাপড়ের রং মাটির সঙ্গে মিশে থাকায় দেখতে পাইনি। শরৎবাবু সেটা লক্ষ্য ক'রে বললেন,—"কাপড় দেখতে পাচ্ছেন-না,—মানুষ।"

দেখা গেল, সে কষ্টে কাঠির-মত দুখানি কম্পিত হাত তুলে জোড় করলে।

প্রশান্তই সর্ব্বাগ্রে এগুলো, আমরাও চললুম। নিকটে গিয়ে দেখি স্ত্রীলোক, আর তার পাশেই প্রায় ছ' ফিট লম্বা, অস্থি-চর্ম্ম-সার একটি পুরুষ প্রলম্ব প'ড়ে আছে! মৃত কি জীবিত, বুঝা যায়না। কি ভয়ানক দৃশ্য, যেন প্রেত-যুগল!

স্ত্রীলোকটি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললে,—"একটু জল—পাঁচ দিন ইনি জল পাননি! শিয়ালের ভয়ে এঁকে একলা ফেলে খুঁজতে যেতেও পারিনি, তা হলেই টানাটান করবে,—তারা সঙ্গেই রয়েছে! যাবার সময় একটু জলও দিতে পাচ্ছিনা!" এই ব'লে লোকটির দিকে চেয়ে এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, যা বোধ হয়, ত্রিভুবন ভেদ করতে পারে! তার পর আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

প্রশান্ত চঞ্চল হয়ে আমার দিকে চাইলে, যেন জানালে, "My kingdom for a horse"!

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"বেঁচে আছে কি?"

"এখনও আছেন।"

আমিই পুরোনো লোক, আমিই ছুটলুম। জলই বা কোথায়, আনবই বা কিসে, তা জানিনা! একমাত্র ভরসা "বাদশা মন্দির।" সেবায়েতটি লোক ভাল, পরিচয়ও আছে।

ভগবান্ দয়া করলেন, অর্দ্ধপথেই দেখি, দু'জন শ্রমিক নর্ম্মদায় স্নান ক'রে ফিরছে, দু'জনের হাতেই এক এক লোটা জল। অবস্থা তাদের জানিয়ে—চার চার আনা দেব ব'লে রাজি ক'রে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত এসে পৌঁছুলুম।

জল দেখে স্ত্রীলোকটি একবার আকাশপানে চাইলে, তার পর হাত পাতলে।

শ্রমিকরা ঘটি দিতে চাইলেনা, দিলেও সে তুলতে পারত-না, হাতে ঢেলে দিতে লাগল। জল নিয়ে, ধীরে ধীরে পুরুষটির চোখ-মুখ ধুইয়ে দিতেই সে চেয়ে দেখলে, মুখ থেকে ক্ষীণ স্বরে শুনা গেল—"রেওড়ী!"

"হাঁ,—পিয়ো।"

"তোমারা হ্যায়?"

"বহুৎ।"

পুরুষটি ধীরে "বহুৎ" কথাটি অভিনব ভঙ্গীতে উচ্চারণ ক'রে, অনেকখানি জল খেয়ে—"ছুট্টি" ব'লে চোখ বুজলে।

"হায় বিনায়ক!" ব'লে স্ত্রীলোকটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

অনেক বলায় এক অঞ্জলিমাত্র খেলে। একটি ছোট্ট পুঁটলি

খুলে একটা লম্বা টিনের কৌটো বার ক'রে তার এ-জগতের শেষ সম্পত্তি—দুটি টাকা,কয়েক গণ্ডা পয়সা আর একটি নথ, মাটীতে উপুড় ক'রে ঢেলে দিলে, পুঁটুলিটাও দূরে ঠেলে দিলে। তার পর বললে,—"এই টিনটায় জলটুকু রেখে দিন্।"

তাতে পো-খানেকও ধরলোনা।

শ্রমিক দু'জন "আরে রামজী" বলেই দ্রুত প্রস্থান করলে। এত বললুম, এত ডাকলুম, কিছুতেই কিছু নিলেনা, পয়সার কথায় কানও দিলেনা।

সন্ধ্যা আসন্ন দেখে প্রশান্ত বললে,—"এ স্ত্রীলোকটিকে বাঁচানো চাই, বিজু—ও বাঁচবে।"

স্ত্রীলোকটি আপন-মনে ব'লে চললো—"আর,তুমি কতক্ষণই বা আছ, আমার সকল ঐশ্বর্য্য তোমার সঙ্গে যাচ্ছে। আজ ১৯ বছর পরে আমাকে একলা ফেলে যেতে পারবে এই দুনিয়ায় রেখে? —যেখানে অন্ন না পেয়ে অকালে তোমাকে যেতে হ'ল, সেই দুনিয়ায় অন্ন খেতে আমি থাকবো! না-[illegible]য়ক, তা যেন না হয়!"

মাথার ঠিক নেই।

প্রশান্ত বিলিতী অভ্যাসে অনেক বুঝিয়ে বললে,—"তুমি নিজেই দেখছো, ও ত আর বাঁচবেনা, তুমি কিন্তু চিকিৎসা আর আহার পেলে বাঁচবে। আমরা গাড়ী আন্ছি, চল। আমরা ওঁকে দেখবার লোক দিচ্ছি। অমন হাজারও হাজারও লোক নিত্য মরছে, উপায় কি? যে যাবেই, তার জন্যে নিজের

প্রাণটা বৃথা নষ্ট কর কেন! তাতে পাপ আছে। জীবন অমূল্য জিনিষ। গাড়ী আনাই।"

স্ত্রীলোকটি অবাক্ হয়ে শুনছিল, হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বিকৃত স্বরে ব'লে উঠলো,—"যাও, দিক্ মৎ করো! পিপাসিতকে জল খাইয়েছেন, ভগবান্ আপনাদের ভাল করবেন। প্রাণের মূল্য এখনও কি আপনার চোখে পড়েনি! কত-বড় প্রাণ আজ না খেতে পেয়ে চ'লে যাচ্ছে, তা জানেন!—যাও।"

একটু ম্লান হেসে, তাচ্ছিল্যস্বরে বললে,—"ওঁকে এই সময় ফেলে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে যাব—১৯ বছর পরে! আর—অপর লোক ওঁকে দেখবে! সে ওঁকে দেখবার কি জানে! ওঁর প্রত্যেক শিরার সূক্ষ্ম গতিটি পর্য্যন্ত যে আমার কাছে আমারই মত পরিচিত! ওঁর ভাগ নেবার অধিকার আর কার আছে!—যাও!"

পুনরায় উত্তেজিত কণ্ঠে—"যদি একটু জল চান, কি ডেকে আমার সাড়া না[illegible] হতাশ প্রাণে কষ্টের শ্বাস ফেলেন, আমার যে জীবনব্যাপী পূজা ব্যর্থ হয়ে যাবে! ওঁর কাতর উচ্ছ্বাসগুলির আশ্রয় যে আমার মাঝে। এ-সব তুমি বুঝবেনা,—যাও, আর দিক্ কোরোনা।"

কোন প্রকারেই কোন পরিচয় দিলেনা। এ অবস্থায় ফেলে যেতেও কারুর মন সায় দিচ্ছিলনা। কিন্তু উপায় কি!

প্রশান্ত বললে, "বেশ, আমরা গাড়ী আনিয়ে তোমাদের দু'জনকেই নিয়ে যাচ্ছি, চল।"

"উনি আর অল্পক্ষণই আছেন, তুলতে গেলেই মারা যাবেন। শান্তিতে যেতে দিন্। আমরা মাটীর মানুষ, মাটীর কোলে মিশিয়ে যেতে দিন্।"

"তার পর, এই জনশূন্য জঙ্গলে, অন্ধকার রাত্রিতে মৃতের পাশে তুমি একলা থাকবে? তোমাকে দেখবে কে?"

"যো আজ দেড় মাহিনা দেখ রহা হায়, যাও—যাও। হামারা রাস্তা সিধা হায়। বড়লোকের দয়া এখন বড় অশান্তিকর,—যাও।"

আমরা দেখতে-এসে বড়ই সমস্যায় প'ড়ে গেলুম। না কোনও কাজে লাগছি, না নড়তে পারছি।

ক্ষণেক নীরব থেকে বললুম—"মা, আমরা কি আপনাদের কোন কাযে লাগতে পারিনা? আমাদের কিছু বলুন।"

একটু শান্ত হয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন—"শিয়ালরা আজ তিন চার দিন পিছু নিয়েছে,—আজ দিনের বেলাও নিষ্কৃতি ছিল-না। তাদের আর সবুর সইছেনা। আমার সামর্থ্য ওরা বোঝে। কাল রাতেই এসে ধরেছিল, ঠুক ঠুক ক'রে বাধা দিয়েছি। আজ আর পারবনা। আপনাদের দেখে তারা অন্তরালে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ওঁর দেহে এখনও প্রাণ রয়েছে, কিন্তু আপনারা চ'লে গেলেই আমারই চোখের সামনে ওঁকে টানাটানি করবে, ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে! যন্ত্রণায় বিনায়ক আমাকে ডাকবে—আমি যে কিছুই করতে পারবনা!"

এইবার তিনি ভেঙ্গে পড়লেন—"হায় ভগবান্!" ব'লে একটি দীর্ঘনিশ্বাস শেষ ক'রেই ফুলে ফুলে কেঁদে ফেললেন।

কে সে দৃশ্য দেখতে পারে! স্ত্রীলোকের এত বড় অসহায় অবস্থা যে কল্পনাও করা যায়না!

প্রশান্ত আমার দিকে অসহায়ের মত চাইলে।

বললুম—"তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি উপায় করতে পারি কি না দেখি। আমার আধ ঘণ্টাটাক্ দেরী হ'তে পারে।"

দ্রুত বাদশা-মন্দিরে গিয়ে, সেবায়েতকে সব ব'লে, এক জন লোক চাইলুম। সে সারারাত সেখানে উপস্থিত থাকবে, শিয়ালে না উপদ্রব করে। আমরা সকালেই আসবো, সে দু'টাকা বকশিস্ পাবে।

সেবায়েত লোক ক'রে দিলেন আর তাকে গাঁজা খাবার জন্যে আলাদা চার আনা তখনই দিতে বললেন। লোকটি লাঠি, লণ্ঠন, গাঁজা, কলকে আর দেশালাই যোগাড় ক'রে নিয়ে আমার সঙ্গে এলো।

সকলেই বড় একটা স্বস্তি বোধ করলুম।

স্ত্রীলোকটি বেশ বল পেলেন;—বললেন, "এখন আর আমার কোন চিন্তা নেই। এর চেয়ে এ দুনিয়ায় বড় প্রার্থনা আমার আর ছিলনা,—ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন। কাল সকালে এ-দিকে যদি একবার আসতে পারেন—"

কথা অসমাপ্ত থাকতেই প্রশান্ত ব'লে উঠলো, "নিশ্চয়ই আসবো, আপনি একলা কি করবেন, আপনাকে নিয়ে যাব। তখন ত আর কোনও আপত্তি থাকবেনা?"

তাঁর সেই কষ্টক্লিন্ন মুমূর্ষু মুখের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেল, চক্ষু কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভেসে উঠলো। একটা পবিত্র বিমলজ্যোতি মুখে যেন ছড়িয়ে গেল। যে-মুখ দেখে পূর্ব্বে তিন জনই ভয় পেয়েছিলুম, সহসা সেই মুখে অপূর্ব্ব শান্ত-শ্রী দেখে তিন জনই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ইনি এই বেশে এই অবস্থায়ও এত সুন্দরী! কৈ, এতক্ষণ ত লক্ষ্য করিনি!

সরম-ঢাকা স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "উনি গেলে, আমি কি আর থাকতে পারি? উনি ছাড়া কি আমি! নারীর আর কি রইল, কোন্ ঐশ্বর্য্য রইল! উনি যে আমার স্বামী!"

সন্ধ্যা হ'ল।

"আমাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা থেকে মুক্তি দিলেন, এখন আমার আর কোন অভাবই নেই, ভগবান্ আপনাদের সুখী করুন। আর কষ্ট পাবেননা, বাড়ী যান।"

বার বার জেদ ক'রে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন।

পথের দুধারে কি আছে না আছে, সেদিকে কারও আর নজর রইলনা। যেন একলাটির মত তিন জনই নীরবে চললুম।

মিনিট পনেরো পরে প্রশান্ত ব'লে উঠলো—"জব্বলপুর আসা সার্থক হয়েছে, আর কিছু দেখতে চাইনা। এমনটি এ জীবনে

দেখিনি।" অন্যমনস্ক হয়ে বললে—"বড় সব অপরাধ হয়ে গেছে!"

শরৎবাবুর জীবনটা এলোমেলো—বিবাহ করেন নি। মাথা তুলে বললেন—"সবুর করুন, ব্যারিষ্টার সাহেব, যত গর্জ্জায় তত বর্ষায়না। জীবনটা অত ফ্যাল্‌না জিনিষ নয়। তবে খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক বটে, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার মন্ত্র জানে। অনেক স্ত্রীলোকেরই ঐটা craft. আমি আপনাদের চেয়ে বহুৎ দেখেছি। কাল সকালে বুঝতে পারবেন। আপনারা ভাবছেন বুঝি প্রাণ দেবে! হুঁঃ, অকূলপাথারে পড়বার মুখে ও বাহাদুরী-কাঠ পাকড়ালে!"

কথাগুলো তখন বিষাক্ত ছুরির মত আমাদের বিঁধছিল। প্রশান্ত পাছে উগ্র হয়ে ওঠে, আমি তার হাতটা চেপে চুপ ক'রে থাকতে ইঙ্গিত করলুম।

বাসার কাছে এসে শরৎবাবু প্রশ্ন করলেন, "কাল সকালে আবার যাচ্ছে[illegible]কি!"

প্রশান্ত বির[illegible]র উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "নিশ্চয়ই।"

"দেখি—রবিবার আছে," ব'লে শরৎবাবু নিজের বাসায় চ'লে গেলেন। তাঁকে বস্‌তে বলবার মত ভদ্রতা সে-দিন আর আমাদের এলনা।

প্রশান্তর অনুরোধে রাত্রিতেই দুখানা টঙ্গা আর একখানা Platform cart ব'লে রাখা হ'ল।

*   *   *   *

ভোরেই গাড়ী এসে হাজির হ'ল। আমরা চা খেয়েই রওনা হলুম। বাড়ীতে ব'লে যাওয়া হ'ল, ফিরতে একটা বেজে যেতে পারে। সঙ্গে এক বোতল দুধও নেওয়া হ'ল!

একটু এগিয়েই দেখি, শরৎবাবু দাঁড়িয়ে।

"চলুন, ভুলটা ভেঙ্গে আসবেন" ব'লে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। কি জানি কেন, দুজনেরই সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

পৌঁছেই দেখি, নিযুক্ত লোকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

"কি রে, খবর কি?"

"সব চুক্ গিয়া!"

"মাঈ?"

"মাঈ ভি।"

বললে,—আমরা ফেরবার ঘণ্টাখানেক পরে পুরুষটি কি বলায় স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি তার মুখে "জয় রেবা মাঈ" ব'লে জল দিতে দিতে বললে—"চলো,—হাম আয়ে!"

—পরে আমার দিকে ফিরে বললে,—"[illegible]কো হামারা নমস্কার দেকে বোলনা—হামে না আলগ্ কি[illegible]য়ে।"—তার পর যেমন দেখছেন, এক ভাবেই রয়েছে, নড়েওনা, সাড়াও দেয়না।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখি,—স্বামীর বুকে মাথা রেখে সতী চ'লে গেছেন—উপুড় হয়ে প'ড়ে আছেন। জীবনের কোন চিহ্নই নেই!

প্রশান্ত রুমালে চোখ মুছতে মুছতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—"বিজন, এক জন ফটোগ্রাফার চাই, ভাই।"

বললুম, "বিচলিত হয়োনা প্রশান্ত,—এর সঙ্গে বিলিতী মিশিওনা।"

সে বুঝলে।

মায়ের ইচ্ছামত নর্ম্মদাকূলে একই চিতায় ছু'জনকে দাহ ক'রে যখন বাসায় ফিরে এলুম, দেড়টা বেজে গেছে।

"বাড়ীতে ব'লে আসা হয়নি" ব'লে শরৎবাবু সেই পথের ধার থেকেই ফিরেছিলেন, বেলা তখন সাড়ে আট্টা।

* * * *

প্রশান্ত সেই-দিনই সন্ধ্যার বম্বে-মেলে চ'লে গেল।
